নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)

আইএমইডি
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জুন ২০২১

নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -৩ (১ম সংশোধিত)

পরামর্শক দলের সদস্য

অধ্যাপক ডক্টর ফজলে খোদা
টীম লিডার

মো: সাইদুর রহমান
আর্থ সামাজিক বিশেষজ্ঞ

সালাহ উদ্দিন আহমেদ
প্রকৌশলী

মো: এরশাদুল হক
তথ্য ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ

আইএমইডি'র কর্মকর্তাবৃন্দ

এস. এম হামিদুল হক (যুগ্ম সচিব)
মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮

মো: মোশারফ হোসেন
পরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮

মো: হেলাল খান
মূল্যায়ন কর্মকর্তা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮

সূচিপত্র

নির্বাহী সারসংক্ষেপ		iii
শব্দ সংক্ষেপ		v
প্রথম অধ্যায়: প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা		
১.১	ভূমিকা	১
১.২	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.৩	প্রকল্প পরিচিতি	২
১.৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	৩
১.৫	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	৩
১.৬	প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা	৩
১.৭	প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহ	৩
১.৮	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে)	৪
১.৯	বছর ভিত্তিক ব্যয় বিভাজন	৫
১.১০	প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা	৭
১.১১	প্রকল্পের লগফ্রেম	৯
১.১২	প্রকল্পের টেকসইকরণ পরিকল্পনা (Exit Plan)	১০
দ্বিতয়ি অধ্যায়: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা		
২.১	সমীক্ষার ToR	১১
২.২	নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার পদ্ধতি	১২
২.৩	সমীক্ষা এলাকা, সমগ্রক, বিশ্লেষণের একক ও নমুনা	১৫
২.৪	তথ্য সংগ্রহ	১৭
২.৫	তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ	১৯
২.৬	প্রশ্নপত্রের প্রাক-সার্ভে যাচাই	১৯
২.৭	সমীক্ষা ও উপাত্তের মান নিয়ন্ত্রণ	১৯
২.৮	তথ্য বিশ্লেষণ	২০
২.৯	সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা	২১
২.১০	সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা	২২
তৃতীয় অধ্যায়: সমীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা		
৩.১	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	২৩
৩.২	ডিপিপি সংশোধন	২৩
৩.২.১	ডিপিপি সংশোধনের কারণসমূহ	২৩
৩.৩	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	২৩
৩.৩.১	ব্যয় বৃদ্ধির কারণ	২৩
৩.৩.২	সংশোধিত ডিপিপিতে বিভিন্ন খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কারণসমূহ	২৫
৩.৪	অর্থ বছরভিত্তিক বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয়	২৬
৩.৫	অঙ্গ ভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা এবং অগ্রগতির চিত্র	২৬
৩.৬	প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা	৩০
৩.৭	লগফ্রেমের ভিত্তিতে উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা	৩১
৩.৮	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	৩৬
৩.৮.১	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামো	৩৬
৩.৮.২	প্রকল্প পরিচালক ও জনবল নিয়োগ	৩৬

৩.৮.৩ প্রকল্প পরিচালকদের দায়িত্বকাল ৩৭
৩.৮.৪ ইউডিও নিয়োগ ৩৭
৩.৮.৫ প্রকল্পে স্টিয়ারিং কমিটির সভা ৩৭
৩.৮.৬ পিএমআইএস এর তথ্য ৩৮
৩.৮.৭ অডিট বিষয়ে তথ্য ৩৮
৩.৯ প্রকল্পের স্কীমসমূহ পরিদর্শণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল ৪১
৩.১০ মূল তথ্যদাতাদের সাথে KII এর ফলাফল ৪৩
৩.১১ Focus Group Discussion (FGD) এর ফলাফল ৪৪
৩.১২ সুফলভোগীদের সাথে জরিপের ফলাফল ৪৮
চতুর্থ অধ্যায় সবলতা-দুর্বলতা, সুযোগ-ঝুঁকিসমূহ পর্যালোচনা ৫৬
পঞ্চম অধ্যায় পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ ৫৯
৬ষ্ঠ অধ্যায় সুপারিশসমূহ ও উপসংহার ৬২

সংযুক্তি
সংযুক্তি- ১ সাহিত্য পর্যালোচনা
সংযুক্তি -২ স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় সভা
সংযুক্তি -৩ স্কীম পরিদর্শনের প্রতিবেদন
সংযুক্তি -৪ কেস ষ্টাডি
সংযুক্তি -৫ কেআইআই
সংযুক্তি -৬ তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের টুলস

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশ একটি গ্রাম প্রধান দেশ। এ দেশের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। গ্রামের উন্নয়নই দেশের উন্নয়ন। পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত শতকে বেশ কিছু মডেল উদ্ভাবন করা হয়। যার মধ্যে ১৯০৪ সালে গ্রামীণ সমবায় ব্যাংক, ১৯৫৩ সালের V-AID কর্মসূচি, ১৯৬০ সালের কুমিল্লা মডেল এবং ১৯৭৬ সালের গ্রামীণ পদ্ধতির ক্ষুদ্র ঋণ অন্যতম। উল্লিখিত কোন মডেলেই সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়নি। এ অবস্থায় ইউনিয়নকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রামীণ উন্নয়নে Link Model নামে একটি উন্নয়ন মডেল প্রবর্তন করা হয় যার কার্যক্রমের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো ইউনিয়ন। এই মডেলটি ১ম ও ২য় পর্যায়ে সফলভাবে বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ৩য় পর্যায়ে বাংলাদেশের ৮ টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ২১৫টি উপজেলার ৬৫০টি ইউনিয়নে পিআরডিপি-৩ (১ম সংশোধিত) নামে সম্প্রসারিত আকারে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীনে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (BRDB) কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বর্তমান পরিবীক্ষণ সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্প প্রণয়ন, সংশোধন, অনুমোদন ও বাস্তবায়নে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করার মাধ্যমে প্রকল্পটির অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে যথাযথ সুপারিশ প্রদান। এছাড়া প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল টেকসই করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান। সংশ্লিষ্ট গবেষণায় মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ পরিমাণগত ও গুণগত পদ্ধতির সমন্বয় ঘটিয়ে সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য ৮টি বিভাগের ৬৪ টি জেলার ২১৫ টি থানার ৬৫০ টি ইউনিয়ন থেকে উপযুক্ত নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে। পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য কাঠামোগত প্রশ্নপত্রের সাহায্যে ১২০০ জন সুফলভোগীর উপর জরিপ করা হয়েছে। পাশাপাশি সুফলভোগী, ভিডিসি ও ইউসিসি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য ৩০টি FGD (Focus Group Discussion) করা হয়েছে। অপরদিকে, প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত ব্যক্তি ও অংশীজনের (স্টেকহোল্ডার) কাছ থেকে তথ্য নেয়ার জন্য ৫৫ টি KII (Key Informants Interview) করা হয়েছে। অন্যদিকে, যে সকল স্কীম বাস্তবায়িত হয়েছে বা হচ্ছে এমন ১৫৭ টি স্কীম সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া সেকেন্ডারি উৎস থেকে চেকলিষ্টের মাধ্যমে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি, প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ও বরাদ্দের ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রকল্পটি ২২ ডিসেম্বর ২০১৫ সালে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় যার বাস্তবায়ন কাল ছিল জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০২০। প্রকল্পের জনবল নিয়োগ না হওয়া সহ নতুন নতুন স্কীম সংযোজন এবং কয়েকটি ইউনিয়ন পৌরসভায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নতুন ইউনিয়ন ডিপিপিতে অর্ন্তভুক্তিকারণে ডিপিপি সংশোধন করা হয়। ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে এর বাস্তবায়ন কাল জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। মূল ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ২৩১৬৭.১৫ লক্ষ টাকা। প্রথম সংশোধিত ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ২৭৯৯০.০০ লক্ষ টাকা। এখানে ব্যয় বৃদ্ধি ২০.৮২%।

মার্চ ২০২১ পর্যন্ত মোট ৫৮৫০টি ভিডিসি গঠন করার লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে ৫৮৫০টি গঠন করা হয়েছে, এখানে অর্জন ১০০%। এছাড়া এই সময়ে ভিডিসি'র সাথে মোট ৩১৫,৮৩৫ টি সভা করার পরিকল্পনা থাকলেও ২০০,৮৮৪ টি সভা সম্পন্ন হয়েছে, অর্জন ৬৪%। অপরদিকে, এই সময়ে মোট ৬৫০টি ইউসিসি গঠন করার লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে ৬৫০ টি গঠন করা হয়েছে, এখানে অগ্রগতি ১০০%। এই সময়ে ইউসিসি'র সাথে মোট ৩৮,১৯৬ টি সভা করার পরিকল্পনা থাকলেও ২৩,৫৭৬ টি সভা সম্পন্ন হয়েছে, অগ্রগতি ৬২%। উল্লেখ্য, প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৬৩৩.৪৭ লক্ষ টাকা এবং মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৩৬৩৯.৫০ লক্ষ টাকা। ব্যয়ের অগ্রগতি ৫৭.৭%।

প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ স্কীমের ব্যয়ের ৫%, গ্রামবাসী ১৫% প্রদান করার কথা। অধিকাংশ এলাকার ইউপি ও গ্রামবাসী তাদের অংশ প্রদান করে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও দেখা গেছে। স্কীম নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রামবাসীর চাহিদার প্রতিফলন দেখা গেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ বিদ্যমান। প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ বিভাগ যেমন: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ কিংবা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের পরামর্শ গ্রহণ করা হয় না। প্রকল্প কাজ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ৫১৫ জন ইউডিও নিয়োগ করতে না পারায়

মাত্র ৬৪ জন ইউডিও দ্বারা প্রকল্পটি সারা দেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিআরডিবির কর্মকর্তাগণ অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। তবে কিছু কর্মকর্তাদের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা না থাকায় কাজের গুণগতমান বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

প্রকল্প কাজের মনিটরিং ও সুপারভিশন কোন কোন এলাকায় ভালো হচ্ছে, আবার কোন কোন এলাকায় অনেক ঘাটতি রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং ও সুপারভিশনের যথাযথ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় না। সরকারি অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সমন্বয় অভাব রয়েছে। তবে কোন কোন এলাকাতে ভালো সমন্বয় রয়েছে।

প্রকল্পের পাঁচটি ক্রয় প্যাকেজ পর্যালোচনা করা হয়েছে যার মধ্যে ৩টি প্যাকেজ-মটরযান ও মটর বাইক ক্রয় এবং মাঠ পর্যায়ে আসবাবপত্র ক্রয়, পিপিআর-২০০৮ মোতাবেক হয়েছে। অপর ২ টি প্যাকেজ-কম্পিউটার ও প্রিন্টার ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্যাকেজ ভেঙ্গে ক্রয় করা হয়েছ। তবে বাস্তবতার নিরিখে করা হয়েছে। অনুরূপভাবে একটি এসিও ক্রয় করা হয়েছে।

প্রকল্পে লক্ষ্যদলভূক্ত জনগোষ্ঠীর উপকার প্রাপ্তির বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ১২০০ জন সুফলভোগীদের তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রায় ৪৫% সুফলভোগী বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৬৮.৫% সুফলভোগী নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। অর্ধেক (৫০%) সংখ্যক সুফলভোগী প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগী ও গরু ছাগল পালন এবং বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ করতে পারছেন। এছাড়া, ৬৮.৩% সুফলভোগী বাল্য বিবাহ, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক সেশনে অংশগ্রহণ করেছেন। সরকারী সেবা পাবার সুযোগ বেড়েছে বলে মনে করেন ৫১.৮% সুফলভোগী। ক্ষুদ্র স্কীম বাস্তবায়নের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। শিক্ষার্থীদের স্কুল ও কলেজে যাতায়াত আগের চেয়ে সহজ হয়েছে এবং সুপেয় পানির সুবিধা বেড়েছে বলে প্রাপ্ত তথ্যে প্রতীয়মান হয়। ফসল সংগ্রহ ও বাজারজাতকরনের সুবিধা বেড়েছে, পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে এবং জলাবদ্ধতা দূর হয়েছে এর ফলে ফসলি জমিতে চাষের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্পের দ্ধারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অর্জিত সাফল্য টেকসই হয়েছে কি না তা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, স্কীম বাস্তবায়নের পর এর রক্ষণাবেক্ষণ না করার ফলে অনেক স্কীম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কোন কোন জায়গায় প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুযায়ী সুফলভোগী ও ভিডিসি স্ব-উদ্যোগী হয়ে স্কীমসমুহ রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। আবার কোন কোন জায়গায় রক্ষণাবেক্ষণের অভাব দেখা যায়।

প্রকল্প অবশিষ্ট পরিকল্পিত ভাবে সমাপ্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্পের জনবল নিয়োগ করার বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল বিবেচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্কীম/কাজের স্থায়িত্ব রক্ষার্থে ও সুফল ধরে রাখার জন্য এর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং ও সুপারভিশন করার জন্য জুন ২০২১ এর মধ্যে প্রকল্প পরিচালকের নেতৃত্বে একটি মনিটরিং গাইডলাইন তৈরি করে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সরকারি পরিপত্র জারির মাধ্যমে সরকারী বিভিন্ন বিভাগ/এনবিডি ও এনজিওদের মধ্যে সমন্বয় করা প্রয়োজন। স্কীমের গুণগত মান ও স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকার চেয়ারম্যান ও অন্যান্য অংশীজনের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা বিষয়ে কমপক্ষে ১ দিনের সচেতনতামূলক কর্মশালা করা প্রয়োজন। ফলে একদিকে যেমন হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় হবে, অপরদিকে স্কীম নির্ধারণে ক্ষেত্রে প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ কমবে এবং স্কীম বাস্তবায়নে ইউপির অংশ (৫%) নিশ্চিত হবে। নারী ইউডিওদের জন্য নারী বান্ধব মোটর বাইকের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) যাতে যথাযথভাবে অনুসারে করা হয় সে বিষয়ে প্রকল্প কার্যালয় হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া উন্নতমানের ফলাফল পেতে হলে গবেষণায় চিহ্নিত পরামর্শসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন করা জরুরি।

শব্দ সংক্ষেপ

ADP	: Annual Development Program
BRDB	: Bangladesh Rural Development Board
CPTU	: Central Procurement Technical Unit
DPP	: Development Project Proposal
DTM	: Direct Tendering Method
FGD	: Focus Group Discussion
FPTT	: Field Proposal Type Training
GCM	: Gram Committee Meeting
GCs	: Gram Committees
GOB	: The Government of the People's Republic of Bangladesh
IA	: Important Assumption
IMED	: Implementation Monitoring and Evaluation Division
JDCF	: Japan Debt Cancellation Fund
JICA	: Japan International Cooperation Agency
KII	: Key informants Interview
MOV	: Means of Verifiable Indicators
NBDs	: Nation Building Departments
NGO	: Non-Governmental Organizations
NS	: Narrative Summary
OTM	: Open Tendering Method
OVI	: Objectively Verifiable Indicators
PCR	: Project Completion Report
PMIS	: Project Management Information System
PPA	: The Public Procurement Act 2006
PPR	: The Public Procurement Rules 2008
PRDP	: Participatory Rural Development Project
RDA	: Rural Development Academy
RDPP	: Revised Development Project Proposal
RFQ	: Request For Quotation
RTM	: Research Training and Management
RTPP	: Revised Technical Assistance Project Proposal/Proforma
SWOT	: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
TPP	: Technical Project Proposal
ToR	: Terms of Reference
UCC	: Union Coordination Committee
UCCM	: Union Coordination Committee Meeting
UDO	: Union Development Officer
UIC	: Union Information Centre
UP	: Union Parishad
VDC	: Village Development Committee
VDCM	: Village Development Committee Meeting

১.১ ভূমিকা

বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা কেন্দ্র থেকে শুরু করে জেলা এবং উপজেলা হয়ে ইউনিয়ন পর্যন্ত বিস্তৃত। কেন্দ্র থেকে উপজেলা পর্যন্ত সুবিন্যস্ত প্রশাসনিক কাঠামো রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান জনগণকে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবাসহ অন্যান্য বিষয়ে সেবা প্রদান করে থাকে। উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি অধিদপ্তরের কর্মীর মাধ্যমে ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে নিয়মিত পরিদর্শন এবং সেবা প্রদান করে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ে সম্প্রসারণ কর্মীর সংখ্যা অপ্রতুল। তদুপরি জাতিগঠনমূলক বিভাগসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। যার ফলে গ্রামের অধিকাংশ মানুষ এসব বিভাগের সেবা যথার্থভাবে পাচ্ছেনা এবং প্রত্যাশিত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ইউনিয়ন হলো জনগণের নিকটস্থ এবং প্রথম ধাপের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। কাজেই ইউনিয়নই উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমন্বয় ও বাস্তবায়ন করবে। কিন্তু ইউনিয়ন পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং সমন্বয় ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় এবং এর আর্থিক সম্পদ ও জনবল অপ্রতুল হওয়ায় কাঙ্খিত সাফল্য অর্জনে বাঁধাগ্রস্ত হয়।

এ অবস্থায় ইউনিয়নকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রামীণ উন্নয়নে লিংক মডেল নামে একটি নতুন মডেলের প্রবর্তন করা হয়। এই মডেলের কার্যক্রমের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো ইউনিয়ন। অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পিআরডিপি-১ম পর্যায়ে) নামে ২০০০-২০০৪ সময়কালে টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি উপজেলার চারটি এবং ২০০৫-২০১০ সময়কালে একই উপজেলার ১১টি, কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলার ২টি এবং মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলার ২টি ইউনিয়নে অত্যন্ত সফলতার সাথে এই মডেলটি বাস্তবায়ন করা হয়। এটি এমন একটি কাঠামো যার মাধ্যমে জনগণের চাহিদা পূরণ এবং গ্রাম উন্নয়নের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করিয়ে দেয়া হয়। অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম সমগ্র বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার ৮৫টি উপজেলার ২০০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হয়েছে। এর অর্জিত সাফল্য গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে এটিকে আরো সম্প্রসারিত করার পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে মডেলটি বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার ২১৫টি উপজেলার ৬৫০টি ইউনিয়নে পিআরডিপি-৩ (১ম সংশোধিত) নামে সম্প্রসারিত আকারে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১.২ প্রকল্পের পটভূমি

বাংলাদেশ একটি গ্রাম প্রধান দেশ। যার অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। শহরের বেশির ভাগ মানুষের আদি-নিবাস পল্লীতে। তাই জনকল্যাণে গ্রামের উন্নয়ন আবশ্যক। গ্রামের উন্নয়ন ও দেশের উন্নয়ন প্রায় সমর্থক। গ্রামের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত শতকে বেশ কিছু মডেল উদ্ভাবন সহ নানা পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এসবের মধ্যে ১৯০৪ সালে উদ্ভাবিত গ্রামীণ সমবায় ব্যাংক, ১৯৫৩ সালের V-AID কর্মসূচী, ১৯৬০ সালে কুমিল্লা মডেল, এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে গৃহীত ১৯৭৬ সালের গ্রামীণ পদ্ধতির ক্ষুদ্র ঋণ অন্যতম। এ সকল উন্নয়ন মডেল বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং হয়ে আসছে। ঋণসহ বস্তুগত বিভিন্ন সুবিধা প্রদান এ সকল মডেলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উল্লেখিত কোন মডেলেই সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়নি। অর্থাৎ বলা যায় যে, পল্লী উন্নয়নে নিয়োজিত পক্ষগুলো সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্য একটি যথার্থ সমন্বিত ব্যবস্থা অনুশীলন করেনি, যা টেকসই পল্লী উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

এ প্রেক্ষাপটে ১৯৮৬-১৯৯০ সময় কালে বার্ড, আরডিএ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এবং জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় যৌথ উদ্যোগে সমষ্টি উন্নয়নে একটি টেকসই মডেল উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা শুরু করে। দেশের ৫টি জেলার ৫টি ইউনিয়নের ৬টি গ্রামে এই গবেষণা পরিচালিত হয়। অত:পর বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বার্ড, বিআরডিবি, এবং জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় যৌথ ভাবে পরীক্ষামূলক প্রায়োগিক গবেষণা শুরু করে। এর ৫ বছর পর ২০০০-২০০৪ সময়কালে জাইকা ও বিআরডিবি যৌথ উদ্যোগে পিআরডিপি-১ এর আওতায় টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি উপজেলার চারটি ইউনিয়নে সফল পরীক্ষা শেষে যে মডেলটি উদ্ভাবন করে তাই বর্তমানে লিংক মডেল নামে পরিচিত।

লিংক মডেল

লিংক মডেল হলো পল্লী সমৃদ্ধ বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জন অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার একটি কর্মকৌশল যেখানে গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে Vertical Linkage এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা গ্রহণকারী ও সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে Horizontal Linkage সৃষ্টি করা হয়। এই মডেলে ইউনিয়ন পরিষদকে উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু বিবেচনা করা হয়। গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (ভিডিসি) ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি (ইউসিসি) এ মডেলের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক যেখানে ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা (UCCM) হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ "প্লাটফর্ম" যা মিনি পার্লামেন্ট হিসেবে পরিচিত।

লিংক মডেল হলো একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও আকাঙ্খা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়। মডেলটিতে জনঅংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার চেষ্টা করা হয়। নীচের চিত্রে লিংক মডেলটি তুলে ধরা হলো:

Vertical Linkage

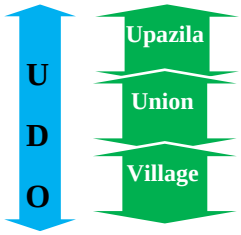

Horizontal Linkage

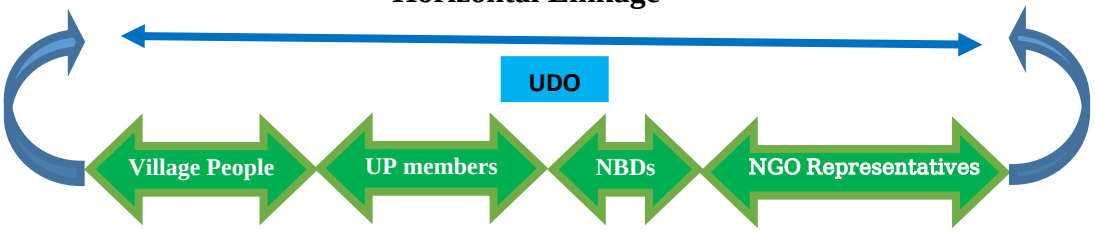

চিত্র: লিংক মডেল

১.৩ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: প্রকল্পের নাম, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং প্রকল্প এলাকা (ডিপিপি, আরডিপিপি ও প্রকল্পের নথি অনুযায়ী)

	প্রকল্পের নাম	:	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -৩ (১ম সংশোধিত)
	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ	:	কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
	প্রকল্প এলাকা	:	**সমগ্র বাংলাদেশ**

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন
৮ টি	৬৪ টি	২১৫ টি	৬৫০ টি

১.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য হলো "সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারী" দের মধ্যে ভার্টিক্যাল ও হরাইজেন্টাল সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের চাহিদা-ভিত্তিক সেবা নিশ্চিত করা। সে ক্ষেত্রে, স্থানীয় পর্যায়ে সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে সবার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন তরান্বিত করা। স্থানীয় পর্যায়ে সংযোগ কৌশল (লিংকেজ মেকানিজম) প্রয়োগের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করাই এর মূল প্রতিপাদ্য।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১। গ্রাম উন্নয়নে সম্পৃক্ত সকলের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা।
২। গ্রামবাসীগণের চাহিদা অনুসারে উন্নয়নমূলক সেবা প্রদান ও প্রাপ্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৩। গ্রামবাসীগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
৪। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সকল সেবাসমূহ সাধারণ জনগণের নিকট পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করা।
৫। গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও মেরামত করা।
৬। ইউনিয়ন পরিষদকে One Stop Service Delivery Station এ হিসেবে পরিণত করা।
৭। উন্নয়ন কর্মকান্ডের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
৮। গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলার মধ্যে Vertical Linkage এবং সেবা গ্রহণকারী- সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে Horizontal Linkage স্থাপন করা।

১.৫ প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (মূল ও সংশোধিত)

ডিপিপির ধরন	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ
মূল	০১ জুলাই, ২০১৫	৩০ জুন, ২০২০
সংশোধিত (১ম)	০১ জুলাই, ২০১৫	৩০ জুন, ২০২২

১.৬ প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা (মূল ও সংশোধিত)

	মূল অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়	সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধন)	পার্থক্য (৩-২)	
			টাকায়	শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫
মোট	২৩১৬৭.১৫	২৭৯৯০.৭৭	৪৮২৩.৬২	২০.৮২%
জিওবি	১৯৯২৭.১৫	২৩৬৩৩.৪৭	৩৭০৬.৩২	১৮.৬০%
নিজস্ব অর্থ	-	-	-	-
ইউপি ও সুফলভোগীর অংশ	৩২৪০.০০	৪৩৫৭.৩০	১১১৭.৩০	৩৪.৪৮%

১.৭ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহ

(১) গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (ভিডিসি) গঠন এবং গ্রাম উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ ইউনিয়ন পরিষদে উপস্থাপন।

(২) ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির (ইউসিসি) মাধ্যমে সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে সংযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধি।

(৩) ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় (ইউসিসিএম) খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারসহ গ্রাম এলাকার সকল উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা। প্রকল্পভুক্ত গ্রামবাসী, ইউনিয়ন পরিষদ ও প্রকল্প সহায়তায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্ষুদ্র অবকাঠামোগত বিষয়ক গ্রাম উন্নয়ন স্কীম বাস্তবায়ন করা। গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্ষুদ্র অথচ গ্রামবাসীদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের ভৌত অবকাঠামো যথা: পাড়ার রাস্তা, কালভার্ট, সাঁকো ও স্কুল মেরামত, লাইব্রেরী, ড্রেনেজ, টিউবওয়েল, ল্যাট্রিন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষ নির্মাণ ইত্যাদি স্কীমসমূহ বাস্তবায়ন করা।

(৪) গ্রামীণ জনগণের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য Field Proposal Type Training (FPTT) বাস্তবায়ন করাসহ আয় ও কর্মসংস্থানের সুবিধার্থে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান।

১.৮ প্রকল্পের লক্ষ্য মাত্রা (সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে)

১.৮.১ প্রকল্প কার্যক্রমের সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা

ক্রমিক নং	বিষয়সমূহ	লক্ষ্যমাত্রা
১	গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (ভিডিসি) গঠন	৫৮৫০ টি
২	গ্রাম উন্নয়ন কমিটি মিটিং (ভিডিসিএম)	৩১৫৮৩৫ টি
৩	ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি (ইউসিসি) গঠন	৬৫০ টি
৪	ইউনিয়ন কো- অর্ডিনেশন কমিটি মিটিং (ইউসিসিএম)	৩৮১৯৬ টি
৫	ভিডিসি স্কীম গ্রহণ	১৭৭৩৬ টি

১.৮.২ প্রকল্পের অঙ্গ ভিত্তিক বিস্তারিত (বাস্তব ও আর্থিক) লক্ষ্যমাত্রা

বর্ণনা	সংশোধিত ডিপিপি		মোট				
	পরিমাণ	সরকারি তহবিল	প্রকল্প সাহায্য			মোট	% হিসাবে
			আরপিএ		ইউপি এবং উপকার ভোগী		
			সরকারি	বিশেষ তহবিল			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(ক) রাজস্ব তহবিল							
কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা	৩১৩	২১৪৫.০				২১৪৫.০	
বেতন ও ভাতাদি	৩৩০	১২৩.০				১২৩.০	
অন্যান্য ভাতাদি	৩৩০	২৪৬০.৯২				২৪৬০.৯২	
মোট বেতন ও ভাতাদি		৪৭২৮.৯২				৪৭২৮.৯২	
আউটসোর্সিং	৮	৬০.০				৬০.০	
ভ্রমণ ভাতা	৩৩০	৪৭৩.২২				৪৭৩.২২	
ওভার টাইম	১৭	২৪.০				২৪.০	
পৌর কর	এলএস	২.৮৮				২.৮৮	
ডাক খরচ	২৮১	১৬.৯৭				১৬.৯৭	
টেলিফোন/ মোবাইল	৩৩০	৭৪.১৪				৭৪.১৪	
ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট	৩৩০	৮.২				৮.২	
নিবন্ধন খরচ	৪৬৩	১১০.৪৫				১১০.৪৫	
পানি	২	৬.১১				৬.১১	
বিদ্যুৎ	২	৩৮.১৫				৩৮.১৫	
জ্বালানী ও গ্যাস	৪	৩৫.৯৩				৩৫.৯৩	
পেট্রল, তেল ও মবিল	৪৬৩	৪৩৯.১৩				৪৩৯.১৩	
বীমা /ব্যাংক চার্জ	৫৮১	২৩.৭				২৩.৭	
মুদ্রণ ও প্রকাশনা	এলএস	৩২.০				৩২.০	
ষ্টেশনারী,ষ্ট্যাম্প, মোহর	৫৮১	১৮৯.৮১				১৮৯.৮১	
অডিও এবং ভিডিও	৭	২১.৫				২১.৫	
অন্যান্য মনোহারি	৫৮১	৯.০				৯.০	
কম্পিউটার সামগ্রী	২২৫	১৬.০				১৬.০	
প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১০	২৬.৯৫				২৬.৯৫	
পোষাক	৯	২.১৩				২.১৩	
প্রশিক্ষণ বাবদ	৬৪৯৭১২	১৩৭২.২৬				১৩৭২.২৬	
ওয়ার্কশপ, সেমিনার, কনফারেন্স	৩০	৩০০.০				৩০০.০	
আপ্যায়ন	২৮০	৬৬৭.৪৯				৬৬৭.৪৯	
যাতায়াত/পরিবহন	৪৫০	১৬.৪৯				১৬.৪৯	
সম্মানী ভাতা, সম্মানী	৬৪৫	২৬৬.৪৭				২৬৬.৪৭	
নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন	এলএস	১৫.০				১৫.০	

কমিটি মিটিং	এলএস	২৪৭.৭৫				২৪৭.৭৫	
উপ-মোট		৪৪৯৫.৭৩				৪৪৯৫.৭৩	
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ							
মোটরযান ও মোটরসাইকেল	৪৬৩	১৪৮.৯২				১৪৮.৯২	
কম্পিউটার ও অফিস যন্ত্রপাতি	২২৫	২৬.৫				২৬.৫	
অন্যান্য মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	এলএস	৩.০				৩.০	
উপ -মোট		১৭৮.৪২				১৭৮.৪২	
উপ-মোট (ক) রাজস্ব ব্যয়		**৯৪০৩.০৭**				**৯৪০৩.০৭**	
(খ) মূলধনী তহবিল							
মোটরযান ও মোটরসাইকেল	৪১১	৫৯২.৩				৫৯২.৩	
যন্ত্রপাতি ও অফিস যন্ত্রপাতি	৬	১৪.০				১৪.০	
কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য	২৩০	১৫৯.৭				১৫৯.৭	
অফিস যন্ত্রপাতি	এলএস	৮.০				৮.০	
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	২৩৫	৯.০				৯.০	
আসবাবপত্র ও অন্যান্য	২২০	৭৯.৭				৭৯.৭	
অন্যান্য	১০	৯.০				৯.০	
উপ -মোট		৮৭১.৭				৮৭১.৭	
অফিস ভবন							
ভিডিসি পরিকল্পনা	১৭৭১৬	১৩৩৫৮.৭			৪৩৫৭.৩০	১৭৭১৬.০	
উপ -মোট		১৪২৩০.৪			৪৩৫৭.৩০	১৮৫৮৭.৭	
উপ-মোট (খ) মূলধনী ব্যয়-		১৪২৩০.৪			৪৩৫৭.৩০	১৮৫৮৭.৭	
মোট ((ক+খ)		**২৩৬৩৩.৪৭**			৪৩৫৭.৩০	**২৭৯৯০.৭৭**	
(গ) মূল্য সমন্বয় (৮%)		০.০			-	০.০	
(ঘ) বাস্তব সমন্বয় (২%)		০.০			-	০.০	
সর্বমোট -		**২৩৬৩৩.৪৭**			**৩৪৫৭.৩০**	**২৭৯৯০.৭৭**	

১.৯ প্রকল্পের বছরভিত্তিক ব্যয় বিভাজন (আরডিপিপি অনুসারে)

অর্থ বছর	প্রকল্প ভার্সন	ব্যয়			
		জিওবি	নিজস্ব অর্থ (বৈদেশিক মুদ্রা)	ইউপি ও সুবিধা ভোগীর অংশ	মোট
২০১৫-১৬	১ম সংশোধিত	১৯৯.৩৫	-	১৮.৯০	২১৮.২৫
	মুল	৩০০৮.৭৭	-	৩৬০.০০	৩৩৬৮.৭৭
২০১৬-১৭	১ম সংশোধিত	১৬৪৯.২২	-	২৮৩.৮০	১৯৩৩.০২
	মুল	৫১২৫.৮৯	-	৭২০.০০	৫৮৪৫.৮৯
২০১৭-১৮	১ম সংশোধিত	৩৯৩৭.৪৪	-	১০৬১.৭০	৪৯৯৯.১৪
	মুল	৩৯৬৭.৩০	-	৭২০.০০	৪৬৮৭.৩০
২০১৮-১৯	১ম সংশোধিত	২৭০৮.৯৬	-	৭১৭.৯০	৩৪২৬.৮৫
	মুল	৩৯১৩.৪৪	-	৭২০.০০	৪৬৩৩.৪৪
২০১৯-২০	১ম সংশোধিত	৫১৭৪.০০	-	৬৬৪.১০	৫৮৩৮.১০
	মুল	৩৯১১.৭৫	-	৭২০.০০	৪৬৩১.৭৫
২০২০-২১	১ম সংশোধিত	৫১০২.৩৪	-	৮০৬.৪৫	৫৯০৮.৭৯
	মুল	-	-	-	-
২০২১-২২	১ম সংশোধিত	৪৮৬২.১৬	-	৮০৪.৪৫	৫৬৬৬.৬১
	মুল	-	-	-	-
মোট	**১ম সংশোধিত**	**২৩৬৩৩.৪৭**	**-**	**৪৩৫৭.৩০**	**২৭৯৯০.৭৭**
	মুল	**১৯৯২৭.১৫**	**-**	**৩২৪০.০০**	**২৩১৬৭.১৫**

১.১০ প্রকল্পের ক্রয়-পরিকল্পনা

১.১০.১ প্রকল্পের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা

সংযোজনী – ৩ (ক)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়**	
সংস্থা	**বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড**	
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	**প্রকল্প পরিচালক**	
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	**অংশীদারিত্ব মূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (পিআরডিপি-৩)**	

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট -	২৭৯৯০.৭৭
জিওবি –	২৩৬৩৩.৪৭
ইউপি ও সুবিধা ভোগীর অংশ –	৪৩৫৭.৩০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
পণ্য - ১	মোটর সাইকেল	সংখ্যা	১০০	ডিপিএম	পিডি, পিআরডিপি–৩	জিওবি	১৫০.০০	নভ:/২০২০.	ফেব্রু:/২০২১	মার্চ/২০২১
পণ্য – ২	কম্পিউটার	সংখ্যা	২০	আরএফকিউ	পিডি, পিআরডিপি–৩	জিওবি	১৪.০০	জানু:/২০২০	জুন:/২০২০	জুন/২০২০
পণ্য – ৩	আসবাবপত্র (মাঠ পর্যায়ে)	সেট	২১৫	ডিপিএম	পিডি, পিআরডিপি – ৩	জিওবি	৬৪.৫০	জানু:/২০২০	ডিসে:/২০২০	ডিসে:/২০২০
পণ্য – ৪	আসবাবপত্র (সদর দপ্তর)	সেট	০৫	আরএফকিউ	পিডি, পিআরডিপি – ৩	জিওবি	১.৫০	জানু:/২০২০	ডিসে:/২০২০	ডিসে:/২০২০
পণ্য – ৫	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	সংখ্যা	০৬	আরএফকিউ	পিডি, পিআরডিপি – ৩	জিওবি	১০.০০	জানু:/২০২০	ডিসে:/২০২০	ডিসে:/২০২০
পণ্য – ৬	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (বৈদ্যুতিক পাখা)	সংখ্যা	২৩৫	আরএফকিউ	পিডি, পিআরডিপি – ৩	জিওবি	৯.০০	মার্চ/২০২০	মার্চ/২০২১	মার্চ/২০২১

১.১০.২ প্রকল্পের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা

সংযোজনী – ৩ (গ)

সূত্র: পিপিআর, ২০০৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়**	
সংস্থা	**বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড**	
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	**প্রকল্প পরিচালক**	
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	**অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -৩ (পিআরডিপি -৩)**	২২৪০৫৪৯০০

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট - ২৭৯৯০.৭৭
জিওবি – ২৩৬৩৩.৪৭
ইউপি ও সুবিধা ভোগীর অংশ – ৪৩৫৭.৩০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
সেবা - ১	জনবল (আউট সোর্সিং)	জন	৮	ওটিএম	পিডি, পিআরডিপি - ৩	জিওবি	৬০.০০	নভ:/২০২০.	ফেব্রু:/২০২১	মার্চ/২০২১

১.১০.৩ প্রকল্পের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা

সংযোজনী – ৪ (ঘ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়**	
সংস্থা	**বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড**	
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	**প্রকল্প পরিচালক,**	
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	**অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -৩ (পিআরডিপি-৩)**	২২৪০৫৪৯০০

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট - ২৭৯৯০.৭৭
জিওবি – ২৩৬৩৩.৪৭
ইউপি ও সুবিধা ভোগীর অংশ – ৪৩৫৭.৩০

প্যাকেজ নং	**ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)**	**একক**	**পরিমাণ**	**ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন**	**ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ**	**অর্থের উৎস**	**প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)**	**সম্ভাব্য তারিখ**					
								দরপত্র আমন্ত্রণ (ডিপিপি অনুসারে)	দরপত্র আমন্ত্রণ (প্রকৃত পক্ষে)	চুক্তি স্বাক্ষর (ডিপিপি অনুসারে)	চুক্তি স্বাক্ষর (প্রকৃত পক্ষে)	চুক্তি সমাপ্তি (ডিপিপি অনুসারে)	চুক্তি সমাপ্তি (প্রকৃত পক্ষে)
পণ্য - ১	মোটর যান	সংখ্যা	১	ওটিএম/ আরটিএম/ ডিটিএম	পিডি, পিআরডিপি - ৩	জিওবি	৭৫.০০	নভ:/২০১৫		৩০ জানু/২০১৬		৩০ জুন/২০১৬	
পণ্য - ২	মোটর সাইকেল	সংখ্যা	৫৫০	ওটিএম/ আরটিএম/ ডিটিএম	পিডি, পিআরডিপি - ৩	জিওবি	৬৬০.০০	আগ/২০১৬		৩০ ডিসে/ ২০১৬		১০ ফেব্রু/ ২০১৭	
পণ্য- ৫	কম্পিউটার, প্রিন্টার	সংখ্যা	২১০	ওটিএম/ আরটিএম/ ডিটিএম	পিডি, পিআরডিপি - ৩	জিওবি	১৪৭.০০	এপ্রি:/২০১৬		৩০ ডিসে/২০১৬		জুন/২০২০	
পণ্য - ৬	আসবাবপত্র (মাঠ পর্যায়ে)	সেট	৬০০	ওটিএম/ আরটিএম/ ডিটিএম	পিডি, পিআরডিপি - ৩	জিওবি	৩০.০০	জানু:/২০১৬		৩০ জুন/ ২০১৬		জুন/২০২০	
	মোট পণ্য ক্রয়ের জন্য মূল্য						**৮১২.০০**						

১.১১ প্রকল্পের লগফ্রেম

অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -৩ (পিআরডিপি–৩) এর লগফ্রেম নিম্নে দেয়া হলো:

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
প্রকল্পের লক্ষ্য সরকারি ও বে-সরকারি সংস্থার সকল সেবা গ্রামে পৌঁছানো, গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও দরিদ্রতা দূরীকরণই হচ্ছে লিংক মডেলের মূল লক্ষ্য।	▪ গ্রামীণ উন্নয়নের সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা। ▪ স্থানীয়ভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধান করা। ▪ জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপক ভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। ▪ গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলার মধ্যে Vertical Linkage এবং সেবা গ্রহণকারী ও সেবা প্রদানকারীর মধ্যে Horizontal Linkage স্থাপন করা।	▪ প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন। ▪ প্রভাব মূল্যায়ন। ▪ মূল্যায়ন প্রতিবেদন।	-
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ▪ জন অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ড ও জনগণের চাহিদা ভিত্তিক জাতিগঠনমূলক বিভাগসমূহের সেবা নিশ্চিত করা, সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে Horizontal Linkage এবং গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলার মধ্যে Vertical Linkage স্থাপনের মাধ্যমে টেকসই পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিত করা। ▪ ৬৪৯৭১৩ জন সুফলভোগীকে দক্ষতাবৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা। ▪ প্রকল্পের মেয়াদে ১৭৭১৬ টি ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ করা। ▪ প্রকল্পের মেয়াদে ৬৫০টি ইউসিসি এবং ৫৮৫০টি ভিডিসি গঠন করা। ▪ প্রকল্পের মেয়াদে ৩৮১৯৬টি ইউসিসিএম ও ৩১৫৮৩৫ টি ভিডিসিএম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। ▪ গ্রাম উন্নয়নে সম্পৃক্ত সকলের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা। ▪ গ্রামবাসীগণের চাহিদা অনুসারে উন্নয়নমূলক সেবা প্রদান ও প্রাপ্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। ▪ গ্রামবাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। ▪ স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সামাজিক পুঁজি গঠনে সহায়তা প্রদান করা। ▪ জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপকভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। ▪ সরকারি এবং বে-সরকারি সংস্থার সকল সেবা ও সহায়তা সাধারণ জনগণের নিকট পৌঁছানো বিষয়টি নিশ্চিত করা। ▪ গ্রামীণ জীবন মান উন্নয়নে গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও মেরামত করা। ▪ ইউনিয়ন পরিষদকে One Stop Service Delivery Station এ পরিণত করা। ▪ উন্নয়ন কর্মকান্ডের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।	▪ ৬৪৯৭১৩ জন উপকার ভোগী ও কর্মকর্তাগণের সচেতনতা ও প্রণোদনামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা। ▪ ১৭৭১৬ টি গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ করা। ▪ ৬৫০ টি ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ▪ ৫৮৫০ টি গ্রাম কমিটি গঠন করা। ▪ স্থানীয় সরকার, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উপকারভোগী এবং অংশীজনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। ▪ শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।	▪ মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন। ▪ বার্ষিক প্রতিবেদন। ▪ ক্রম বর্ধমান অগ্রগতি প্রতিবেদন। ▪ মধ্যবর্তী মূল্যায়ন। ▪ বাস্তব অগ্রগতি পরিদর্শন।	▪ অনুকূল আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশ। ▪ অনুকূল সরকারি ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। ▪ সময় মত অর্থ প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তা না থাকা।
আউটপুট ▪ সরকারি ও বে-সরকারি সকল বিভাগ ও গ্রামবাসীর সমন্বিত কর্ম উদ্যোগের মাধ্যমে টেকসই পল্লী উন্নয়ন। ▪ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা। ▪ জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।	▪ মোট ৬৪৯৭১৩ জন উপকার ভোগী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান। ▪ যাতায়াতের জন্য উপজেলা পর্যায়ে ৩৬০ টি মোটর সাইকেল প্রদান।	▪ জরিপ প্রতিবেদন। ▪ এম আইএস প্রতিবেদন। ▪ প্রশিক্ষণ কাগজপত্র এবং প্রতিবেদন।	▪ অর্থনৈতিক সংকট হবে না। ▪ রাজনৈতিক ও বহিরাগত চাপ

▪ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরা। ▪ মানব সম্পদ উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি সেবা নিশ্চিত করা। ▪ সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তার দক্ষতা ও সততা বৃদ্ধি করা। ▪ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা। ▪ সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা। ▪ গ্রামীণ উন্নয়ন ও দারিদ্র নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ। ▪ নিবিড় তত্ত্বাবধান এবং সততা বৃদ্ধিকরণ।	▪ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন। ▪ ১৭৭১৬ টি গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ। ▪ লিংকেজ সুবিধা বাড়ানোর জন্য ৩৩০ টি কম্পিউটার ক্রয়।	▪ প্রাসঙ্গিক বই পত্র এবং রেকর্ড। ▪ ওয়ার্কশপ/ সেমিনার প্রতিবেদন, বাস্তব অগ্রগতি পরিদর্শন প্রতিবেদন।	হবে না। ▪ প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবে না। ▪ জনগণ চাহিদা দিবে।

ইনপুট

- লিংক মডেল সারা দেশ ব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া।
- গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ।
- গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণে সুফলভোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম শক্তিশালীকরণ।
- তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও লিংকেজ স্থাপন।
- পরিবহন সেবার উন্নয়ন।
- মানব সম্পদ উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ প্রদান।
- স্থানীয় সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করা।
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্টেক-হোল্ডারদের সাথে সংযোগ স্থাপন।
- ওয়ার্কশপ, সেমিনার, কনফারেন্স ইত্যাদির আয়োজন করা।
- ওরিয়েন্টেশন, রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ ইত্যাদি আয়োজন করা।
- জরিপ, তত্ত্বাবধান পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন পরিচালিত করা।

বাজেট

(লক্ষ টাকায়)

ক্র	খাতের বিবরণ	টাকার পরিমাণ
রাজস্বঃ		
১	বেতন ও ভাতা	৪৭৩৮.৯৩
৩	সরবরাহ-সেবা	৪৪৯৫.৭৩
৩	মেরামত-রক্ষণাবেক্ষণ	১৭৮.৪৩
	মোট রাজস্ব=	**৯৪০৩.০৭**
মূলধনঃ		
৪	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়	৮৭১.৭০
৫	ভিডিসি স্কীম	১৭৭১৬.০০
	মোট মূলধন=	**১৮৫৮৭.৭০**
প্রাইস ও ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি=		০.০০
	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়=	**৩৭৯৯০.৭৭**

- প্রকল্পের কাগজপত্র নির্দিষ্ট সময়ে অনুমোদন করা।
- উপযুক্ত জনবল নিয়োগ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা।
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থ ছাড়করণ।

১.১২ প্রকল্পের টেকসইকরণ পরিকল্পনা (এক্সিট প্ল্যান)

লিংক মডেলটি টেকসই পল্লী উন্নয়নে কার্যকর মডেল হিসেবে প্রমাণিত হওয়ায় বিআরডিবি এই মডেলটিকে প্রাতিষ্ঠানিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে বিআরডিবি ১২ জুন ২০১২ তারিখ ৪৫তম বোর্ড সভায় লিংক মডেলটিকে মূলধারায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অতএব, সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার পরে, বিআরডিবির বিদ্যমান কার্যকরী নেটওয়ার্ক এবং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে, প্রয়োজনে, ডিপিপি সংশোধন বা নতুন প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি করা যেতে পারে।

২.১ উদ্দেশ্য অর্জনে নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR)

সমীক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনে নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পরিচালনার জন্য আইএমইডি কর্তৃক প্রদত্ত Terms of Referance (ToR) নিম্নে দেয়া হলো:

১। প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি উদ্দেশ্য অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা।

২। প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় এর বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, সারণির মাধ্যম উপস্থাপন ও পর্যালোচনা।

৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও ডিপিপি'র লগফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।

৪। ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী আনুপাতিক হারে ১৬ টি জেলা, প্রতি জেলার উপজেলার সংখ্যা বিবেচনা করে মোট ৫০টি উপজেলা ও প্রতি উপজেলায় তিনটি করে ইউনিয়ন হিসাবে মোট ১৫০টি ইউনিয়ন এবং প্রতি ইউনিয়নে ৪টি করে গ্রাম নিয়ে মোট ৬০০ টি গ্রাম sample size হিসাবে গ্রহণ।

৫। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।

৬। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।

৭। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।

৮। প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।

৯। প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।

১০। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।

১১। প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান।

১২। প্রকল্পেরে উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS করা।

১৩। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন।

১৪। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা: প্রকল্প পরিচালক ও জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ প্রভৃতি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।

১৫। ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মতামত।

১৬। অডিট আপত্তি আছে কিনা, থাকলে কয়টি, আপত্তির বিবরণ, অর্থের পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান।

১৭। কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

২.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার পদ্ধতি (Methodology)

২.২.১ মূল পদ্ধতি

বর্তমান পরিবীক্ষণ সমীক্ষার মূল পদ্ধতি হিসাবে জরিপকে বেছে নেয়া হয়েছে। সাথে গুণগত পদ্ধতি হিসেবে কেস স্টাডিকে বেছে নিয়ে পরিমাণগত ও গুণগত পদ্ধতির সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। এটিকে মিশ্র-পদ্ধতি (mixed method approach) বলা হয়ে থাকে। গুণগত ও সংখ্যাগত পদ্ধতির মিশ্রণ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করে ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কারণ, পদ্ধতিগত ট্রায়াংগুলেশন গবেষণার ফলাফলের reliability বৃদ্ধি করে। উপাত্ত ট্রায়াংগুলেশনের মাধ্যমে যেভাবে কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে তা নিচের চিত্রে তুলে ধরা হলো।

ফ্লো-চার্ট ২.১: উপাত্তের ট্রায়াংগুলেশন

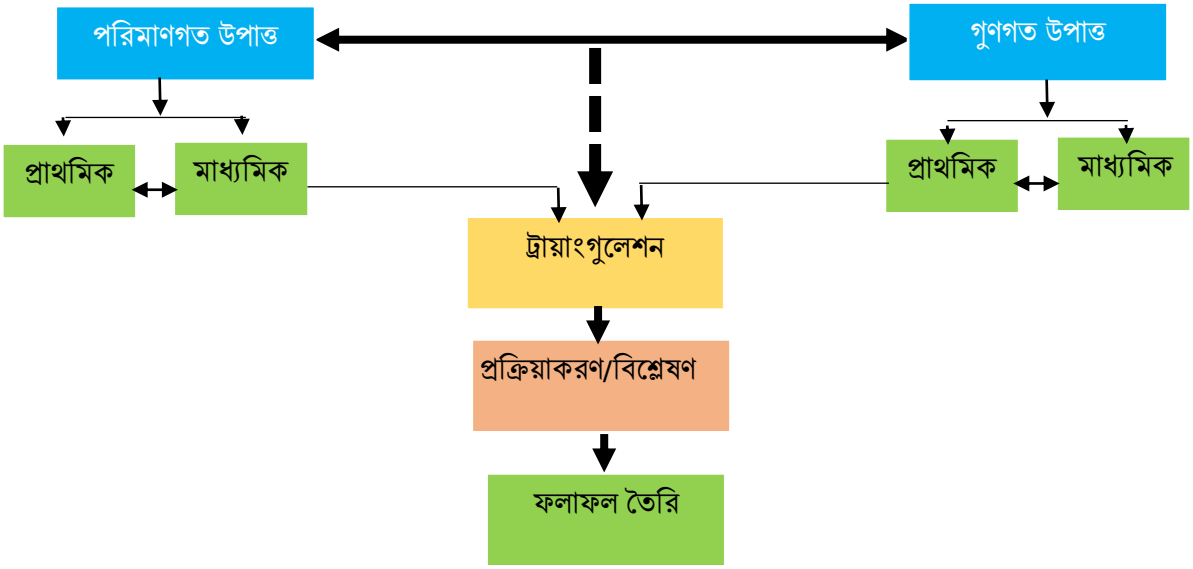

২.২.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কৌশল

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য মাঠ পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এছাড়া তথ্য সংগ্রহে যে সব প্রয়োজনীয় প্রশ্নমালা ও গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে সেগুলোর উপযোগিতা মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের আগে যাচাই করা হয়েছে। যথাযথ প্রক্রিয়ায় নমুনায়নের মাধ্যমে নির্ধারিত উত্তরদাতাদের নিকট থেকে জরিপের মাধ্যমে পরিমাণগত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে। একই ভাবে গুণগত তথ্যসমূহ মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, দলীয় আলোচনা, কেসস্টাডি ও মাঠ পর্যায়ে সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে (গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতিতে) এবং ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালার আয়োজন এবং কর্মশালা থেকে সুপারিশসমূহ সংগ্রহ ও যাচাই করা হয়েছে। সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ যাচাই বাছাই করে প্রাপ্ত তথ্যাদির বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। নিচে ফ্লো-চার্ট ২.২ এর মাধ্যমে নিবিড় পরিবীক্ষণ পদ্ধতি দেখানো হলো।

ফ্লো-চার্ট ২.২: নিবিড় পরিবীক্ষণ পদ্ধতি

২.২.৩ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের বিস্তৃত প্রক্রিয়া

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য টার্মস অব রেফারেন্স (ToR) এর শর্তসমূহ অনুসরণ করে পরিকল্পিত সকল কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কাজটি নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে কোন কোন কার্যক্রম যুগপৎ ভাবে সম্পন্ন করার প্রয়োজনে কার্যক্রম গ্রহণের বিভিন্ন ধাপ ও পর্যায় সারণি ২.১ এ উল্লেখ করা হলো।

সারণি ২.১: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার বিস্তৃত প্রক্রিয়া

বিভিন্ন দলিলাদি পর্যালোচনা	▪ নিবিড় পরিবীক্ষণ টিমের সাথে মিটিং করা, দায়িত্ব বন্টন করা এবং কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে; ▪ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটির বিদ্যমান দলিলাদি ও দস্তাবেজ যেমন: ডিপিপি, আরডিপিপি, বিভিন্ন প্রতিবেদন, মনিটরিং প্রতিবেদন, জরিপ প্রতিবেদন ইত্যাদি সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা।
প্রস্তুতিমূলক কাজ	▪ নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে। ▪ বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নপত্র, চেকলিস্ট এবং গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে। ▪ তথ্য সংগ্রহকারী, সুপারভাইজার, ডাটা এন্ট্রি অপারেটরদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ▪ প্রশ্নপত্র Pre-test করা এবং Pre-test এর আলোকে প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করা হয়েছে। ▪ প্রারম্ভিক প্রতিবেদন তৈরি এবং আইএমইডিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।
তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং মান নিয়ন্ত্রণ	▪ মাঠ পর্যায় হতে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সময়ানুযায়ী সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ (Face to face interview, KII and FGD) করা হয়েছে। ▪ সুপারভাইজারগন মাঠ পর্যায়ে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহকারীদের কাজ প্রতিদিন তদারকি করেছেন; ▪ প্রায় ৫% প্রশ্নপত্র পূরণের পর-পরই যাচাই করা হয়েছে। ▪ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।
ডাটা ব্যবস্থাপনা	▪ মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যে ভুলত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। ▪ কোডিং ও কম্পিউটারে ধারণ এবং পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ▪ প্রাপ্ত ফলাফল সারণি ও লেখচিত্র ইত্যাদি আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। ▪ প্রকল্পের সবলতা-দুর্বলতা-সুযোগ এবং ঝুঁকি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
প্রতিবেদন তৈরি এবং উপস্থাপন	▪ প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করে আইএমইডির নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে। ▪ খসড়া প্রতিবেদনের উপর যথাক্রমে টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়েছে। ▪ কর্মশালা হতে প্রাপ্ত মতামত/ পরামর্শ/ সুপারিশের আলোকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন উপস্থাপন করা হয়েছে। ▪ চূড়ান্ত প্রতিবেদন ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে।

২.২.৪ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার নকশা

চলমান প্রকল্পটি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সমীক্ষায় পরোক্ষ গবেষণা বা ডেস্করিভিউ ছাড়াও মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য দুই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে: (ক) সংখ্যাগত জরিপ ও (খ) গুণগত সমীক্ষা। মাঠ পর্যায়ে সুফলভোগীদের সাথে কাঠামোগত প্রশ্নপত্রের সাহায্যে পরিসংখ্যান ভিত্তিক সংখ্যাগত জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। এই সমীক্ষার অন্যান্য উত্তরদাতাগণ থেকে মূল তথ্যদাতার সাক্ষাতকার (KII) ও এফজিডি (FGD) এর মাধ্যমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিশেষ কিছু স্কীমের কেসস্টাডি করা হয়েছে। সমীক্ষাটি মোট তিনটি পর্বে সম্পন্ন করা হয়েছে নিম্নে চার্টের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

ফ্লো-চার্ট ২.৩: সমীক্ষা নকশার চার্ট

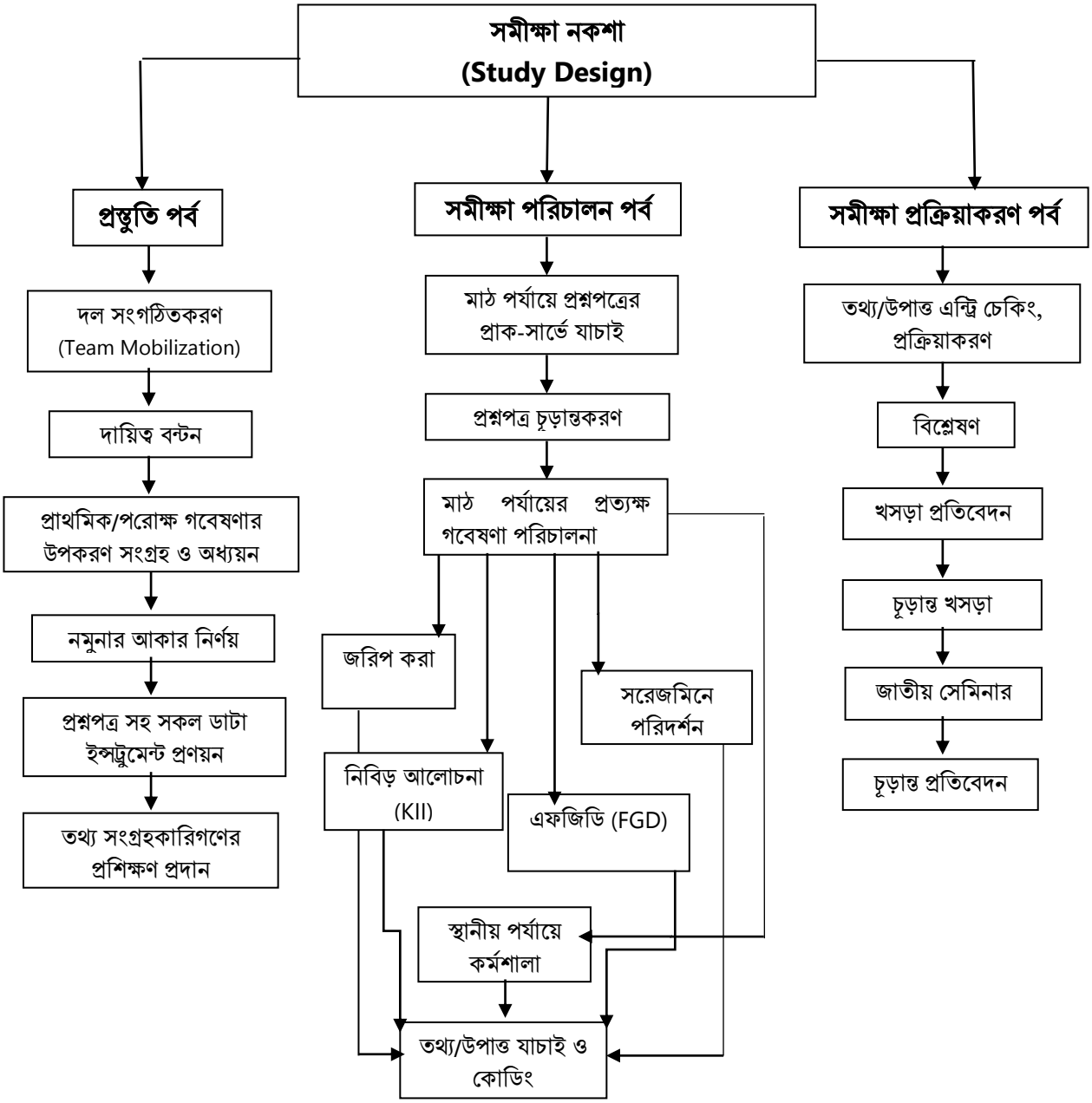

উপরে বর্ণিত নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার চলক/নির্দেশক সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সঠিকভাবে সংগ্রহ ও যথাযথ বিশ্লেষণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি তুলে ধরা হয়েছে।

২.৩ সমীক্ষা এলাকা, সমগ্রক, বিশ্লেষণের একক ও নমুনা

২.৩.১ সমীক্ষা এলাকা

বাংলাদেশের ৮ টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ২১৫ টি উপজেলার ৬৫০ টি ইউনিয়ন এই প্রকল্প এলাকা। অতএব, পরিবীক্ষণের জন্য এই এলাকাগুলোই সমীক্ষা এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন
৮	৬৪	২১৫	৬৫০

২.৩.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার সমগ্রক ও বিশ্লেষণের একক (Unit of Analysis)

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জরিপে সুফলভোগী প্রতি-পরিবারের একজনকে বিশ্লেষণের একক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রতিটি পরিবারকেও বিশ্লেষণের একক বলা যেতে পারে। তারপর নমুনা আকার অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক সুফলভোগীকে উত্তরদানের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। নমুনার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যারা প্রকল্প এলাকায় বসবাস করছেন, মানসিকভাবে সুস্থ এবং যারা সাক্ষাৎকার দিতে রাজি আছেন তাদেরেকে বিবেচনা করা হয়েছে। যারা বর্তমানে প্রকল্প এলাকার বাহিরে বসবাস করছেন, মানসিকভাবে সুস্থ নন এবং সাক্ষাৎকার দিতে রাজি ছিলেন না তাদেরকে উত্তরদাতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি। এই গবেষণার সমগ্রক হিসাবে প্রকল্পভুক্ত এলাকার সকল মানুষ যারা প্রকল্প থেকে উপকার পাবার উপযোগী তাঁদের নির্ধারণ করা হয়েছে।

২.৩.৩ নমুনা পদ্ধতি ও নমুনার আকার

যে সকল সুফলভোগীরা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প থেকে যে কোন ধরণের সেবা গ্রহণ করেছেন তাদের উপর জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পরিমাণগত এবং গুণগত উভয় ধরণের তথ্য প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

- প্রকল্পের সুফলভোগীদের উপর কাঠামোগত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জরিপ করা হয়েছে।
- সুফলভোগীদের সাথে এফজিডি (FGD) পরিচালনা করা হয়েছে।
- মূল তথ্যদানকারীদের সাক্ষাৎকার (KII) গ্রহণ করা হয়েছে।
- কয়েকটি ইউনিয়নের সফল কার্যক্রমের কেস স্টাডি করা হয়েছে।
- দলিল দস্তাবেজ পর্যবেক্ষণ করে ক্রয় কার্যক্রম, বরাদ্দ এবং ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে
- স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

নমুনা আকার নির্ধারণ

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় নির্বাচিত নমুনাসমূহ যেন প্রতিনিধিত্বমূলক হয় সেটি নিশ্চিত করার জন্য একটি বিজ্ঞানভিত্তিক নমুনার কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। Stratified Multistage cluster sampling পদ্ধতিতে সুফলভোগীদের নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ৬৪টি জেলাকে Primary Sampling Unit (PSU), ৩১৫টি উপজেলাকে (প্রকল্প বাস্তবায়নের সব উপজেলা) Secondary Sampling Unit (SSU), প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকার ৬৫০টি ইউনিয়নকে Third Stage Unit হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। প্রত্যেকটি বিভাগ অর্থাৎ Stratum থেকে দৈব চয়নের মাধ্যমে ২টি করে মোট ১৬টি PSU অর্থাৎ জেলাকে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি PSU থেকে ২টি করে মোট ৩২টি SSU অর্থাৎ উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি SSU থেকে ২টি করে মোট ৬৪টি Third Stage Unit অর্থাৎ ইউনিয়নকে নির্বাচন করা হয়েছে। Finally, Third Stage Units থেকে কৌশলগত (Strategic) পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে উপকারভোগীদের নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। Third Stage এ Sampling Frame তৈরি করার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা চিহ্নিত করে উপকারভোগীর খানার একটি সম্পূর্ণ তালিকা তৈরি করা হয়েছে। Systematic Random Sampling পদ্ধতিতে উপকারভোগীর নমুনা সংগ্রহ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনার আকার নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানিক সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে:

$$n = \frac{Z^2 p(1-p)}{d^2} \times \frac{1}{response\ rate}$$ X def

যেখানে, n = sample size

p = proportion/probability of success

q = 1-p, e = precision level এবং df= design effect

Assumptions:

z = 1.96 (value of the standard variation at 95% confidence level)

p = 0.5এবংq =1-p, অতএবq = 0.5

e = 0.05 (precision level = 4%, at 95% confidence level)
df= ৩ এবং Response rate=96%

$$n = \frac{(১.৯৬)^2(.৫০)(.৫০)}{(.০৫)^2} \times \frac{১}{০.৯৫} \times ৩$$

সুতরাং নমুনার আকার, n = ১২০০ নির্ধারণ করা হয়েছে

২.৪ তথ্য সংগ্রহ

২.৪.১ তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের টুলসমূহ

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় গুণগত ও পরিমাণগত উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য যে সকল উপকরণ ও উৎসসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে তা নিচে (সারণি **২.২**) উল্লেখ করা হলো।

সারণি ২.২: তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের টুলস ও উৎসসমূহ

পরিবীক্ষণের মূল পরিসর	উপাত্ত সংগ্রহের টুলস ও উৎসাবলি	
	উপকরণ (টুলস)	উৎস
প্রকল্প পর্যালোচনা	নথিপত্র পর্যালোচনা; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ।
বাস্তবায়নের অবস্থা পর্যালোচনা	নথিপত্র পর্যালোচনা; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; সুফলভোগী।
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন পর্যালোচনা	নথিপত্র পর্যালোচনা; সুফলভোগী জরিপ; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার; দলগত আলোচনা, মাঠ পর্যবেক্ষণ	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; সুফলভোগী।
আহরণ বিধিমালা ও পিপিআর মূল্যায়ন	নথিপত্র পর্যালোচনা; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার; মাধ্যমিক উপাত্ত সংকলন ও মাঠ পর্যবেক্ষণ।	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।
প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা	নথিপত্র পর্যালোচনা; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার; মাধ্যমিক উপাত্ত সংগ্রহ।	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ; প্রকল্পের সুফলভোগীগণ।
আহরণের গুণগত দিক মূল্যায়ন	নথিপত্র পর্যালোচনা; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার; দলগত আলোচনা; নিবিড় সাক্ষাৎকার।	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; সুফরভোগীগণ।
বাস্তবায়নের বিলম্ব ও তার কারণ	নথিপত্র পর্যালোচনা; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার; কেসস্টাডি; মাধ্যমিক উপাত্ত সংগ্রহ।	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।
বাস্তবায়ন কর্মকান্ডের ফলাফল ও উপযোগ বিশ্লেষণ	নথিপত্র পর্যালোচনা; সুফলভোগী জরিপ; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার; দলগত আলোচনা; মাধ্যমিক উপাত্ত সংগ্রহ, কেস স্টাডি।	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; প্রকল্পের সুফলভোগীগণ।
SWOT বিশ্লেষণ	নথিপত্র পর্যালোচনা; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার; দলগত আলোচনা; মাধ্যমিক উপাত্ত সংগ্রহ, মাঠ পর্যবেক্ষণ।	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও স্কীমসমূহ।
আর্থ-সামাজিক অবস্থার পর্যালোচনা	সুফলভোগী জরিপ; দলগত আলোচনা।	প্রকল্পের সুফলভোগীগণ।

২.৪.২ প্রাসঙ্গিক দলিলাদি পর্যালোচনা

প্রকল্পের বাস্তবায়ন দক্ষতা এবং অর্জিত সাফল্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনের জন্য প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির দিকসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রস্তাব প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির মধ্যে তুলনা করা। এ ছাড়াও প্রকল্পের কার্যক্রমে ত্রুটি-বিচ্যুতি, সফলতা-ব্যর্থতা ইত্যাদি চিহ্নিত করা। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি/ আরডিপিপি ও অগ্রগতির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য প্রকল্পের প্রয়োজনীয় দলিলাদি, তথ্য ও উপাত্ত সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণা দল প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দলিল দস্তাবেজসমূহ সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করেছে। এ কাজে গবেষণা সহকারীগণ একটি নির্ধারিত গাইডলাইন অনুসরণ করে মূল দলকে দলিল দস্তাবেজ ও প্রতিবেদন সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে সহায়তা করেছেন।

বিশ্লেষণের জন্য যে সব দলিলাদি ব্যবহার করা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নরূপ:

- উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (DPP)।
- সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (RDPP)।
- আইএমইডি ও প্রকল্প পরিচালক অফিস কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন।

২.৪.৩ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

২.৪.৩.১ পরিমাণগত (Quantative) উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি

জরিপ পদ্ধতিতে নির্ধারিত কাঠামোবদ্ধ অনুসূচির মাধ্যমে উত্তরদাতাগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও সেকেন্ডারি মাধ্যম থেকেও পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৪.৩.২ গুণগত (Qualitative) উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি

প্রকল্পের অগ্রগতি গভীরভাবে উপলব্ধির জন্য গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যে সকল পদ্ধতি অনুসরণ করে গুণগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে তা নিম্নরুপ:

- দলীয় আলোচনা (FGD)।
- মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার (KII)।
- কেসস্টাডি।
- ছবির মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম উপস্থাপন।
- স্থানীয় পর্যায়ে মত বিনিময় সভা।

২.৪.৩.২.১ দলীয় আলোচনা (এফজিডি)

প্রকল্পের সুফলভোগী, গ্রাম উন্নয়ন কমিটি ও ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাথে এফজিডি পরিচালনা করা হয়েছে। যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা'হলো, প্রকল্পের কার্যক্রম, ভিডিসি ও ইউসিসি গঠন পদ্ধতি, কমিটির কার্যক্রম ইত্যাদি। এছাড়া এই সকল কমিটি পরিচালনা ও স্কীম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য কোন ধরনের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। প্রতিটি এফজিডিতে ৮-১০ জন সুফলভোগী অংশগ্রহণ করেছেন। মোট ৩০ টি এফজিডি'র আয়োজন করা হয়েছে (১০ টি ভিডিসি, ১০ টি ইউসিসি এবং ১০টি সুফলভোগীদের সাথে)।

২.৪.৩.২.২ মূল তথ্যদাতাদের সাথে নিবিড় আলোচনা (কেআইআই)

অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -৩ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা যেমন-প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, সহকারী উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, ইউনিয়ন উন্নয়ন কর্মকর্তা, এনবিডি কর্মকর্তা, ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি প্রধান (চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান) প্রমূখ ব্যক্তিবর্গের সাথে নিবিড় আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তা'হলো, প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বাঁধাসমূহ, কিভাবে বাঁধাসমূহ জয় করা হয়েছে, আগামী সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং কিভাবে ঝুঁকি মোকাবিলা করা যায়, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে গ্রামের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কি কি উপকার হয়েছে ইত্যাদি। নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় সর্বমোট ৫৫ টি কেআইআই করা হয়েছে।

২.৪.৩.২.৩ কেসস্টাডি

বাস্তবায়িত স্কীমসমূহের অবস্থা বিবেচনা করে মোট ৮ টি স্কীমের কেসস্টাডি সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৪.৩.২.৪ স্কীম পরিদর্শন

স্কীমসমূহের বর্তমান অবস্থা দেখার জন্য Sample basis ৮টি বিভাগ থেকে মোট ১৫৬ টি স্কীম পরিদর্শন করা হয়েছে। এই সকল স্কীমসমূহ যেমন: রাস্তা মেরামত, কালভার্ট, সাকো, হস্তচালিত/গভীর টিউবওয়েল বসানো, ঘাটলা নির্মাণ, মসজিদ ও মন্দির সংস্কার, ওযুখানা ও টয়লেট, এবং অন্যান্য (ড্রেনেজ নির্মাণ, যাত্রী ছাউনি, পল্লী বিপনন কেন্দ্র স্থাপন, স্কুল কলেজের আসবাবপত্র ও বাউন্ডারি নির্মাণ)। এই সকল স্কীম বাস্তবায়নের ফলে এলাকাবাসীর কি কি উপকার হয়েছে সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া যে সকল বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে তা'হলো- স্কীমসমূহ বাস্তবায়ন পদ্ধতি, স্কীমের গুণগত মান, গ্রামবাসীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

২.৪.৩.২.৫ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা

প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা কালিয়াকৈর উপজেলা. গাজীপুর জেলায় ২০ মে ২০২১ সালে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভিন্ন শ্রেণির অংশীজনের সাথে মত বিনিময় করা, সংশ্লিষ্টদের প্রকল্প এবং নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার প্রাথমিক ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করা এবং প্রকল্পের ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে মতামত গ্রহণ করা। *[সংযুক্তি ২- দ্রষ্টব্য]*

২.৫ তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার তথ্য ও উপাত্তের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সঠিক তথ্য সংগ্রহ, মাঠ পর্যায়ে তথ্য যাচাই, প্রতিটি প্রশ্নপত্রের আলাদা আইডি নম্বর প্রদান, কোডিং ও এন্ট্রি করানোর উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহকারী, সুপারভাইজার, কোডার, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ইত্যাদি নিয়োগ করা হয়েছে। নিয়োগের ক্ষেত্রে যে বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়েছে তা'হলো, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সমজাতীয় কাজের অভিজ্ঞতা, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহে অভিজ্ঞতা, কেআইআই ও এফজিডি পরিচালনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। মোট ২৪ জন তথ্য সংগ্রহকারী (ছেলে-১২ এবং মেয়ে-১২ জন), ৮ জন সুপারভাইজার, ৪ জন কোডার ও ৩ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারীদের ২ দিন হাতে কলমে প্রশিক্ষণ এবং অর্ধবেলা ফিল্ড প্রি-টেস্টিং করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের সময় আইএমইডির মহাপরিচালক ও পরিচালক উপস্থিত থেকে প্রকল্পের বিভিন্ন দিক এবং নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। সুপারভাইজার এবং KII ও FGD ফ্যাসিলিটেটরদের আরো অর্ধবেলা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমীক্ষার মোট ১২০০ জন সুফলভোগীদের উপর জরিপ করা হয়েছে। ২৪ জন তথ্য সংগ্রহকারী মোট ১৮ দিনে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

২.৬ প্রশ্নপত্রের প্রাক-সার্ভে যাচাই

তথ্য সংগ্রহকারীগণ সমজাতীয় তথ্য/উপাত্ত দ্বারা খসড়া প্রশ্নপত্র পূরণ করেছেন। এক্ষেত্রে তাদের ভুল ত্রুটি ঘটনাস্থলেই চিহ্নিত করে ত্রুটিমুক্তভাবে প্রশ্নপত্র পূরণের প্রশিক্ষণ দেয়া ছাড়াও কিভাবে ভুল এড়াতে হয় সে বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর পূরণকৃত প্রশ্নপত্রের আলোকে খসড়া প্রশ্নপত্রের ত্রুটি ও দুর্বলতা সংশোধন করা হয়েছে। পরিশেষে সংশোধিত প্রশ্নপত্রের সাহায্যে সমীক্ষার তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৭ সমীক্ষা ও উপাত্তের মান নিয়ন্ত্রণ

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময় সুপারভাইজারগণ প্রতিটি প্রশ্নপত্র, গাইডলাইন ও চেকলিস্ট ঠিকমত পূরণ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখেছেন। দৈবচয়নের মাধ্যমে ৫% প্রশ্নপত্র পূরণের পর পরই যাচাই করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষার প্রশ্নপত্র পূরণে কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি দেখা গেছে তা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিটি প্রশ্নপত্রে আলাদা আইডি নম্বর প্রদান, কোডিং করা, তথ্য ও উপাত্ত কম্পিউটারে প্রবেশ করানো এবং সকল তথ্য উপাত্ত যথাযথ প্রক্রিয়ায় যাচাই করা হয়েছে।

২.৮ তথ্য বিশ্লেষণ

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্দেশক সমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাপ্ত তথ্যের input-output framework এমনভাবে স্তর বিন্যাস করা হয়েছে যেন পরিমাণগত তথ্যের পরিসংখ্যাণগত বিশ্লেষণ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়। প্রাপ্ত তথ্য সমূহ SPSS সফটওয়্যার ও MS Excel ডাটাবেস এর সাহায্যে এন্ট্রি করা হয়েছে এবং যথাযথ পরিসংখ্যান পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া যথাযথ Tabulation-এর সাহায্যে প্রক্রিয়াকৃত উপাত্ত ও ফলাফল সারণি, লেখচিত্র ও চার্ট আকারে উপস্থাপন এবং প্রতিবেদনের যথাস্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। গুণগত উপাত্ত ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে Thematic Analysis করা হয়েছে।

২.৮.১ সংখ্যাগত তথ্য বিশ্লেষণ

সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রধানত ইউনি-ভ্যারিয়েট, বাই-ভ্যারিয়েট বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি ধাপে বিশেষ পরিসংখ্যান কৌশল ব্যবহার করে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যে সব পরিসংখ্যান টুলস তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে ব্যবহার করা হয়েছে তা নিম্নে দেয়া হলো:

- গণসংখ্যা নিবেশন, শতকরা হার, গ্রাফ ও চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন, মিডিয়ান ও মোড নির্ণয় প্রভৃতি ।
- সচিত্র উপস্থাপন।

২.৮.২ গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ

গুণগত তথ্যের ক্ষেত্রে থিমেটিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত কে ধারণায় বিন্যস্ত করা হয়েছে। অতঃপর বিভিন্ন ধারণার মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ছবিকে বিশ্লেষণ করে এর অর্থ (meaning) তৈরি করার মাধ্যমে ফলাফল নির্ণয় করা হয়েছে। সংগৃহীত গুণগত তথ্য-উপাত্তসমূহ বিভিন্ন ধাপে বিশ্লেষণে করা হয়েছে।

২.৯ কর্মপরিকল্পনা

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কাজটি চুক্তি সম্পাদনের পর হতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করা পর্যন্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান যে সকল কাজ সম্পাদন করেছে, যেমন: ক. পরামর্শকদের দায়িত্ব বন্টন, খ. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার দলিলাদি/উপকরণ সংগ্রহ ও পর্যালোচনা, গ. নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে sample population নির্ণয় করা, এবং ঘ. প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (Inception Report) প্রণয়ন ও উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রারম্ভিক প্রতিবেদন টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদনক্রমে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করে পুনরায় ২য় টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটির কাছে উপস্থাপন এবং এদের অনুমোদনের পর জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপনের পর আবার ৩য় টেকনিক্যাল কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কর্মপরিকল্পনা নিম্নে দেয়া হলো।

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ছক

#	বিষয়	কার্যক্রমের সময় (মাস ভিত্তিক) ২০২১																				
		জানুয়ারি			ফেব্রুয়ারি				মার্চ				এপ্রিল				মে				জুন			
		৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪
১	পরামর্শক দলের সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন																					
২	খসড়া প্রশ্নপত্র তৈরি ও ইনসেপশন রিপোর্ট প্রণয়ন																					
৩	টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক ইনসেপশন রিপোর্টের উপর সুপারিশ প্রদান																					
৪	স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক ইনসেপশন রিপোর্ট অনুমোদন																					
৫	তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ																					
৬	সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহ																					
৭	উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রমের তদারকি																					
৮	KII ও FGD পরিচালনা																					
৯	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা পরিচালনা করা																					
১	সংগৃহীত উপাত্ত সম্পাদনা																					
১	ডাটা এন্ট্রি ও যাচাইকরণ																					
১	টেবুলেশন সম্পন্ন																					
১	ডাটা বিশ্লেষণ																					
১	টেকনিক্যাল কমিটিতে ১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও																					
১	খসড়া প্রতিবেদন টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা																					
১৬	স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক প্রথম খসড়া প্রতিবেদন অনুমোদন																					
১৭	জাতীয় পর্যায়ের সেমিনারে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন ও মতামত সংগ্রহ																					
১৮	সেমিনারের মতামতের ভিত্তিতে টেকনিক্যাল কমিটিতে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন দাখিল ও পর্যালোচনা																					
১৯	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন স্টিয়ারিং কমিটির মাধ্যমে অনুমোদন																					
২০	স্টিয়ারিং কমিটির মতামতের ভিত্তিতে খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ ও প্রতিবেদন বাংলা ও ইংরেজিতে দাখিল																					

২.১০ সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা

বর্তমান বিশ্বে কোভিড-১৯ একটি মহামারি আকারে দেখা দিয়েছে। এই মহামারি থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাংলাদেশ সরকার মানুষের চলাচল ও জনসমাগম সীমিত করার জন্য 'লক ডাউন' ঘোষণা করেছেন। পাশাপাশি সকলকে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সরকার জনসাধারণকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলাফেরা করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। সুতরাং এই অবস্থার মধ্যে স্বাস্থ্য বিধি মেনে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে সমস্যা হয়েছে। পরিবীক্ষণের জন্য নির্ধারিত সময়েরও সীমাবদ্ধতা ছিল। নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য সারা দেশব্যপি বিস্তৃত একটি প্রকল্পের কার্যক্রমের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা, তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করা এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করা কঠিন ছিল। এসব সীমাবদ্ধতা সত্বেও কাজের মান ঠিক রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখা হয়নি। তবে উল্লেখিত সীমাবদ্ধতা না থাকলে কাজের মান আরো কার্যকরী করা সম্ভব হতো।

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার মাধ্যমে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য উপাত্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে ফলাফল পর্যালোচনা করা হয়েছে। নিম্নে এই সকল পর্যালোচনাসমূহ দেয়া হলো।

৩.১ প্রকল্প বাস্তবায়নকাল

প্রকল্প কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রকল্পটি ২২ ডিসেম্বর ২০১৫ সালে একনেক কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। মূল ডিপিপি অনুসারে বাস্তবায়ন কাল ছিল জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত। পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ২ বছর বৃদ্ধি করে জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২২ সাল পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদ ৪০% বৃদ্ধি পায় (মূল ডিপিপি'র সাথে সংশোধিত ডিপিপি'র সময় বৃদ্ধির তুলনা করা হয়েছে)।

৩.২ ডিপিপি সংশোধন

বিগত ২৩-০২-২০২০ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন দেন। প্রকল্পটির ডিপিপি একবারই সংশোধন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন কাল ও প্রাক্কলিত ব্যয় উভয়েই বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ২ বছর এবং ৪৮২৩.৬২ লক্ষ টাকা। ডিপিপি সংশোধনের কারণসমূহ নিচে দেয়া হলো।

৩.২.১ ডিপিপি সংশোধনের কারণসমূহ

প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরুতে বিলম্ব হওয়া এবং জনবল নিয়োগ পরিকল্পনা অনুসারে করা সম্ভব হয় নাই। এছাড়া মূল ডিপিপিতে কয়েকটি ইউনিয়নের নাম ভুল ছিল, অনেক ইউনিয়ন পৌরসভায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সেই সকল ইউনিয়ন বাদ দিয়ে নতুন ইউনিয়ন অন্তর্ভুক্তিকরণ। অপরদিকে ১৫ টি উপজেলা ও ৫০টি ইউনিয়ন নতুনভাবে প্রকল্পভুক্তকরণ। টাংগাইলস্থ লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টার (এলএমটিসি) এর উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কাজ না করা। নতুন নতুন স্কীম অর্ন্তভূক্তকরণ। মূল ডিপিপিতে কমিটি মিটিং, মনিটরিং এবং মেরামত খাতে অর্থ বরাদ্দ রাখা। অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নতুন বাজেট ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমে এই সমস্ত কোড না থাকা। মূল ডিপিপিতে প্রকল্প সদর দপ্তর ও এলএমটিসিতে আসবাবপত্রের সংস্থান অপ্রতুল এবং প্রকল্পভুক্ত উপজেলায় আসবাবপত্রের কোন সংস্থান না থাকা, ইত্যাদি কারণে ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে।

৩.৩ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়

মূল ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ২৩১৬৭.১৫ লক্ষ টাকা। এদের মধ্যে জিওবি এবং ইউপি ও সুফলভোগীদের অংশ যথাক্রমে ১৯৯২৭.১৫ লক্ষ টাকা ও ৩২৪০.০০ লক্ষ টাকা। প্রথম সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ২৭৯৯০.৭৭ লক্ষ টাকা। এদের মধ্যে জিওবি অংশ ২৩৬৩৩.৪৭ লক্ষ টাকা এবং ইউপি ও সুফলভোগীদের অংশ ৪৩৫৭.৩০ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে মোট ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৮২৩.৬২ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য, মূল ডিপিপি তুলনায় সংশোধিত ডিপিপিতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২০.৮২%। এদের মধ্যে জিওবি এবং ইউপি ও সুফলভোগীদের অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১৮.৬০% ও ৩৪.৪৮%।

৩.৩.১ ব্যয় বৃদ্ধির কারণসমূহ

নিম্নের সারণির তথ্য থেকে দেখা যায়, প্রকল্পের সবচেয়ে বেশি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে স্কীম বাস্তবায়ন খাতে ৫৭৯৮.৭ লক্ষ টাকা। এখানে মূল ডিপিপি'র চেয়ে সংশোধিত ডিপিপিতে স্কীম বৃদ্ধির সংখ্যা ৬৯১৬ টি। স্কীমের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এর বাস্তবায়ন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে আপ্যায়ন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৪২.৪৯ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য, অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নতুন বাজেট ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমে মনিটরিং ও মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন কমিটি মিটিং বাবদ কোড না থাকায় এই সকল খাতের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ আপ্যায়ন ব্যয় খাতে সংস্থান রাখা হয়। মূল ডিপিপিতে

আউটসোর্সিং বাবদ কোন ব্যয় প্রাক্কলন করা ছিল না। কিন্তু সংশোধিত ডিপিপিতে এই খাতে ৬০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। এ ছাড়া প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল বৃদ্ধির ফলে অন্যান্য যে সকল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে তা'হলো: বেতন ভাতা, রক্ষণাবেক্ষণ, মোবাইল, ডাক, মনিহারি ইত্যাদি।

ক্রমিক নং	খরেচের খাত	মূল ডিপিপি (লক্ষ টাকা)	সংশোধিত ডিপিপি (লক্ষ টাকা)	বৃদ্ধির পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১	ভ্রমণ ব্যয়	৪০০.০০	৪৭৩.২২	৭৩.২২	
২	আউটসোর্সিং	-	৬০.০০	৬০.০০	
৩	আপ্যায়ন	২৫.০০	৬৬৭.৪৯	৬৪২.৪৯	
৪	স্কীমের সংখ্যা	১০,৮০০	১৭,৭১৬	৬৯১৬	
৫	স্কীমের ব্যয়	৭৫৬০.০০	১৩৩৫৮.৭০	৫৭৯৮.৭	

৩.৩.২ সংশোধিত ডিপিপিতে বিভিন্ন খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কারণ

৩.৩.২.১ প্রশিক্ষণ

সংশোধিত ডিপিপিতে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ইউডিওদের জন্য ওরিয়েন্টেশন ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সংস্থান রাখা হয়েছে। এছাড়া ১টি বিদেশ শিক্ষা সফরের জন্য মোট ৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে (পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ৩ জন, বিআরডিবি ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ০৪ জন, পরিকল্পনা কমিশন ২ জন, আইএমইডি ১ জন এবং সুফলভোগী ২ জনসহ সর্বমোট ১২ জন) ।

৩.৩.২.২ ভিসিসি স্কীম

মূল ডিপিপিতে প্রায় গতানুগতিক ধারায় স্কীম বাস্তবায়নের সংস্থান ছিল। সংশোধিত ডিপিপিতে নতুন নতুন স্কীম বাস্তবায়ন প্রস্তাব করা হয়েছে যেমন: পল্লী বিপণন কেন্দ্র, সৌর বিদ্যুৎ, বজ্র নিরোধক, যাত্রী ছাউনি ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য স্থানীয় পরিবেশ ও অবস্থার প্রেক্ষিতে স্কীম গ্রহণের সংস্থান রাখা হয়েছে। মূল ডিপিপিতে স্কীমের সংখ্যা ছিল ১০,৮০০টি। সংশোধিত ডিপিপিতে ১৭,৭১৬টি। স্কীমের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬,৯১৬টি। ফলে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.৩.২.৩ আপ্যায়ন

সংশ্লিষ্ট প্রকল্প তদারকি ও মনিটরিং করার জন্য জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক কে সভাপতি ও উপপরিচালক, বিআরডিবিকে সদস্য সচিব করে ১৩ (তের) সদস্য বিশিষ্ট জেলা সুপারভিশন কমিটি এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কে সভাপতি ও উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তাকে সদস্য সচিব করে ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা সুপারভিশন কমিটি বিদ্যমান। ডিপিপিতে এসকল কমিটির আপ্যায়নের জন্য কোন বরাদ্দ ছিল না, কিন্তু সংশোধিত পিপিতে তিন বছরের জন্য ৬৩.০০ লক্ষ টাকা এবং ইউসিসিএম এর জন্য ৫৮৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের সংখ্যা	ইউসিসিএম সংখ্যা	প্রতিটি ইউসিসিএম সদস্য সংখ্যা	ইউসিসিএম মোট সদস্য সংখ্যা	প্রতিটি ইউসিসিএম ব্যয়	মোট ইউসিসিএম ব্যয়
০১	৬৫০	৬৫০X৩৬ =২৩৪০০	৬০ জন	১৪,০৪,০০০	২,৫০০/-	২৩,৪০০X ২৫০০ =৫৮৫.০০ লক্ষ

৩.৩.২.৪ সম্মানী

ডিপিপিতে প্রকল্প কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন ও তদারকির জন্য উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও জুনিয়র অফিসারদের সম্মানী বাবদ প্রতিমাসে যথাক্রমে ৫০০/-, ৪০০/- ও ৩০০/- সম্মানীখাত থেকে প্রদান করা হতো। সংশোধিত ডিপিপিতে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, সহকারী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও জুনিয়র অফিসারদের সম্মানী বৃদ্ধি করে প্রতি মাসে যথাক্রমে ৮০০/-, ৭০০/- ও ৬০০/- টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। ফলে সম্মানী/পারিশ্রমিক খাতে নতুনভাবে ৯৬.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়া প্রকল্প কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন, তদারকি ও মূল্যায়নের জন্য অনুমোদিত ডিপিপির নিম্নলিখিত কমিটি (পিএসসি, পিআইসি, পিএমসি ও প্রভাব মূল্যায়ন) এর জন্য নিম্নবর্ণিত ভাবে নতুনভাবে বরাদ্দ রাখা হয়েছে:

ক্রমিক নং	বিবরণ	মিটিং সংখ্যা	প্রতি মিটিং এ সদস্য সংখ্যা	প্রত্যেক সদস্যের সম্মানী	প্রতি মিটিং এ ব্যয়	মোট ব্যয় লক্ষ টাকায়
০১	পিএসসি	০৬ টি	১৫ জন	৪,০০০	৬০,০০০	৩.৬০
০২	পিআইসি,	০৯ টি	১০ জন	৩,০০০	৩০,০০০	২.৭০
০৩	পিএমসি	০৬ টি	০৭ জন	৮,০০০	৫৬,০০০	৩.৩৬
০৪	প্রভাব মূল্যায়ন	০১ বার	১০ জন			১০.০০
০৫	অন্যান্য ব্যয়					০.৩৪
		২৩ টি	৪২ জন	মোট ব্যয়		২০.০০

৩.৩.২.৫ আসবাবপত্র

মূল ডিপিপিতে প্রকল্পভুক্ত উপজেলায় কোন আসবাবপত্রের সংস্থান ছিল না। সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্প সদর দপ্তর, এলএমটিসি ও প্রকল্পভুক্ত ২১৫ টি উপজেলায় একটি আলমারি, একটি টেবিল ও ৩ টি চেয়ার এর সংস্থান রাখা হয়, যার ফলে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে ব্যয় বিভাজন দেয়া হলো।

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ	একক দর	টাকা	
১	আলমারি	২২০	১৫,০০০	৩,৩০০,০০০	
২	টেবিল	২২০	১০,০০০	২,২০০,০০০	
৩	চেয়ার (৩ টি করে)	২২০ সেট	৫,০০০	১,১০০,০০০	
সর্বমোট-				৬,৬০০,০০০	

৩.৪ অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা

সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে প্রথম ৪ অর্থবছরে (২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯) জিওবি'র অর্থ অবমুক্তি ও প্রকৃত ব্যয় (উভয়ই) হয়েছে ১০০%। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অর্থ ছাড় হয়েছে ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫৭.৯৮%। এই সময় ব্যয় হয়েছে ২৯৯৫.২৯ লক্ষ টাকা। যা অর্থ ছাড়ের ৯৯.৮৪%। আবার, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে (মার্চ ২০২১ পর্যন্ত) ছাড় দেয়া হয়েছে ২২৫০.০০ লক্ষ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৪৪.১০%। এই সময় ব্যয় হয়েছে ২১৪৯.২৫ লক্ষ টাকা। যা অর্থ ছাড়ের ৯৫.৫২%। তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ডিপিপি সংশোধনের সময় এর আন্তখাত সমন্বয় করা হয়েছে। ফলে প্রথম ৪ অর্থবছরে অব্যবহৃত অর্থ আন্তখাত সমন্বয় করার জন্য এই সময় অর্থ অবমুক্তি ও প্রকৃত ব্যয় উভয়ই অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। অপরদিকে শেষের ২ অর্থবছর প্রাক্কলিত ব্যয়ের সাথে তুলনা করলে প্রায় অর্ধেক পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য, শেষের দুই অর্থ বছরে করোনার জন্য অর্থ অবমুক্তি কম করা হয়েছে। ফলে ব্যয়ের পরিমাণও কম হয়েছে।

সারণি ৩.১ অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা (লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মূল/ সংশোধিত ডিপিপি	প্রাক্কলিত ব্যয়	সুফলভোগীদের অংশ	অর্থ অবমুক্তি (টাকা)	প্রকৃত ব্যয় (টাকা)	আর্থিক অগ্রগতি (টাকা) (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০১৫-১৬	১ম সংশোধিত	১৯৯.৩৫	১৮.৯০	১৯৯.৩৫ (১০০%)	১৯৯.৩৫	১০০
	মূল	৩০০৮.৭৭		৬৬.২৫%		
২০১৬-১৭	১ম সংশোধিত	১৬৪৯.২২	২৮৩.৮০	১৬৪৯.২২ (১০০%)	১৬৪৯.২২	১০০
	মূল	৫১২৫.৮৯		৩২.১৭%		
২০১৭-১৮	১ম সংশোধিত	৩৯৩৭.৪৪	১০৬১.৭০	৩৯৩৭.৪৪ (১০০%)	৩৯৩৭.৪৪	১০০
	মূল	৩৯৬৭.৩০		৯৯.২৪%		

অর্থ বছর	মূল/ সংশোধিত ডিপিপি	প্রাক্কলিত ব্যয়	সুফলভোগীদের অংশ	অর্থ অবমুক্তি (টাকা)	প্রকৃত ব্যয় (টাকা)	আর্থিক অগ্রগতি (টাকা) (%)
২০১৮-১৯	১ম সংশোধিত	২৭০৮.৯৬	৭১৭.৯০	২৭০৮.৯৬ (১০০%)	২৭০৮.৯৬	১০০
	মূল	৩৯১৩.৪৪		৬৯.২২%		
২০১৯-২০	১ম সংশোধিত	৫১৭৪.০০	৬৬৪.১০	৩০০০.০০ (৫৭.৯৮%)	২৯৯৫.২৯	৯৯.৮৪
	মূল	৩৯১১.৭৫		৭৬.৭০%		
২০২০-২১	১ম সংশোধিত	৫১০২.৩৪	২৮৮.৯০	২২৫০.০০ (৪৪.১০%)	২১৪৯.২৫	৯৫.৫২
	মূল	-		-		
২০২১-২২	১ম সংশোধিত	৪৮৬২.১৬		-		
	মূল	-		-		
মোট	**১ম সংশোধিত**	**২৩৬৩৩.৪৭**		**১৩৭৪৪.৯৭**	**১৩৬৩৯.৫১**	**৯৯.২৩**
	মূল	**১৯৯২৭.১৫**				

৩.৫. অঙ্গ ভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (মার্চ ২০২১ পর্যন্ত)

৩.৫.১ প্রকল্পের অঙ্গ ভিত্তিক বর্তমান অগ্রগতির অবস্থা

লেখ চিত্র ৩.১ এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ভিডিসি গঠনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৮৫০টি। এ ক্ষেত্রে ভিডিসি গঠন করা হয়েছে ৫৮৫০টি। অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। এই সময়ে ভিডিসি'র সাথে সভার পরিকল্পনা ছিল ৩১৫,৮৩৫ টি। সভা করা হয়েছে ২০০,৮৮৪ টি । এক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে ৬৪%। অপরদিকে, মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ইউসিসি গঠনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬৫০টি। মোট ইউসিসি গঠন করা হয়েছে ৬৫০ টি। অগ্রগতির হার ১০০%। এছাড়া এই সময় ইউসিস'র সাথে সভা করার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৮১৯৬ টি। সভা করা হয়েছে ২৩৫৭৬ টি। এক্ষেত্রে অগ্রগতির হয়েছে (৬২%)। এছাড়া, ৬৪৩৭১২ জন সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও মোট ৩৬৩২০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। অর্জন হয়েছে ৫৬%। স্কীম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মোট লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৭৭১৬টি। বাস্তবায়ন করা হয়েছে ১১৮০০ টি। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন হয়েছে ৬৬%। উল্লেখ্য, প্রকল্পের মেয়াদ প্রায় ৬ বছর শেষ হয়েছে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি হয়েছে স্কীম বাস্তবায়নে (৬৬%)। এক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদ অবশিষ্ট আছে ১ বছর এবং স্কীম আছে ৩৪%।

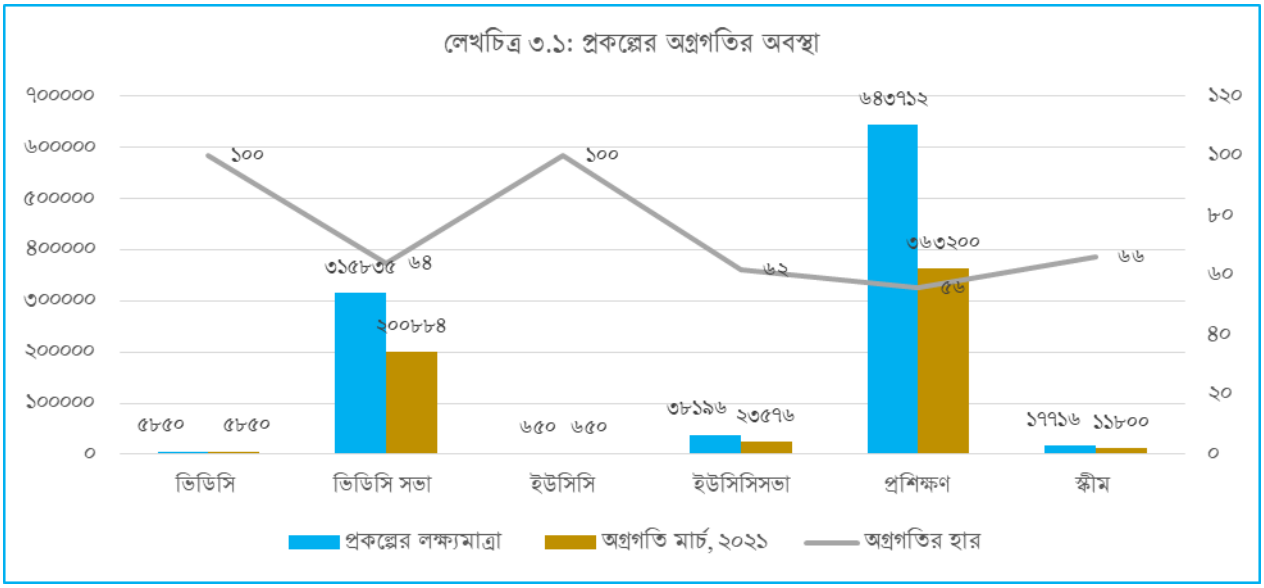

৩.৫.২ আর্থিক অগ্রগতির অবস্থা

প্রকল্পের সামগ্রিক আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৫৭.৭১%, এদের মধ্যে রাজস্ব খাতের অগ্রগতি ৪৮.২৬% এবং মূলধন খাতের অগ্রগতি ৫৯.৫৮%। প্রকল্পের মেয়াদকাল ইতোমধ্যে প্রায় ৬ বছর শেষ হয়েছে। উল্লেখ্য প্রকল্পের মেয়াদ বাকী আছে ১ বছর এবং অব্যবহৃত অর্থের পরিমাণ ৪২.২৯%।

প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যয় বরাদ্দ নিম্নের লেখচিত্র ৩.২ এ দেয়া হলো। তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রকল্পের মোট বরাদ্দের প্রায় অর্ধেকের বেশি ১৩৩৫৮.৭ লক্ষ টাকা (৫৬.৫%) প্রাক্কলন করা হয়েছে স্কীম বাস্তবায়ন খাতে। এই খাতে ব্যয় হয়েছে ৮৪৭৯ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার ৫৮%। অপরদিকে বেতন ভাতা খাতে বরাদ্দ ৪৭২৯ লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছে ১৯৯১ লক্ষ টাকা। অগ্রগতি হয়েছে ৪২%। সরবরাহ ও সেবা খাতে মোট বরাদ্দ ৩১২৩ লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছে ১৭১৪ লক্ষ টাকা। অগ্রগতি হয়েছে ৫৫%। সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ বাবদ বরাদ্দ ১৩৭২ লক্ষ টাকা। এ খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ৭৬২.৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ব্যয়ের হার ৫৬%। এ ছাড়া কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ বাবদ ৯২%, মোটরযান বাবদ ৭৫%, যন্ত্রপাতি ও অফিস সরঞ্জাম বাবদ ৫৯% এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ৪০% ব্যয় হয়েছে।

উল্লেখ্য প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের ব্যয়ের অগ্রগতি যেমন: স্কীম বাস্তবায়ন ব্যয়ের অগ্রগতি ৫৬.৫%, সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয়ের অগ্রগতি ৫৬.০% ও বেতন ভাতা খাতে ব্যয়ের অগ্রগতি ৪২%, আনুপাতিক হারে (বছর বিবেচনায়) কম হয়েছে। তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ইউডিও নিয়োগ করতে না পারায় এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অঙ্গের অগ্রগতি পরিকল্পনা অনুসারে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

লেখচিত্র ৩.২: আর্থিক অগ্রগতি অবস্থা

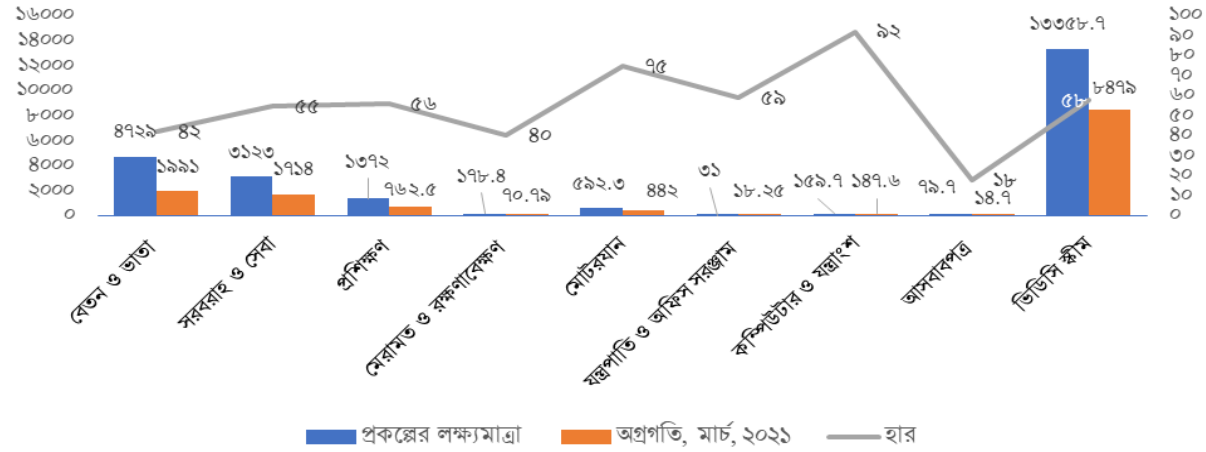

৩.৫.২.১ ব্যয়ের অগ্রগতি কম হওয়ার কারণসমূহ

ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের জন্য ৬০০ জন ইউডিও নিয়োগ করার পরিকল্পনা ছিল। পিআডিপি-২ প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত ৬৫ জন ইউডিওকে ডিআরডিপি-৩ তে নিয়োগ দেয়া হয়। অবশিষ্ট ৫৩৫ জন ইউডিও ইউডিও নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে পিআইসি ও পিএসসি সভায় ৫১৫ জন ইউডিও নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে এই ৫১৫ জন ইউডিওদের বেতন ভাতা প্রতিমাসে ব্যয় প্রায় ১২,৩৬০,০০০.০০ (এক কোটি তেইশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা) এবং বাৎসরিক ব্যয় প্রায় ১৪,৮৩,২০০,০০.০০ (চৌদ্দ কোটি তিরাশি লক্ষ বিশ হাজার টাকা) টাকা। এছাড়া, এ সকল অফিসারের ভ্রমণ ভাতা, ফুয়েল ও অন্যান্য ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। এই সকল ইউডিও না থাকায় স্কীম বাস্তবায়ন, সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ, ভিডিসি ও ইউসিসি সাথে সভা ইত্যাদি পরিকল্পনার চেয়ে কম অগ্রগতি হয়েছে। আবার টাঙ্গাইলস্থ ট্রেনিং সেন্টারের ভার্টিক্যাল এক্সটেনশনের জন্য ১৯২.৬৮ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছিল, কিন্তু গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রকৌশলীদের পরামর্শক্রমে নির্মাণ কাজ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সুতরাং উপরোক্ত কারণে প্রকল্পের ব্যয়ের অগ্রগতি কম হয়েছে।

৩.৫.৩ বিভিন্ন অঙ্গের মার্চ ২০১৯-২০২০ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের রাজস্ব খাতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৪০৩.০৭ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০২১ পর্যন্ত এই খাতে ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬৯৫২ লক্ষ টাকা। এই সময়ে অর্থ ছাড়ের পরিমাণ ছিল ৪৬২৮.১৫ লক্ষ টাকা এবং এই ছাড়ের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৪৫৩৮.০০ লক্ষ টাকা (অর্থ ছাড়ের বিপরীতে ব্যয় ৯৮%)। উল্লেখ্য, ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রার সাথে প্রকৃত ব্যয়ের তুলনা করলে মোট অর্জন হয়েছে ৬৫.৩%। অপরদিকে প্রকল্পের মূলধনী খাতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৪২৩০.৪ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০৫৪৩.৬৭ লক্ষ টাকা। এই সময়ে অর্থ ছাড়ের পরিমাণ ছিল ৯১১৬.৮২ লক্ষ টাকা এবং এই অর্থ ছাড়ের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৯১০১.৫০ লক্ষ টাকা (অর্থ ছাড়ের বিপরীতে ব্যয় ৯৯.৮%)। এখানে, লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন হয়েছে ৮৬.৩%। নিম্নের সারণি ৩.২ এ দেয়া হলো।

সারণি ৩.২: অঙ্গ ভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

বর্ণনা	সংশোধিত ডিপিপি		লক্ষ্যমাত্রা মার্চ ২০২১ পর্যন্ত (সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে)		বরাদ্দের পরিমাণ, মার্চ ২০২১ পর্যন্ত	অগ্রগতি মার্চ ২০২১ পর্যন্ত			
						আর্থিক অগ্রগতি		ভৌত অগ্রগতি	
	পরিমাণ	সরকারি তহবিল	সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	শতকরা (%)	সংখ্যা	শতকরা (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(ক) রাজস্ব তহবিল									
কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা	৩১৩	২১৪৫.০	৩১৩	১৫৪০.৭৫	৮৮০.৫০	৮৮০.০০	১০০	৭১	২৩
বেতন ও ভাতাদি	৩৩০	১২৩.০	১৭	৮১.৩৮	৭৫.০০	৭৫.০০	১০০	১৩	৭৬
অন্যান্য ভাতাদি	৩৩০	২৪৬০.৯২	৩৩০	১৭২৬.৭৯	১০২২.৯২	১০৩৫.৬৪	১০১	৮৪	২৫
মোট বেতন ও ভাতাদি		৪৭২৮.৯২		৩৩৪৮.৯২	১৯৭৮.৪২	১৯৯০.৬৪	১০১		
আউটসোর্সিং	৮	৬০.০	৮	২২.৫	০.০০	০.০০	০	০	০
ভ্রমণ ভাতা	৩৩০	৪৭৩.২২	৩৩০	৩৭৯.৪৭	২৯৫.৭২	২৭৯.৫০	৯৫	৮৪	২৫
ওভার টাইম	১৭	২৪.০	১৭	১৭.১৩	১৪.২৫	১৩.০০	৯১	১৩	৭৬
পৌর কর	এলএস	২.৮৮	থোক	২.৮৮	১.৪৩	২.০০	১৪০		
ডাক খরচ	২৮১	১৬.৯৭	২৮১	১২.৬১	১২.২২	১১.০০	৯০	২৮১	১০০
টেলিফোন/ মোবাইল	৩৩০	৭৪.১৪	৩৩০	৫০.৩৯	৩০.১৪	২৯.০০	৯৬	৮৪	২৫
ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট	৩৩০	৮.২	৩৩০	৫.৭০	৪.৮০	৪.০০	৮৩	৮৪	২৫
নিবন্ধন খরচ	৪৬৩	১১০.৪৫	৪৬৩	১১০.৪৫	৪৬.১৫	৪৫.০০	৯৮	৪৬৩	১০০
পানি	২	৬.১১	২	৬.১১	৪.০৮	৪.০০	৯৮	২	১০০
বিদ্যুৎ	২	৩৮.১৫	২	৩৩.১৫	৩০.৮০	২৯.০০	৯৪	২	১০০
জ্বালানী ও গ্যাস	৪	৩৫.৯৩	৪	৩০.৯৩	২২.৪৩	২২.০০	৯৮	৪	১০০
পেট্রল, তেল ও মবিল	৪৬৩	৪৩৯.১৩	৪৬৩	৩৩১.০১	২৪২.৩৮	২৩৯.০০	৯৯	৪৬৩	১০০
বীমা /ব্যাংক চার্জ	৫৮১	২৩.৭	৫৮১	১৪.৩৩	১০.৪৫	১০.০০	৯৬	৫৮১	১০০
মুদ্রণ ও প্রকাশনা	এলএস	৩২.০	থোক	২৪.৫০	২৩.৭৫	২১.০০	৮৮		
ষ্টেশনারী,ষ্ট্যাম্প, মোহর	৫৮১	১৮৯.৮১	৫৮১	১৬১.২৫	১৪২.৯৭	১৩৬.০০	৯৫	৫৮১	১০০
অডিও এবং ভিডিও	৭	২১.৫	৭	১৪.৩১	১৩.৭৫	১০.০০	৭৩		০
অন্যান্য মনিহারি	৫৮১	৯.০	৫৮১	৩.৩৮	২.২৫	১.০০	৪৪	৫৮১	১০০
কম্পিউটার সামগ্রী	২২৫	১৬.০	২২৫	৬.০০	৬.০০	৭.০০	১১৭	২১১	৯৪
প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১০	২৬.৯৫	১০	১৯.৪৫	১৮.৭০	১৫.০০	৮০	৯	৯০
পোষাক	৯	২.১৩	৯	১.৩৮	১.০৮	১.০০	৯৩	৯	১০০
প্রশিক্ষণ বাবদ	৬৪৯৭১২	১৩৭২.২৬	৬৪৯৭১২	১১৬৬.১৯	৭৬৭.৭৭	৭৬৩.০০	৯৯	৩৬৩২০০	৫৬
ওয়ার্কশপ, সেমিনার, কনফারেন্স	৩০	৩০০.০	৩০	২৩৭.৫০	২১১.২৫	২০৫.০০	৯৭	২৪	৮০
আপ্যায়ন	২৮০	৬৬৭.৪৯	২৮০	৩৭৮.৩৯	১২১.৯৯	২০৪.০০	১৬৭	২৮০	১০০
যাতায়াত/পরিবহন	৪৫০	১৬.৪৯	৪৫০	১০.৫৬	৬.৪৯	৬.০০	৯২	৩৩০	৭৩
সম্মানী ভাতা, সম্মানী	৬৪৫	২৬৬.৪৭	৬৪৫	১৯৩.৬৮	১৬৮.২২	১৫৬.৮৬	৯৩	৬৪৫	১০০
নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন	এলএস	১৫.০	থোক	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১০০		
কমিটি মিটিং	এলএস	২৪৭.৭৫	থোক	২৪৭.৭৪	৩৫৬.৭৪	২৪৮.০০	৭০		
উপ-মোট		৪৪৯৫.৭৩		৩৪৯৫.৯৯	২৫৭০.৮১	২৪৭৬.৩৬	৯৬		

বর্ণনা	সংশোধিত ডিপিপি		লক্ষ্যমাত্রা মার্চ ২০২১ পর্যন্ত (সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে)		বরাদ্দের পরিমাণ, মার্চ ২০২১ পর্যন্ত	অগ্রগতি মার্চ ২০২১ পর্যন্ত			
						আর্থিক অগ্রগতি		ভৌত অগ্রগতি	
	পরিমাণ	সরকারি তহবিল	সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	শতকরা (%)	সংখ্যা	শতকরা (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ									
মোটরযান ও মোটরসাইকেল	৪৬৩	১৪৮.৯২	৪৬৩	৮৬.৭৩	৬০.৯২	৫৫.০০	৯০	৪৬৩	১০০
কম্পিউটার ও অফিস যন্ত্রপাতি	২২৫	২৬.৫	২২৫	১৭.৪৪	১৩.০০	১৩.০০	১০০	২১১	৯৪
অন্যান্য মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	এলএস	৩.০	থোক	৩.০০	৫.০০	৩.০০	৬০		
উপ -মোট		১৭৮.৪২		১০৭.১৭	৭৮.৯২	৭১.০০	৯০		
উপ-মোট (ক) রাজস্ব ব্যয়		**৯৪০৩.০৭**		**৬৯৫২.০৮**	**৪৬২৮.১৫**	**৪৫৩৮.০০**	**৯৮**		
(খ) মূলধনী তহবিল									
মোটরযান ও মোটরসাইকেল	৪১১	৫৯২.৩	৪১১	৫৫৪.৮০	৪৪২.৩০	৪৪২.৩০	১০০	৩১১	৭৬
যন্ত্রপাতি ও অফিস যন্ত্রপাতি	৬	১৪.০	৬	১১.৭৫	৯.৬৫	৮.০০	৮৩	৪	৬৭
কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য	২৩০	১৫৯.৭	২২৮	১৫৬.৫৩	১৫৬.৫৩	১৪৭.৬৩	৯৪	২১৬	৯৫
অফিস যন্ত্রপাতি	এলএস	৮.০	২	৭.২৫	৭.২৫	৫.০০	৬৯	২	১০০
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	২৩৫	৯.০	২৩৫	৬.৭৫	০.৭৫	০.০০	০	০	০
আসবাবপত্র ও অন্যান্য	২২০	৭৯.৭	২২০	৬৫.৫৮	১৫.২২	১৪.৭০	৯৭	২৫৯	১১৮
অন্যান্য	১০	৯.০	১০	৬.৫	৬.৫০	৫.২৫	৮১	৮	৮০
উপ -মোট		৮৭১.৭		৮০৯.১৬	৬৩৮.২০	৬২২.৮৮	৯৮		
অফিস ভবন			০	০	০.০০	০.০০	০	০	
ভিডিসি পরিকল্পনা	১৭৭১৬	১৩৩৫৮.৭	১৭৭১৬	৯৭৩৪.৫১	৮৪৭৮.৬২	৮৪৭৮.৬২	১০০	১১৮০০	৬৭
উপ -মোট		১৪২৩০.৪		৯৭৩৪.৫১	৮৪৭৮.৬২	৮৪৭৮.৬২	১০০		
উপ-মোট (খ) মূলধনী ব্যয়-		১৪২৩০.৪		১০৫৪৩.৬৭	৯১১৬.৮২	৯১০১.৫০	৯৯.৮		
মোট ((ক+খ)		**২৩৬৩৩.৪৭**		**১৭৪৯৫.৭৫**	**১৩৭৪৪.৯৭**	**১৩৬৩৯.৫**	**৯৯**		
(গ) মূল্য সমন্বয় (৮%)		০.০		০	০.০০	০.০০	০		
(ঘ) বাস্তব সমন্বয় (২%)		০.০		০	০.০০	০.০০	০		
সর্বমোট		২৩৬৩৩.৪৭		১৭৪৯৫.৭৫	১৩৭৪৪.৯৭	১৩৬৩৯.৫০	৯৯		

৩.৫.১ কয়েকটি প্রধান প্রধান খাতের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি পর্যালোচনা

৩.৫.১.১ অন্যান্য ভাতাদি বাবদ খরচ

উপরোক্ত সারণি ৩.২ এর তথ্য থেকে দেখা যায় যে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত বরাদ্দ ছিল ১০২২.৯২ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১০৩৫.৬৪ লক্ষ টাকা। এখানে ব্যয়ের অগ্রগতি ১০১%। প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, প্রকল্প মার্চ ২০২১ পর্যন্ত যে বরাদ্দ পেয়েছে সেখান থেকে ইউডিওদের বেতন ভাতা জুন ২০২১ পর্যন্ত দেয়া হয়েছে (অন্যান্য খাতে অব্যবহৃত টাকা থেকে দেয়া হয়েছে)। ফলে এই খাতে খরচের পরিমাণ ১০১% হয়েছে।

৩.৫.১.২ আসবাবপত্র ও অন্যান্য বরাদ্দের চেয়ে বেশি ক্রয়

সংশোধিত ডিপিপিতে মোট আসবাবপত্র ও অন্যান্য এর সংখ্যা ২২০টি । প্রকৃত পক্ষে ক্রয় করা হয়েছে ২৫৯টি। বরাদ্দের চেয়ে বেশি সংখ্যক ক্রয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ খাতে বরাদ্দের চেয়ে খরচ বেশি হয়নি। এখানে বরাদ্দ ছিল ১৫.২২ লক্ষ টাকা অথচ খরচ হয়েছে ১৪.৭০ লক্ষ টাকা। তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এই খাতে ডিপিপিতে মোট সংখ্যা ছিল ৬০০টি এবং সংশোধিত ডিপিপিতে ২২০টি। মোট সংখ্যা হবে ৮২০ টি। মূল ডিপিপি অনুসারে ২৫৯টি আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছিল ৬০০টির মধ্যে। কিন্তু সংশোধিত ডিপিপিতে ২২০টি হওয়ায় এটি থেকে গেছে। তবে আর্থিক ব্যয় ০.৫২ লক্ষ টাকা কম হয়েছে।

৩.৫.১.৩ ভ্রমণ ভাতা

এই খাতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭৩.২২ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০২১ পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৩৭৯.৪৭ লক্ষ টাকা। এই সময়ে বরাদ্দ ছিল ২৯৫.৭২ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৭৯.৫০ লক্ষ টাকা। বরাদ্দের বিপরীতে খরচের হার ৯৫%। উল্লেখ্য, এই সময়ের মধ্যে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় বিপরীতে খরচের হার প্রায় ৭৪%। অর্থাৎ এই খাতে ব্যয় প্রায় ২৬% টাকা অব্যবহৃত আছে।

৩.৫.১.৪ ভিডিসি পরিকল্পনা

এই খাতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩৩৫৮.৭ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০২১ পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৯৭৩৪.৫১ লক্ষ টাকা। এই সময়ে বরাদ্দ ছিল ৮৮৭৮.৬২ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৮৪৭৮.৬২ লক্ষ টাকা। বরাদ্দের বিপরীতে খরচের হার ১০০%। উল্লেখ্য, মার্চ ২০২১ পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয় বিপরীতে খরচের হার ৮৭%। অর্থাৎ এই খাতে ২৩% টাকা অব্যবহৃত আছে। অপরদিকে মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের সাথে তুলনা করলে খরচের হার ৬৩.৫%। এ ক্ষেত্রে এই খাতে ৩৬.৫% টাকা অব্যবহৃত আছে।

৩.৫.১.৫ কয়েকটি খাতের ব্যয় ইতোমধ্যে শতভাগ অর্জন

যে সকল খাতে ইতোমধ্যে ১০০% অর্জিত হয়েছে সেই সকল খাতসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, মার্চ ২০২১ পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে বরাদ্দ কম পেয়েছে। অপরদিকে বরাদ্দের বিপরীতে শতভাগ অর্জিত হয়েছে। যদি প্রকৃত ব্যয়কে সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের সাথে তুলনা করা হয় তবে দেখা যাবে ব্যয় কম হয়েছে। যেমন: কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা খাতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২১৪৫.০ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্য মাত্রা ছিল ১৫৪০.৭৫ লক্ষ টাকা। এই সময়ে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৮৮০.৫০ লক্ষ টাকা। প্রকৃত ব্যয় ৮৮০.৫০ লক্ষ টাকা। অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। এক্ষেত্রে যদি লক্ষ্যমাত্রার সাথে প্রকৃত খরচের তুলনা করা হয় তা'হলে মোট ব্যয় হয়েছে ৫৭.২%। অপরদিকে যদি প্রাক্কলিত ব্যয়ের সাথে তুলনা করা হয় তা'হলে মোট ব্যয় হয়েছে ৪১.০৪%।

৩.৬ প্রকল্পের ক্রয়কার্যক্রম পর্যালোচনা

৩.৬.১ সংশোধিত ডিপিপিতে মোট ৬টি পণ্য ও ১টি সেবা প্যাকেজের সংস্থান রাখা হয়েছে।

- সেবা প্যাকেজ-১, আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ করা হয়নি।

অপরদিকে পণ্য ক্রয় প্যাকেজ ৬টির ক্রয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিম্নে দেয়া হলো:

পণ্য প্যাকেজ-১, মোটর সাইকেল ক্রয়, পণ্য প্যাকেজ-২, কম্পিউটার ক্রয়ের ক্ষেত্রে এখনো কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

- পণ্য প্যাকেজ-৩, আসবাবপত্র ক্রয় (মাঠ পর্যায়): মাঠ পর্যায়ে প্রতিটি অফিসে আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা দেয়া হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট অফিস আসবাবপত্র ক্রয় করেছেন। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিস একটি কমিটি গঠন, ৩টি কোটেশন সংগ্রহ, সর্বনিম্ন দরদাতাকে কাজের আদেশ প্রদান ও মালামাল সংগ্রহ করা হয়েছে।
- পণ্য প্যাকেজ-৪, আসবাবপত্র ক্রয় (প্রধান কার্যালয়): এখনো ক্রয় করা হয়নি।
- পণ্য প্যাকেজ-৫, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম: এই প্যাকেজ থেকে একটি এসি ক্রয় করা হয়েছ।
- পণ্য প্যাকেজ-৬, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (বৈদ্যুতিক পাখা): এখনো ক্রয় করা হয়নি।

৩.৬.২ মূল ডিপিপি ডিপিপিতে মোট ৪টি পণ্য ও ১ নির্মাণ প্যাকেজের সংস্থান রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে-

- নির্মাণ প্যাকেজের-১, অফিস বিল্ডিং নির্মাণ (প্রধান কার্যালয় ও ট্রেনিং সেন্টার টাঙ্গাইল) গণপূর্ত বিভাগের প্রকৌশলীগণ বিল্ডিং নির্মাণ না করার পরামর্শ দেন। ফলে বিল্ডিং নির্মাণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ডিপিপি অনুসারে মোট ৪টি পণ্য প্যাকেজের মধ্যে ৪ টি ক্রয় প্যাকেজই পর্যালোচনা করা হয়েছে। নিম্নে পর্যালোচনা দেয়া হলো।

৩.৬.২.১ পণ্য প্যাকেজ-১, জিপ গাড়ী ক্রয়

ডিপিপিতে মোট ৭৫.০০ লক্ষ টাকার প্রাক্কলিত ব্যয় রাখা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে ক্রয় পদ্ধতি ছিল ডিটিএম/ওটিএম/আরটিএম। জিপ গাড়ীটি 'প্রগতি' থেকে সরকারি ক্রয় বিধি (ডিটিএম) অনুসরণ করে ক্রয় করা হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হয়েছে ৬৭,৮৫,৪৭৮ টাকা। এক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় বিধি ২০০৮ পালন করা হয়েছে।

৩.৬.২.২ পণ্য প্যাকেজ-২, মোটর বাইক ক্রয়

প্রকল্পের জন্য মোট ৫৫০ টি মোটর বাইক ক্রয়ের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল মোট ৬৬০.০০ লক্ষ টাকা। এ ক্ষেত্রে ক্রয়ের পদ্ধতি হিসেবে ডিটিএম/ওটিএম/আরটিএম নির্ধারিত ছিল। মোট ৫৫০ টি মোটর বাইক ক্রয়ের সংস্থান থাকলেও মোট ৩১০ টি ক্রয় করা হয়েছিল এবং ক্রয় বাবদ ব্যয় হয়েছে ৩৭২.০০-লক্ষ টাকা (প্রতিটির বাইকের মূল্য মূল্য ১২০,০০০/- টাকা)। মোটর বাইক এটলাস বাংলাদেশ থেকে ডিটিএম পদ্ধতি অনুসরণ করে ক্রয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় বিধি ২০০৮ পালন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ক্রয় কমিটি মোটর বাইক ক্রয়ের পরে প্রকল্প কার্যালয়ে গ্রহণ না করে নির্ধারিত উপজেলায় প্রেরণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট ইউআরডিও মোটর বাইকটি গ্রহণ করেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩.৬.২.৩ পণ্য প্যাকেজ-৩, কম্পিউটার ক্রয়

ডিপিপি অনুসারে মোট ২১০ টি কম্পিউটার ও প্রিন্টার ক্রয়ের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল মোট ১৪৬.০০ লক্ষ টাকা। ক্রয় পদ্ধতি ছিল ওটিএম/ডিটিএম/আরএফকিউ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে পণ্য প্যাকেজ-৩, ভেঙ্গে মোট ২১০ টি প্যাকেজ করা হয় এবং মাঠ পর্যায়ে প্রতি সেট কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ৬৫,০০০/- টাকা করে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া প্রকল্প কার্যালয় থেকে কম্পিউটার ও প্রিন্টারের ক্রয়ের জন্য মাঠ পর্যায়ে একটি স্পেসিফিকেশন তৈরি করে পাঠানো হয় এবং আরএফকিউ পদ্ধতিতে ক্রয়ের নির্দেশ প্রদান করা হয়। মোট ব্যয় বৃদ্ধি না করে কম্পিউটারের সাথে একটি স্ক্যানার সংযুক্ত করা হয়েছে যাতে সরকারি অর্থের সাশ্রয় হয়েছে। মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও পিআইসি কমিটির সভাপতির অনুমোদন ক্রমে এই পদ্ধতিতে ক্রয়ের সিদ্ধান্ত হয়। বিভিন্ন প্রকার দলিলাদি থেকে দেখা যায় যে, স্পেসিফিকেশন তৈরি করে মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে। তথ্য অনুযায়ী অনুরূপভাবে একটি এসিও ক্রয় করা হয়েছে।

৩.৭ লগফ্রেমের ভিত্তিতে উদ্দেশ্য অর্জন

"অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -৩ (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ে অর্জন এর অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ নিম্নের সারণি ৩.৩ এ উল্লেখ করা হলো। লগফ্রেমের আলোকে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, বস্তুনিষ্ঠ যাচাই (OVI), অর্জন এবং পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন শুরু হয়েছে। অপরদিকে প্রকল্পের Output পর্যায়েও অর্জন শুরু হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে কম্পোনেন্ট এর আওতায় কয়েকটি কার্যক্রমের অগ্রগতি সন্তোষজনক, কয়েকটির অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে পিছিয়ে আছে এবং কিছু কিছু কার্যক্রম এখনো শুরু করা সম্ভব হযনি। যেমন: গ্রাম উন্নয়ন কমিটি ও ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন ৯৭% সম্পন্ন হয়েছে। এই সকল কমিটির মিটিং প্রায় গড়ে ৫৫% সম্পন্ন হয়েছে। অপরদিকে বিভিন্ন স্কীম বাস্তবায়ন ৫৫% সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মূল চালিকাশক্তি মাঠ পর্যায়ে কাজ করার জন্য ৬০০ জন ইউডিও মার্চ ২০২১ সাল পর্যন্ত নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি অর্থাৎ কোন অগ্রগতি হয়নি।

পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, কয়েকটি কার্যক্রম অগ্রগতির বিচারে OnTrack আছে, কয়েকটি কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে পিছিয়ে আছে এবং কয়েকটি কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি। অগ্রগতির বিবেচনায় প্রকল্পটি প্রথমদিকে অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে পিছিয়ে ছিল। বর্তমানে ক্রমবর্ধমান হারে অগ্রগতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, কম্পোনেন্ট এর আওতায় কোন কাজ কোন সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে তা' বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট করা হয়নি, এটি লগফ্রেমের একটি দুর্বলতা। অপরদিকে অপ্রয়োজনীয় ও যৌক্তিক IA সেট করা হয়েছে যেমন অনুকূল সরকারি ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। সুতরাং কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিমাপ করতে হলে base নির্ধারণ (Time bound

হওয়া দরকার ছিল তা হয়নি) করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে base নির্ধারণ করা সমস্যা হলে ভবিষ্যতে এর অগ্রগতি পরিমাপ করাও সমস্যা হবে। সুতরাং লগফ্রেম রিভিউ করা প্রয়োজন।

সারণি ৩.৩: প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগফ্রেমের আলোকে অর্জন ও পর্যালোচনা

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
কার্যক্রমের লক্ষ্য: সরকারি ও বে-সরকারি সংস্থার সকল সেবা গ্রামে পৌঁছানো, গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও দরিদ্রতা দূরীকরণই হচ্ছে লিংক মডেলের মূল লক্ষ্য।	▪ গ্রামীণ উন্নয়নের সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা। ▪ স্থানীয়ভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধান করা। ▪ জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপক ভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরা। ▪ গ্রাম ইউনিয়ন ও উপজেলার মধ্যে (Vertical Linkage) এবং সেবাগ্রহণকারী ও সেবা প্রদানকারীগণের মধ্যে (Horizontal Linkage) লিংকেজ স্থাপন করা। **অর্জনসমূহ:** ▪ গ্রাম ইউনিয়ন ও উপজেলার মধ্যে Vertical Linkage এবং সেবাগ্রহণকারী ও সেবা প্রদানকারীগণের মধ্যে Horizontal Linkage স্থাপন করা শুরু হয়েছে। তবে ক্রমিক নং ১-৩ এর কোন নিদর্শন দেখা যায় নি। ▪ জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন কাজ চলমান আছে। **পর্যালোচনা:** গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলার মধ্যে সংযোগ দৃশ্যমান তবে সেবা গ্রহণকারী ও প্রদানকারীদের মধ্যে লিংকেজ স্থাপন তেমন দৃশ্যমান নয়।	প্রকল্প সমাপ্তির রিপোর্ট প্রভাব মূল্যায়ন মূল্যায়ন প্রতিবেদন **অর্জনসমূহ:** প্রকল্পটি চলমান বিধায় এর প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন ও প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করা হয়নি। তবে আইএমইডি এর প্রতিবেদন প্রকল্প সম্পর্কে যে প্রতিবেদন দিয়েছে তার মধ্যে অডিট আপত্তির টাকা পরিশোধ করা হয়েছে এবং অন্যান্য পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে প্রকল্প থেকে জবাব দেয়া হয়েছে।	-
প্রকল্পের উদ্দেশ্য: ▪ জন অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ড ও জনগণের চাহিদা ভিত্তিক জাতিগঠনমূলক বিভাগসমূহের সেবা নিশ্চিত করা, সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে Horizontal Linkage এবং গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলার মধ্যে Vertical Linkage স্থাপনের মাধ্যমে টেকসই পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিত করা। ▪ ৬৪৯৭১৩ জন সুফলভোগীকে দক্ষতাবৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ▪ প্রকল্পের মেয়াদে ১৭৭১৬ টি ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। ▪ প্রকল্পের মেয়াদে ৬৫০টি ইউসিসি এবং ৫৮৫০টি ভিডিসি গঠন করা হবে। ▪ প্রকল্পের মেয়াদে ৩৮১৯৬টি ইউসিসিএম ও ৩১৫৮৩৫ টি ভিডিসিএম আয়োজন করা হবে। ▪ গ্রাম উন্নয়নে সম্পৃক্ত সকলের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা। ▪ গ্রামবাসীগণের চাহিদা অনুসারে উন্নয়নমূলক সেবা প্রদান ও প্রাপ্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। ▪ গ্রামবাসীগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। ▪ স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সামাজিক পুঁজি গঠনে	▪ ৬৪৯৭১৩ জন উপকারভোগী ও কর্মকর্তাগণের সচেতনতা ও প্রণোদনামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ▪ ১৭৭১৬ টি গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণকরা হবে। ▪ ৬৫০ টি ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। ▪ ৫৮৫০ টি গ্রাম কমিটি গঠন করা। ▪ স্থানীয় সরকার সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান উপকারভোগী এবং স্টেকহোল্ডারদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। ▪ শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। **অর্জনসমূহ:** ▪ ৩৬৩২০০ জন সুফলভোগীদের সচেতনতা ও প্রণোদনামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ▪ ১১৮০০ টি গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। ▪ --------টি ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।	▪ মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ▪ বার্ষিক প্রতিবেদন ▪ ক্রম বর্ধমান অগ্রগতি প্রতিবেদন ▪ মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ▪ বাস্তব অগ্রগতি পরির্দশন **অর্জনসমূহ:** মধ্যবর্তী মূল্যায়ন এর প্রতিবেদন সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রতিবেদনে ভিডিসি ও ইউসিসি গঠন প্রায় ৯৫% সম্পন্ন করা হয়েছে। ভিডিসিএম ও ইউসিসিএম সম্পন্ন হয়েছে যথাক্রমে ২৬% ও ৩৪%। এছাড়া ২৫৫,২১০ সুফলভোগীদের	▪ অনুকূল আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশ ▪ অনুকূল সরকারি ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। ▪ সময় মত অর্থ প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তা না থাকা।

সহায়তা প্রদান করা। ▪ জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপকভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। ▪ সরকারি এবং বে-সরকারি সংস্থার সকল সেবা ও সহায়তা সাধারণ জনগণের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করা। ▪ গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও মেরামত করা। ▪ ইউনিয়ন পরিষদকে One Stop Service Delivery Station হিসাবে পরিণত করা। ▪ উন্নয়ন কর্মকান্ডের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।	▪ ৫৮৫০ টি গ্রাম কমিটি গঠন করা হয়েছে। **পর্যালোচনা:** - প্রকল্পের উদ্দেশ্য ১৪টি কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI) তে মাত্র ৬টি দেয়া আছে। - ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে (৬৬.৬%) ও ভিডিসি গঠন ১০০% অর্জন হয়েছে। - ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।	প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত। কোন বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়নি।	
আউটপুট ▪ সরকারি ও বে-সরকারি সকল বিভাগ ও গ্রামবাসীর সমন্বিত কর্ম উদ্যোগের মাধ্যমে টেকসই পল্লী উন্নয়ন। ▪ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান আয়োজনকরা। ▪ জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। ▪ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণ। ▪ মানব সম্পদ উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সেবা নিশ্চিত করা। ▪ সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সততা বৃদ্ধি করা। ▪ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতকরণ। ▪ সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা। ▪ গ্রামীণ উন্নয়ন ও দারিদ্র নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রাম শক্তিশালীকরণ। ▪ নিবিড় তত্ত্বাবধান এবং সততা বৃদ্ধিকরণ।	▪ মোট ৬৪৯৭১৩ জন উপকার ভোগী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানকরা হবে। ▪ যাতায়াতের জন্য উপজেলা পর্যায়ে ৩৬০ টি মোটর সাইকেলপ্রদান করা হবে। ▪ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়ন । ▪ ১৭৭১৬ টি গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। ▪ লিংকেজ সুবিধা বাড়ানোর জন্য ৩৩০ টি কম্পিউটার ক্রয় করা হবে। **অর্জনসমূহ:** ▪ ----জন উপকারভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ▪ ৩১০টি মোটর সাইকেলপ্রদান করা হয়েছে। ▪ ১৭৭১৬ টি গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। ▪ ২১৯ টি কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে **পর্যালোচনা:** এই সকল প্রশিক্ষণসমূহ সাধারণত গ্রামবাসীর চাহিদাঅনুসারে দেয়া হয়ে থাকে। ৩১০ মোটর সাইকেল ও ২১০ টি কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে।	▪ জরিপ প্রতিবেদন ▪ এম আইএস প্রতিবেদন ▪ প্রশিক্ষণকাগজপত্র এবং প্রতিবেদন ▪ প্রাসঙ্গিক বই এবং রেকর্ড ▪ ওয়ার্কশপ/ সেমিনার প্রতিবেদন, বাস্তব অগ্রগতি পরির্দশন প্রতিবেদন **অর্জনসমূহ:** জরিপ প্রতিবেদন, এম আইএস প্রতিবেদন, প্রশিক্ষণের কাগজপত্র এবং প্রতিবেদন, প্রাসঙ্গিক বই এবং রেকর্ড, ওয়ার্কশপ/ সেমিনার প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। বাস্তব অগ্রগতি পরির্দশন প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকল্প অফিসে পাওয়া যায়।	▪ অর্থনৈতিক সংকট হয় নাই। ▪ রাজনৈতিক ও বহিরাগত চাপ নাই। ▪ প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় নাই। ▪ জনগণ চাহিদা দিবে
ইনপুট ▪ লিংক মডেল সারা দেশ ব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া। ▪ গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ। ▪ গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণে সুফলভোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। ▪ প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম শক্তিশালীকরণ। ▪ তথ্য- যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও লিংকেজ স্থাপন। ▪ পরিবহন সেবার উন্নয়ন। ▪ মানব সম্পদ উন্নয়ন সক্ষমতা বৃদ্ধি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইত্যাদি আয়োজন করা। ▪ স্থানীয় সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করা। ▪ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে সংযোগ স্থাপন। ▪ ওয়ার্কশপ, সেমিনার, কনফারেন্স আয়োজন করা। ▪ ওরিয়েন্টেশন, রিফ্রেশার্স ইত্যাদি আয়োজন করা। ▪ জরিপ, তত্ত্বাবধান পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন পরিচালিত করা।	**বাজেট** লক্ষ টাকায় **ক্র | খাতের বিবরণ | টাকার পরিমাণ** রাজস্বঃ ১ | বেতন ও ভাতা | ৪৭৩৮.৯৩ ৩ | সরবরাহ-সেবা | ৪৪৯৫.৭৩ ৩ | মেরামত-রক্ষণাবেক্ষণ | ১৭৮.৪৩ **মোট রাজস্ব | ৯৪০৩.০৭** মূলধনঃ ৪ | সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয় | ৮৭১.৭০ ৫ | ভিডিসি স্কীম | ১৭৭১৬.০০ **মোট মূলধন= | ১৮৫৮৭.৭০** প্রাইস ও ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি= | ০.০০ **মোট প্রাক্কলিত ব্যয়= | ৩৭৯৯০.৭৭**	প্রকল্পের কাগজপত্র নির্দিষ্ট সময়ে অনুমোদন করা। উপযুক্ত জনবল নিয়োগ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থ ছাড়করণ।

৩.৭.১ প্রকল্পের লগফ্রেম পর্যবেক্ষণ

৩.৭.১.১ সামগ্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পটির লগফ্রেমের কোন সূচকেই সময় নির্ধারণ করা হয়নি। যেমন কোন সময়ের মধ্যে কতটুকু অর্জন হয়েছে তা উল্লেখ করা হয় নি। ফলে সময়ের সাথে অগ্রগতির তুলনা করা সম্ভব নয়। কয়েকটি সূচক পরিমাপের জন্য সংখ্যা দেয়া আছে যেমন: ৬৪৯৭১৩ জন উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ১৭৭১৬টি স্কীম বাস্তবায়ন, ৫৮৫০টি ভিডিসি এবং৬৫০ টি ইউসিসি গঠন করা হয়েছে এবং ৩১৫৮৩৫ টি ভিডিসিএম এবং ৩৮১৯৬ টি ইউসিসিএম করা হবে। এছাড়া অন্যান্য সূচকসমূহ পরিমাপ করা সম্ভব নয়। যেমন: গ্রামীণ উন্নয়নের সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা, স্থানীয়ভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধান, শান্তি প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। অন্যদিকে ডিপিপি'তে মোট উদ্দেশ্য ৮টি অথচ লগফ্রেমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে ১৪ টি। লগফ্রেমের আউটপুট এর OVI তে মোট ৬৪৯৭১৩ জন উপকার ভোগী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানকরা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার, উদ্দেশ্যতে ৬৪৯৭১৩ জন সুফলভোগীকে দক্ষতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যের OVI তে মোট ৬৪৯৭১৩ জন উপকারভোগী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে মর্মেও উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং যে সূচকটি ইনপুটে ব্যবহার করা হয়েছে সেই একই সূচক উদ্দেশ্য ও ব্যবহার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সূচক পরিমাপের ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হবে। বিষয়টি সঠিক হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়।

৩.৭.১.২ কাঠামোগত সবলতা

লগফ্রেম সাধারণত 4 x 4 model হয় অর্থাৎ 4 Row x 4 column বিশিষ্ট হয়। সুতরাং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটির লগফ্রেম সেই মডেল অনুসরণ করা হয়েছে।

৩.৭.১.৩ উদ্দেশ্য সমূহ

প্রকল্পের আরডিপিপি'তে ৮টি উদ্দেশ্যকে বিবেচনা করা হয়েছে, কিন্তু লগফ্রেমে ১৪টি উদ্দেশ্য বিবেচনা করা হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য এর সাথে লগফ্রেমের উদ্দেশ্য এর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মিল নেই।

৩.৭.১.৪ লগফ্রেমের Objectively Verifiable Indicators

উদ্দেশ্য এর (OVI) তে বলা হয়েছে ৬৪৯৭১৩ জন উপকার ভোগী ও কর্মকর্তাগণের সচেতনতা ও প্রণোদনামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, ১৭৭১৬ টি গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে, ৬৫০ টি ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে, ৫৮৫০ টি গ্রাম কমিটি গঠন করা হবে, স্থানীয় সরকার সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান উপকারভোগী এবং স্টেকহোল্ডারদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। তবে কোন সময়ের মধ্যে কতটুকু কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া কোন সময়ের মধ্যে প্রকল্পের এই অর্জন হয়েছে তা কোথায়ও স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি। অপরদিকে মোট ৬৪৯৭১৩ জন উপকার ভোগী ও কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কতজন উপকার ভোগী ও কতজন কর্মকর্তাগণকে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এ বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। এই কলামে নির্দিষ্ট করে সময় এবং গুণগত ও পরিমাণগত অর্জন উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল।

৩.৭.১.৫ Means of Verification (MOV) যাচাইয়ের সূচক

লগফ্রেমের উদ্দেশ্য থেকে শুরু করে কার্যক্রম পর্যন্ত প্রায় একই ধরণের যাচাই সূচক ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোন কোন কাজের অগ্রগতির ফলাফলের জন্য যাচাই সূচকের প্রয়োজন ছিল কিন্তু দেয়া হয়নি। যেমন আউটপুটের OVI তে কম্পিউটার ৩৩০ টি কম্পিউটার প্রদান করার কথা উল্লেখ করা হলেও, আউটপুটে সে বিষয়ে কোন সূচক উল্লেখ করা হয়নি। অপরদিকে, MOV তে ক্রয়ের দলিল পত্র বিষয়ে থাকা দরকার ছিল অথচ দেয়া হয়নি। আবার কোন যাচাই সূচক ঠিকমত প্রতিপালন করা হয় না। এছাড়া ইনপুট এর ক্ষেত্রে MOV দেয়া হয়নি যা দেয়ার প্রয়োজন ছিল। কারণ অর্থের সংস্থান কিভাবে হয়েছে তা স্পষ্ট নয়।

৩.৭.১.১ Important Assumption (IA) (গুরুত্বপূর্ণ অনুমান)

IA এর ক্ষেত্রে সূচকসমূহ স্বাভাবিকভাবে বাহিরের বিষয় যার উপর প্রকল্পের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না, এই সকল IA প্রকল্পের অর্জন বাধাগ্রস্ত করে। পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, কোন কোন IA অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। যেমন ইনপুটে সরবরাহের ক্ষেত্রে জনবল নিয়োগের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়নি । কিন্তু IA তে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে সব লেভেলেই সময়মত অর্থ ছাড়ের বিষয়টা এসেছে। কিন্তু এটা ইনপুট লেভেলে আসতে পারে কিন্তু আউটপুট বা উদ্দেশ্য লেভেলে নয়।

আবার, অর্থ ছাড়ের বিষয়ে উদ্দেশ্য পর্যায়ে (IA) এসেছে। কিন্তু এই IA ইনপুট এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে কিন্তু উদ্দেশ্য লেভেলের সাথে কোন সম্পর্ক নেই যা লক্ষ্যে অবদান রাখতে বাঁধা হয়ে দাড়াতে পারে। উল্লেখ্য, ইনপুট এর ক্ষেত্রে গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ, গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণে উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে জনগণ চাহিদা করবে এবং জনগণ অংশগ্রহণ করবে বিষয়ে IA উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল।

প্রকল্পের লগফ্রেম প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সুতরাং লগফ্রেম তৈরি করার সময় গুরুত্বসহকারে সকল বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৩.৮ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

৩.৮.১ প্রকল্প বাস্তবায়ন কাঠামো

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর মহাপরিচালক প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন দেখাশুনা করছেন। ডিপিপি এর Terms of Reference (ToR) অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU) তৈরি করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করছেন।

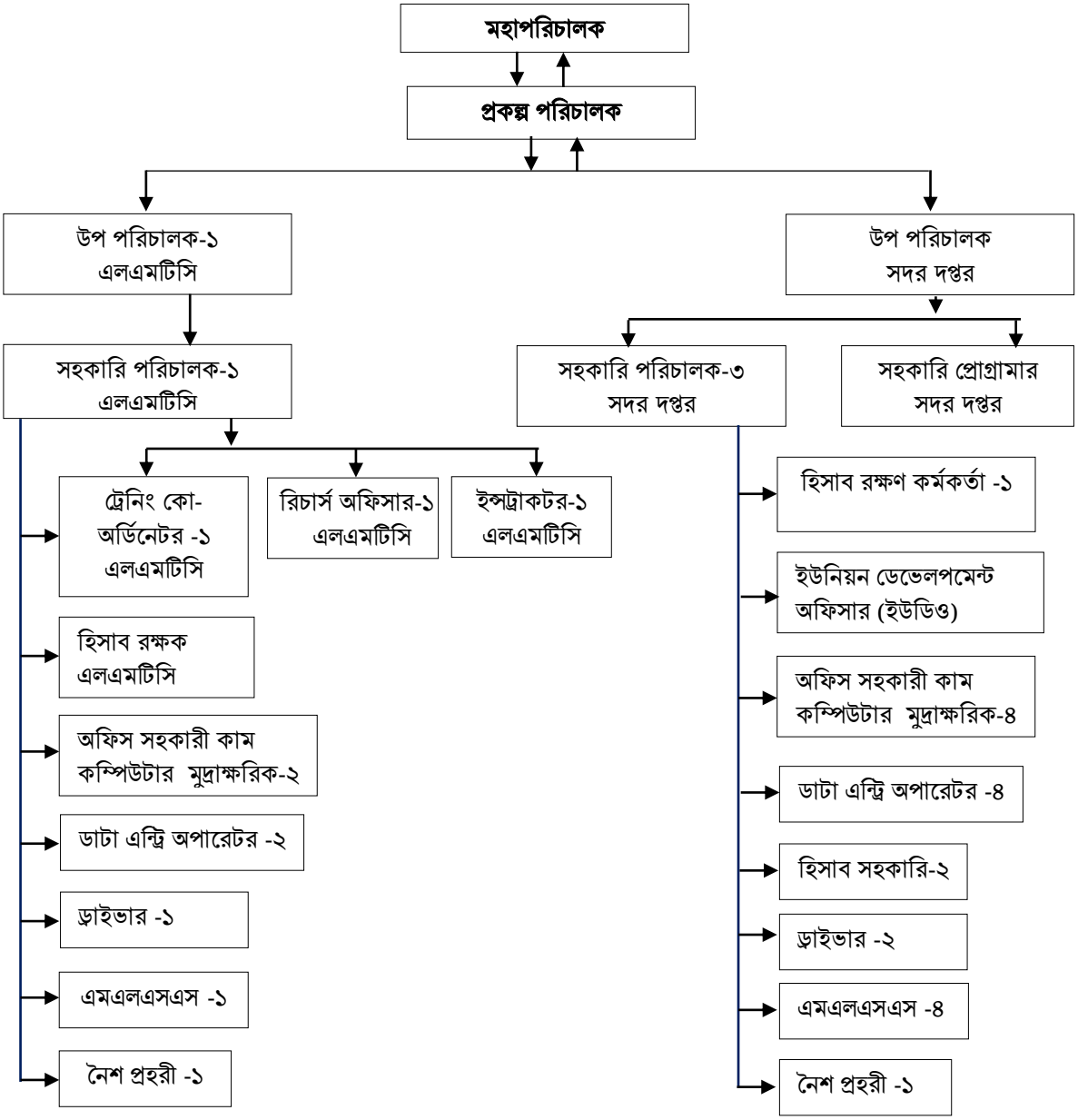

৩.৮.২ প্রকল্প পরিচালক ও জনবল নিয়োগ

বর্তমান প্রকল্প পরিচালকের নাম জনাব তপন কুমার মন্ডল, উপ-পরিচালক (গ্রেড-৪), বিআরডিবি, অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর কর্মকর্তাদের মধ্য হতে সংশ্লিষ্ট ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা বিবেচনায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প পরিচালক পদায়ন করা হয়েছে। তিনি প্রকল্প পরিচালক হিসেবে ৬ মাস যাবত নিয়োজিত আছেন।

৩.৮.৩ প্রকল্প পরিচালকদের দায়িত্বকাল

অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -৩ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক চলমান প্রকল্পে এ পর্যন্ত ৩ জন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১ জন অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক হিসাবে ২৪ দিন দায়িত্বে দায়িত্ব পালন করেন। প্রথম প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত এবং পূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। এদের মধ্যে ১ জন ৪ বছর ৯ মাস দায়িত্বে ছিলেন। বর্তমান প্রকল্প পরিচালক ২৩ নভেম্বর ২০২০ সালে যোগদান করেন। উল্লেখ্য প্রকল্পটি ২২ ডিসেম্বর ২০১৫ সালে একনেক কর্তৃক অনুমোদন করা হয় এবং ৩১.১.২০১৬ সালে প্রথম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়।

সারণি ৩.৪: প্রকল্প পরিচালকগণের প্রকল্পের দায়িত্ব পালনের তথ্য

প্রকল্প পরিচালক এর নাম	মুল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরন	একাধিক প্রকল্পের দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা
মো: আবু সালেক	যুগ্ম পরিচালক	৩১.১.২০১৬-২৭.১০.২০২০	পূর্ণ দায়িত্ব	না	
শেখ আমিনুল ইসলাম	উপ পরিচালক	২৮.১০.২০২০ ২২.১১.২০২০	অতিরিক্ত দায়িত্ব	না	
জনাব তপন কুমার মন্ডল	উপ পরিচালক (গ্রেড-৪)	২৩.১১.২০২০ বর্তমান সময় পর্যন্ত	পূর্ণ দায়িত্ব	না	

৩.৮.৪ ইউনিয়ন ডেভেলপমেন্ট কর্মকর্তা (ইউডিও) নিয়োগ

পিআরডিপি-৩ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৫১৫ জন ইউডিও নিয়োগের সংস্থান রাখা হয়েছে। এদের নিয়োগের জন্য বিগত ২৪/১০/২০১৬ সালে "দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায়" নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। প্রতিটি আবেদন পত্রের সাথে কোন তফসিল ব্যাংক হতে ৩০০ (তিনশত) টাকা ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার (ফেরত যোগ্য) জমা দিতে হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়। তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বৈধ আবেদনের সংখ্যা ৩৮,৩৮১ টি এর বিপরীতে মোট ১,১৫,০৪,০০০ (এক কোটি পনের লক্ষ চার হাজার) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জমা পড়ে। তবে প্রায় ৪ বছর ৬ মাস সময় অতিবাহিত হলেও জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। কারণ হিসেবে প্রকল্প দপ্তর হতে জানা যায় ঐ সময়ে সার্বিক পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকায় এবং পরবর্তীতে কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। তবে খুব দ্রুত সময়ে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা প্রয়োজন। তবে প্রকল্প মেয়াদে যদি নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হয় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিটি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

সারণি ৩.৫: জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে আবেদন পত্রের সংখ্যা

ক্রমিক নং	পদের নাম	প্রাপ্ত আবেদন পত্রের সংখ্যা	বৈধ আবেদন পত্রের সংখ্যা	বাতিল আবেদন পত্রের সংখ্যা	ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার (টাকা)	মোট টাকা
১	ইউডিও	৪৩,৬১১	৩৮,২০০	৫,৪১১	৩০০	১১,৪৬০,০০০/
২	সহকারী প্রোগ্রামার	৫৬	৪০	১৬	৩০০	১২,০০০/
৩	ইন্সট্রাক্টর	৪৬	৩৮	৮	৩০০	১১,৪০০/
৪	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১০৯	৯৬	১৩	২০০	১৯,২০০/
৫	ড্রাইভার	১৩	৭	৬	২০০	১,৪০০/
মোট		৪৩,৮৩৫	৩৮,৩৮১	৫,৪৫৪		১১,৫০৪,০০০/

মোট টাকা: কথায় (এক কোটি পনের লক্ষ চার হাজার টাকা) মাত্র

৩.৮.৫ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও স্টিয়ারিং কমিটি

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি সভায় যে সকল বিষয়সমূহ বিবেচনা করে তা হলো প্রকল্পে অগ্রগতি পর্যালোচনা, সমস্যা ও বাঁধাসমূহ চিহ্নিত করা এবং সমাধান করা এবং নীতি নির্ধারণ করা। অপরদিকে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি সভায় প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতির অবস্থা

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা। এছাড়া বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা পিআইসি ও পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়। বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তী পিআইসি ও পিএসসি সভায় পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়। সারণি ৩.৬ এর তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায় সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে ১ম বছর পিআইসি ও পিএসসি'র কোন সভা হযনি। দ্বিতীয় বছর পিএসসি'র লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২ টি, অনুষ্ঠিত হয়েছে ১ টি, এবং পিআইসি'র ৩টি সভার বিপরীতে ১ টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আবার, ৩য় বছর পিএসস'র ৩ টি সভার বিপরীতে ১ টি এবং পিআইসি'র ২টি সভার বিপরীতে ১টি হয়েছে। এছাড়া ৪র্থ বছরে পিআইসি'র ৩ সভার বিপরীতে ২টি এবং পিএসসি'র ২ সভার বিপরীতে ১টি হয়েছে। ৫ম বছরে কোন পিএসসি'র সভা হয়নি তবে ২ টি পিআইসি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ বছরেও মার্চ ২০২১ পর্যন্ত কোন পিএসসি'র সভা হয়নি তবে ১টি মাত্র পিআইসি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সারণি ৩.৬: প্রকল্প বাস্তবায়ন ও স্টিয়ারিং কমিটির সভার লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কমিটির নাম	২০১৫-২০১৬		২০১৬-২০১৭		২০১৭-২০১৮		২০১৮-২০১৯		২০১৯-২০২০		২০২০-২০২১	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
PIC	৩	-	৩	১ (৩৩%)	৩	১ (৩৩%)	৩	২ (৬৬%)	৩	২ (৬৬%)	৩	১(৩৩%)
PSC	২	-	২	১ (৫০%)	২	১ (৫০%)	২	১ (৫০%	২	-	২	-

প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা কালে তিনি উল্লেখ করেন যে, যেহেতু বিষয়টা তার যোগদানের পূর্বে হয়েছে সুতরাং এ বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পারবেন না বলে অপারগতা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, প্রায় প্রতিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (৭ টির মধ্যে ৬টি) সভায়ই জনবল নিয়োগের বিষয় আলোচনা হয়েছে এবং প্রথম প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি সভায়ও নিয়োগ নিয়ে আলোচনা হয়। এই সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে" প্রকল্পের আওতায় জরুরীভিত্তিতে জনবল নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে"। কিন্ত মার্চ ২০২১ পর্যন্ত কোন জনবল নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি।

এ ক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ বিলম্বিত হয়েছিল। এছাড়া প্রকল্পের অর্থছাড় পাওয়া যায় ২২ জুন ২০১৬। অর্থ বছর শেষের দিকে অর্থ বছরের মাত্র ৮ দিন থাকায় পিআইসি ও পিএসসি সভা করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে সভা করা হয়েছে। গত ২৫ মে ২০২১ তারিখে মহাপরিচালক, বিআরডিবি মহোদয়ের সভাপতিত্বে পিআইসি এর আরো একটি সভা হয়েছে। এ মাসের শেষের দিকে পিএসসি সভা হতে পারে। কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব জনিত কারণে পিআইসি/পিএসসি সভা অনুষ্ঠানে বিলম্ব হয়েছে।

৩.৮.৬ PMIS অন্তর্ভুক্ত

অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -৩ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক চলমান প্রকল্প IMED এর PMIS যুক্ত হয়নি। ফলে প্রকল্পের অগ্রগতি বিষযক তথ্য আইএমইডি এর পিএমআইএস এ নিয়মিত এন্ট্রি দেয়া হয় না।

৩.৮.৭ অডিট বিষয়ে তথ্য

প্রকল্পটি মহা-হিসাব রক্ষক কর্তৃক অর্থ বছর (২০১৫-২০১৮) অডিট করা হয়েছে।

সারণি ৩.৭: অডিট আপত্তি বিপরীতে প্রকল্প কর্তৃক জবাব নিম্নে দেয়া হলো:

অর্থ বছর	অনুচ্ছেদ নং ধরন	আপত্তি শিরোনাম	মোট জড়িত টাকা	স্থানীয় অফিসের জবাব	অধিদপ্তরের মন্তব্য
২০১৫-১৮	AIR অনু-০১ জবাব অনু:১	অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে ফেরৎ না	৫,৫৯৫,৯৮১/- পরিশিষ্ট নং ১ (ক)	ক্যাশ বহির ব্যালেন্স এর অর্থের সাথে অব্যয়িত অনুদানের অর্থ অর্জিত ব্যাংক সুদ এবং কোন	আপত্তিকৃত ৫,৫৯৫,৯৮১/-টাকার মধ্যে ৫,৪৪৭,৪৫১/-টাকা চালানের মাধ্যমে জমা করে অন-লাইনে সত্যায়িত কপি প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট (৫৫৯৫৯৮১-৫৪৪৭৪৫১)=১৪৭,৫২৯/-

		দেওয়ার আর্থিক ক্ষতি		কোন ক্ষেত্রে ভ্যাট আয়কর এর অপরিশোধিত অর্থ রয়েছে এজন্য কম/বেশি হয়ে থাকে। অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।	টাকার প্রমানক প্রেরণ করা হয়েছে এর মধ্যে মুজিবনগর, মেহেরপুর অংশের ক্যাশবই অনুযায়ী অব্যয়িত ১৪,১৪৫/-টাকা সরকারি খাতে জমা দেখিয়ে ব্যালেন্স শূন্য করা হয়েছে। কিন্তু জমার স্বপক্ষে চালান প্রেরণ করা হয়েছে ১০,১৮২/- টাকার। অবশিষ্ট (১৪,১৪৫-১০,১৮২)=৩৯৩৩/-টাকা সরাসরি কোষাগারে জমার স্বপক্ষে পুন:জবাব প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য মুজিবনগর, মেহেরপুর ব্যতীত অন্যান্য অংশের আপত্তি নিষ্পত্তি করা হলো।
২০১৫-১৮	AIR অনু-০৬ জবাব অনু:০২	কর্তনকৃত ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	১০১৮৬৯/- দন্ডসুদ ১৮,৩৩৬/- সর্বমোট ১২০,২০৫/- টাকা পরিশিষ্ট নং ৬ (ক)	১০১৮৬৯/-টাকা চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। (ভেরিফাইড চালানের কপি সংযুক্ত) ।	আপত্তিকৃত ১০১৮৬৯/-টাকা কোষাগারে জমা দেয়া জমা করে চালান প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট দন্ডসুদ ১৮,৩৩৬/- টাকা জমা করে জমার প্রমানক প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
২০১৫-১৮	AIR অনু-০২ জবাব অনু:০৩	প্রকল্প ব্যাংক সুদের অর্থ সরকারি খাতে জমা না দেওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	৪,৬৮৫,৩৮১ /৩১ পরিশিষ্ট নং ২ (ক)	৪,৬৮৫,৩৮১/৩১ টাকা চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে। (ভেরিফাইড চালানের কপি সংযুক্ত) ।	২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে আপত্তিকৃত ৯০৯৮৭২/১৭ টাকা চালান নং টি ১০৩, তারিখ ৩০/০৯/২০১৯ খ্রি: এর মাধ্যমে জমা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট টাকা জমাকৃত ৪৬,৩৭,১৪৩/৭৯ টাকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিধায় ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সনের ৯,০৯,৮৭২/১৭ টাকার অংশ নিষ্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হলো।

মোট তিনটি বিষয়ে অডিট আপত্তি দেয়া হয়েছে, যেমন: অব্যবহৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে ফেরৎ না দেওয়ার আর্থিক ক্ষতি, কর্তনকৃত ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি এবং প্রকল্প ব্যাংক সুদের অর্থ সরকারি খাতে জমা না দেওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি। এই তিনটি বিষয়ে মোট টাকার পরিমাণ যথাক্রমে: ৫,৫৯৫,৯৮১/- টাকা, ১০১৮৬৯/-দন্ডসুদ ১৮,৩৩৬/- মোট ১২০,২০৫/- টাকা এবং ৪,৬৮৫,৩৮১/- টাকা, অর্থাৎ সর্বমোট ১০৪,০১,৫৬৭.০০ টাকা। এর মধ্যে ১০৩,৭৯,২৯৮.০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে চালান প্রেরণ করা হয়েছে, বাকী ২২,২৬৯/- টাকার আপত্তি এখনো নিষ্পত্তি করা হয়নি। তবে নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া চলমান। তবে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী প্রত্যেক বছর অডিট করা কথা থাকলেও মোট একবারই অডিট হয়েছে।

৩.৮.৮ হোল্ডিং ট্যাক্স

কোন এলাকায় স্কীম নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হলো সেই এলাকায় ১০০% হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করা। প্রকল্পের পক্ষ থেকে ইউনিয়ন পরিষদকে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করতে সহায়তা করা হয়। যে সকল ইউনিয়নের আর্থিক অবস্থা ভালো সেই সকল ইউনিয়ন পরিষদ নিয়মিত ট্যাক্স আদায় করা হয় এবং স্কীম বাস্তবায়নে ইউপির অংশ যথাযথভাবে প্রদান করে থাকে। অপরদিকে যে সকল ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক অবস্থা ভালো না সেই সকল ইউনিয়ন পরিষদ নিয়মিত হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করা হয় না। ফলে স্কীম বাস্তবায়নে ইউপির অংশ যথাযথভাবে প্রদান করা হয় না। উল্লেখ্য যে সকল স্কীম বাস্তবায়নে ইউপির অংশ যথাযথভাবে প্রদান করা হয় না সে সকল স্কীমসমূহের গুণগতমানের কিছুটা ঘাটতি দেখা গেছে।

৩.৮.৯ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়

যে সকল ইউনিয়নে ইউডিও আছেন সেই সকল ইউনিয়নে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় দেখা গেছে। অপরদিকে যে সকল ইউনিয়নে ইউডিও অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন সেই সকল ইউনিয়নে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় কিছুটা ঘাটতি দেখা গেছে। এছাড়া স্কীম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি/দপ্তরের পরামর্শ গ্রহণ করার প্রবণতাও কম দেখা গেছে। যেমন: খালের মধ্যে ল্যাট্রিনের সেফটি ট্যাংক নির্মাণ। ল্যাট্রিনের পাশেই টিউবওয়েল স্থাপন। এর ফলে খালের পানি ও টিউবওয়েলের পানি সহজেই রোগ জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে। এছাড়া ইট সলিংয়ের রাস্তার কাজ করার ছয় মাস বা এক বছরের মধ্যে রাস্তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের পরামর্শ গ্রহণ করলে প্রকল্প থেকে বেশি সুফল ও স্কীমের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল।

৩.৮.১০ সরকারি সেবার সুযোগ বৃদ্ধি

যে সকল এলাকায় ইউডিও আছেন সেই সকল সরকারের বিভিন্ন মধ্যে সমন্বয় দেখা গেছে। ফলে জনগণ সরকারি সেবা গ্রহণের সুযোগ বেশি দেখা গেছে। অপরদিকে যে সকল ইউনিয়নে ইউডিও অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন সে সকল এলাকায় সরকারের বিভিন্ন অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব দেখা গেছে। এ ক্ষেত্রে জনগণের জন্য সেবা পাবার সুযোগ কম দেখা গেছে। সুফলভোগীদের চাহিদা অনুসারে সরকারের বিভিন্ন অধিদপ্তরের (জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগের) সহায়তায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের পর এই সকল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের গ্রামে সেবা প্রদান তেমন দেখা যায়নি।

৩.৮.১১ নিবিড় পরিবীক্ষণ ও তদারকি

প্রকল্পের নীতিমালা অনুসারে স্কীম নির্ধারণ থেকে শুরু করে স্কীমের কাজ সমাপ্তি পর্যন্ত ইউডিওদের কে ইউআরডিও নিবিড় পরিবীক্ষণ ও তদারকি করবে। অপরদিকে এআরডিও এই কাজে ইউডিওদের সহযোগিতা করবে। এ সকল কাজের জন্য প্রকল্প থেকে তাদের একটা মাসিক ভাতার ব্যবস্থা আছে। ইউআরডিও এবং এআরডিও স্কীম পরিদর্শন করলেও এর কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। তবে আলোচনা কালে ইউআরডিওরা জানান যে তারা স্কীমসমূহ ভিজিট করেন এবং স্কীম ভিজিট করার পর তারা ইউডিওদের মৌখিকভাবে ফিডব্যাক দিয়ে থাকেন।

৩.৮.১২ প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ/ব্যবস্থাপনা

বিভিন্ন শ্রেণির স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) অনুসারে (স্কীম রক্ষণাবেক্ষণ ক্রমিক নং-১২) “সময় সময় প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ ভিডিসি নিজস্ব উদ্যোগে গ্রহণ করবে যাতে করে বাস্তবায়িত স্কীম/কাজের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে ইউডিও যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে”। বিভিন্ন প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় কোন কোন এলাকায় স্কীমসমূহ ভালো ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। তবে এর সংখ্যা বেশ কম। আবার কোন কোন এলাকায় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে স্কীমসমূহ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

৩.৯ প্রকল্পের স্কীমসমূহ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার আওতায় ৮টি বিভাগ থেকে মোট ১৫৬ টি স্কীমের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৪৩ টি, চট্রগ্রাম বিভাগে ১৮ টি, খুলনা বিভাগে ১৮ টি, রাজশাহী বিভাগে ১৪ টি, বরিশাল বিভাগে ১৩ টি, রংপুর বিভাগে ২৪ টি, সিলেট বিভাগে ১৫ টি এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ১১ টি।

পর্যবেক্ষণকৃত মোট ১৫৬ টি স্কীমের মধ্যে ২০২১ সালে বাস্তবায়িত হয় ২৭টি, ২০২০ সালে ৬০টি, ২০১৯ সালে ৩৯টি, ২০১৮ সালে ১৮টি এবং ২০১৭ সালে অবশিষ্ট ১২টি স্কীম বাস্তবায়িত হয়।

মোট ১৫৬ টি স্কীমের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইটের সোলিং রাস্তা ৪৬টি। এছাড়া গভীর/অগভীর নলকূপ স্থাপন ১৭টি, আরসিসি ঢালাই রাস্তা ১৪টি, ল্যাট্রিন/শৌচাগার নির্মাণ ১২ টি, ইরিগেশন ড্রেনেজ নির্মাণ ১০টি, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ৮টি, ওজুখানা নির্মাণ ৮টি, গাইড ওয়াল ও প্যালাসাইটিং নির্মাণ ১৪টি, কালভার্ট নির্মাণ ৭টি ও অন্যান্য স্কীমসমূহ ২০টি।

৩.৯.১ কাঠের সাঁকো নির্মাণ

ভূমিকা: স্কীমটি আলোকদিয়া গ্রাম, হাটিকুমরুল ইউনিয়ন, উল্লাপাড়া উপজেলা ও সিরাজগঞ্জ জেলায় অবস্থিত কাঠের সাঁকো নির্মাণ স্কীমটি গত ২৪/৩/২০২১ ইং তারিখে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

পর্যবেক্ষণ: স্কীমটি ২০২০ সালে নির্মাণ করা হয়। এর দৈর্ঘ্য ৫০ ফুট ও প্রস্থ ৫ ফুট। এটি নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছে ১০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা। এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ৭০%, গ্রামবাসী ও ইউনিয়ন পরিষদের অবদান যথাক্রমে ২০% এবং ১০%। বর্তমানে সাঁকোটি ভালো অবস্থায় আছে।

পরিদর্শন কালে জানা যায়, প্রতিদিন গড়ে ১০০০ থেকে ১৫০০ মানুষ এই সাঁকোর উপর দিয়ে যাতায়াত করে থাকে। স্থানীয় তাঁত শিল্পের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সাঁকোটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এলাকার একটি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর এই সাঁকোর উপরদিয়ে নিয়মিত মাদ্রাসায় যাতায়াত করে। স্কীমটি বাস্তবায়নের ফলে খালের দুই পারের মানুষের মাঝে সেতু বন্ধন তৈরি হয়েছে।

৩.৯.২ গণ শৌচাগার নির্মাণ

ভূমিকা: গ্রাম: ভাগলপুর, ইউনিয়ন: সুন্দলপুর, উপজেলা: দাউদকান্দি, জেলা: কুমিল্লা, এ স্কীমটি গত ০১/০৪/২০২১ ইং তারিখে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

পর্যবেক্ষণ: স্কীমটি শহীদনগর বাজার সংলগ্ন মহাসড়কের সাথে ২০১৯ সালে নির্মাণ করা হয়। এর দৈর্ঘ্য ১২ ফুট ও প্রস্থ ১০ ফুট। এটি নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছে ১০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা। এর মধ্যে প্রকল্প সহায়তার অংশ ৭০%, গ্রামবাসীর অংশ ২০% এবং ইউনিয়ন পরিষদের অংশ ১০%।

গণ শৌচাগারটি নির্মাণ করার ফলে বাজারের দোকানদার, বাজারে আগত এলাকাবাসী, মহাসড়ক (ঢাকা-চট্টগ্রাম) ও স্থানীয় পরিবহনের যাত্রীরা শৌচাগারটি ব্যবহার করছে। বর্তমানে গণ শৌচাগার এর সিঁড়ি ভেঙ্গে যাচ্ছে। যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে শৌচাগারটি ভেতরে অত্যন্ত নোংরা হয়ে আছে।

৩.৯.৩ বজ্রপাত নিরোধক দন্ড স্থাপন

ভূমিকা: গ্রাম: চাচই, ইউনিয়ন: জয়পুর, উপজেলা: লোহাগাড়া, জেলা: নড়াইল এ অবস্থিত বজ্রপাত নিরোধক দন্ড স্থাপন স্কীমটি গত ২৮/৩/২০২১ ইং তারিখে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

পর্যবেক্ষণ: স্কীমটি চাচই গ্রামের চাচই মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠের দক্ষিণ পার্শ্বে স্থাপন করা হয়েছে। স্কীমটি নির্মাণে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ১০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা। এর মধ্যে প্রকল্প সহায়তার অংশ ৭০%, গ্রামবাসীর অংশ ২০% গ্রামবাসী এবং ইউনিয়ন পরিষদের অংশ ১০%। স্কীম টি এলাকাবাসী খুব ইতিবাচক ভাবে দেখছেন। বজ্র নিরোধক দন্ডটি স্থাপনের পর এলাকায় বজ্রপাতজনিত কারণে কোন দুর্ঘটনার ঘটেনি বলে এলাকাবাসী জানিয়েছেন। পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে বজ্র নিরোধক দন্ডটি ভালো অবস্থায় আছে।

৩.৯.৪ ইটের সোলিং

ভূমিকা: গ্রাম: কানাড়া, ইউনিয়ন: বারোপাড়া, উপজেলা: দাউদকান্দি, জেলা: কুমিল্লা এ অবস্থিত ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ স্কীমটি গত ০২/০৪/২০২১ ইং তারিখে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

পর্যবেক্ষণ: স্কীমটি কানাড়া গ্রামের প্রধান সড়ক থেকে শুরু হয়ে মনির মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত শেষ হয়েছে। রাস্তাটির সর্বমোট দৈর্ঘ্য ৩০০ ফুট। বিগত ২০১৯ ইং তারিখে রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়। রাস্তাটি নির্মাণে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ১০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা, এর মধ্যে প্রকল্প সহায়তার অংশ ৭০%, গ্রামবাসীর অংশ ২০% এবং ইউনিয়ন পরিষদের অংশ ১০%। সংশ্লিষ্ট রাস্তাটি নির্মাণের পর এর নাম ফলক স্থাপনের টাকা প্রকল্প বাজেট থেকে দেয়া হয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে রাস্তাটির প্রায় অধিকাংশ (৭০%) ভেঙ্গে গেছে। এছাড়া রাস্তাটি প্রায় ৫০ ফুট এলাকার ইট উঠে গেছে। ফলে এলাকাবাসী ও পথচারীদের রাস্তাটি ব্যবহারে সমস্যা হচ্ছে। রাস্তাটি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না বলে মনে হয়েছে।

পর্যবেক্ষণকৃত মোট ১৫৬ টি স্কীমের মধ্যে ১৩২ টি স্কীম বর্তমানে ভালো অবস্থায় আছে। **এর** ফলে পল্লী এলাকার জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে, শিক্ষার্থীরা সহজে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে পারছে, বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারছে, সেনিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে পারছে, পানি নিষ্কাশনের ফলে ফসলি জমির চাষাবাদের সুযোগ তৈরি হয়েছে, স্কুলের মাঠ ভরাট ও শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ করায় শিক্ষার্থীদের শ্রেণী কক্ষের সমস্যা সমাধান হয়েছে ইত্যাদি।

অপরদিকে ২৪ টি স্কীম বর্তমানে খারাপ অবস্থায় আছে। যেমন: কোথায়ও রাস্তার মাটি দেবে গেছে, রাস্তা ভেঙ্গে গেছে, কোথাও ইট নেই, ইটের সোলিং বালু/মাটি নেই, টিউবওয়েলে পানি ওঠেনা বা পানি পানের অযোগ্য, ড্রেন ব্যবহার অযোগ্য, কালভার্টের মধ্যে মাটি জমে থেকে পানি নিষ্কাশন যথাযথভাবে হয়না ইত্যাদি।

৩.১০ মূল তথ্যদাতাদের সাথে সাক্ষাতকার (KII) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার আওতায় মোট ৫৫ জন কর্মকর্তাদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করা এর হলেন প্রকল্প পরিচালক, উপ-পরিচালক, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, জেলা প্রশাসক, জাতিগঠনমূলক বিভাগ, ইউপি চেয়ারম্যান ইত্যাদি। যে সকল বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা হয়েছে তা'হলো: প্রকল্পের আওতায় স্কীমসমূহ নির্ধারণ, জনগণের চাহিদার প্রতিফলন, স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা, জনগণের উপকারসমূহ ইত্যাদি। নিম্নে আলোচনার মূল অংশ তুলে ধরা হলো:

৩.১০.১ উত্তরদাতাঃ ইউডিও-১৩ জন

ইউডিওদের দায়িত্ব: ইউডিও পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের সকল কার্যক্রমের লিংক পিন হিসেবে কাজ করে। ইউডিওরা যে সকল কাজ করে তা'হলো: ভিডিসি ও ইউসিসি গঠন, ভিডিসি ও ইউসিসি সভার আয়োজন ও পরিচালনায় সহযোগিতা করা। এছাড়া স্কীম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সকল প্রকার সহযোগিতা করা। স্কীমসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করা। সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা। উন্মুক্ত বাজেট করা। গ্রাম পর্যায়ের সমস্যাগুলো তুলে ধরা। ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় করা। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সাথে জনগণের সমন্বয়ের মাধ্যমে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের কাছে পৌছে দেয়া।

আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে, গ্রামের সকলের উপস্থিতিতে সাধারণ সভা আহবান করা হয়। উক্ত সভায় ভিডিসি সদস্য হতে আগ্রহী ও যোগ্য তাদেরকে সকলের মতামতের ভিত্তিতে সভাপতি, সদস্য সচিব ও সদস্যসমূহ নির্বাচন করা হয়। আলোচনায় জানা যায়, একটি ইউনিয়নে বছরে মোট ১০৮টি মিটিং করার পরিকল্পনা থাকে। তবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করার ফলে নিয়মিত ভিডিসি সভা করা সম্ভব হয়না বলে তারা উল্লেখ করেন।

জনগণের চাহিদার প্রতিফলন: ইউডিও দের মতে গ্রামবাসী তাদের চাহিদা অনুযায়ী সেবা পায়। ভিডিসির সদস্যগণ এলাকার সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে ভিডিসি সভায় উপস্থাপন করে। ভিডিসি সভায় এই সকল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সকলের মতামতের ভিত্তিতে এলাকার প্রধান প্রধান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সভার প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে সভার প্রতিবেদন ইউসিসি সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এভাবেই জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান করা হয়। তবে কোন কোন এলাকার এর ব্যতিক্রমও বিদ্যমান।

এলাকাবাসীর উপকারসমূহ: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে গ্রামবাসী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে, রাস্তা, ব্রিজ, সাঁকো নির্মাণের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় যাতায়াত করতে পারছে। কালভার্ট নির্মাণের ফলে জলাবদ্ধতা কমেছে, ফলে ফসলি জমিতে চাষাবাদের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। মসজিদ, মন্দির ইত্যাদি নির্মাণ ও মেরামত করার ফলে এলাকাবাসীর ধর্মীয় কাজে সুবিধা হয়েছে। টিউবওয়েল স্থাপনের ফলে প্রকল্প এলাকায় বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে। এলাকার জনগণ বিভিন্ন সরকারি সেবা গ্রহণ করতে পারছে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামবাসী, ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্যগণ, সরকারি ও বে-সরকারি বিভিন্ন বিভাগ প্রকল্পের কার্যক্রম, বাজেট ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে এবং তাদের মতামত প্রদানের সুযোগ থাকে। প্রকল্পের প্রতিটি কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সর্বসম্মতিক্রমে করা হয় বিধায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়ে থাকে। এ ছাড়া, প্রকল্পে প্রতিটি কাজের বিষয়ে সভায় আলোচনা এবং সকলের সামনে বাজেট, কার্যক্রম বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জবাব প্রদান করতে হয় বিধায় প্রকল্পের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় বলে তারা জানান।

৩.১০.২ সরকারি বিভিন্ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে নিবিড় আলোচনা-১০ জন

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা এলাকায় সরকারি বিভিন্ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার ফলাফল নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতি: জাতি গঠনমূলক বিভাগ (এনবিডি) কর্মকর্তাদের সাথে নিবিড় আলোচনা করার সময় একজন কর্মকর্তা জানা যায় যে, গ্রাম কমিটির মাধ্যমে গ্রামের সমস্যাসমূহ ইউসিসিএম এ উপস্থাপন করা হয় এবং ইউসিসিএম এ অনুমোদন সাপেক্ষে পরামর্শ, প্রাথমিক চিকিৎসা, টিকাদান ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রদান করা হয়।

উপকারসমূহ: গ্রামের লোকজন বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ পাচ্ছে যেমন: কৃষি, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালন, বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে জানতে পারছে। বিনামূল্যে টিকা পাচ্ছে। প্রশিক্ষণের ফলে এলাকাবাসী উন্নত প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হতে পারছে। যে বিষয়সমূহ তারা আগে জানত না এখন জেনেছে, যেমন: কোন ধরনের বীজ ব্যবহার করলে ভাল উৎপাদন হবে। ফসলে কখন কোন সার ও ঔষধ ব্যবহার করলে ফসল ভাল হবে। এছাড়া যৌতুক এবং বাল্যবিবাহ বিষয়ে সচেতন হতে পারছে। আলোচনা কালে একজন কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা উল্লেখ করেন যে "প্রশিক্ষণের সময় কৃষকদের মাঝে বীজ প্রদান করা যেতে পার"। তাদের মতে কৃষকদের মাঝে বীজ প্রদান করা হলে একদিকে যেমন তারা ভালো বীজ পাবে অন্যদিকে এই বীজের ফলে কৃষকদের ক্ষেতে ভালো ফসল ফলবে এবং কৃষকরা বেশি লাভবান হবে।

৩.১১ সুফলভোগীদের সাথে দলীয় আলোচনা (FGD) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল

প্রকল্প এলাকায় সুফলভোগীদের সাথে মোট ১০টি এফজিডি করা হয়েছে। দলীয় আলোচনা সংক্ষেপে নিম্নে দেয়া হলো।

৩.১১.১ প্রকল্প সুফলভোগী উত্তরদাতা

প্রকল্প এলাকার উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন এর সুফলভোগীদের সাথে মোট ১০টি দলীয় আলোচনা (এফজিডি) করা হয়েছে। এই ১০টি দলীয় আলোচনায় গড়ে ১০ জন হিসেবে মোট ১০২ জন সুফলভোগী অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে নারী ২৪ জন এবং পুরুষ ৭৮ জন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পেশাগত ভাবে, ১৮.৬% গৃহিনী, ৭.৮% শিক্ষক, ১৮.৬% ব্যবসায়ী, ২৭.৪% কৃষি, ৮.৮% ছাত্র, ৩.৯% ইমাম, এবং ৫% দিনমজুর। দলীয় যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় তা'হলো: প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ, স্কীম নির্ধারণ, অনুমোদন, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ: দলীয় আলোচনাকালে জানা যায় যে, ১০ টি দলের মধ্যে ৯টি গ্রুপের সকল অংশগ্রহণকারী গত এক বছরে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। অবশিষ্ট ১টি দলের কোন সদস্যই প্রশিক্ষণ পায়নি। প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ-হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল পালন, সবজি চাষ, কৃষি কাজ, ফসলের পোকামাকড় দমন ইত্যাদি। এ ছাড়া অনেকে বিভিন্ন ধরণের সচেতনতামূলক সেশনে অংশগ্রহণ করেছেন, যেমন-প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, বাল্যবিবাহের কুফল ও করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয় ইত্যাদি। প্রশিক্ষণের সময়কাল ছিল ১ থেকে ২ ঘন্টা। অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীর মতে প্রশিক্ষণের সময়কাল কম ছিলো বিধায় তাদের পক্ষে বিষয়সমূহ যথাযথভাবে বুঝতে সমস্যা হয়েছে। প্রশিক্ষণের সময়কাল ৩ থেকে ৪ ঘন্টা হলে ভালো হয় বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন।

আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি চাষাবাদ, হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল পালন ও রোগ বালাই সম্পর্কে গ্রামবাসীরা জানতে পেরেছে। এর ফলে পূর্বের তুলনায় হাঁস-মুরগীর রোগ বালাই কমেছে। গরু-ছাগলকে পূর্বের মত খাবার দিতে হয় না। আধুনিক পদ্ধতিতে খাবার দেয়ার ফলে খরচ কম হয়। এছাড়া কম জমিতে বেশি ফসল চাষ সম্পর্কে জেনেছেন এবং সে অনুযায়ী তারা চাষাবাদ করছেন বলে তারা উল্লেখ করেন।

স্কীম সম্পর্কিত তথ্য: গ্রাম উন্নয়ন কমিটি ও এলাকাবাসীর চাহিদা মোতাবেক আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে স্কীমসমূহ চিহ্নিত ও নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে ইউসিসিএম এ স্কীমসমূহ উত্থাপন করে অনুমোদন নেয়া হয়। দলীয় আলোচনায় জানা যায় যে, প্রকল্পের স্কীম নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক (প্রধানত চেয়ারম্যান, সচিব, মেম্বার এবং স্থানীয় নেতা) ও স্থানীয় নেতাদের প্রভাব রয়েছে। ফলে স্কীম নির্ধারণে জনগণের ইচ্ছা/প্রয়োজন সবসময় প্রতিফলিত হয় না। স্কীমগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গ্রামের সাধারণ জনগণ বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ করেন, যেমন: নগদ অর্থ, ইট, বালু, সিমেন্ট ইত্যাদি দিয়ে সহযোগীতা করে থাকেন। কিছু কিছু গ্রামবাসী নগদ অর্থের পরিবর্তে স্বেচ্ছা শ্রম দিয়ে থাকেন। আবার কিছু গ্রামবাসী স্কীম বাস্তবায়নকালে দেখাশোনা/তদারকি ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ সার্মথ্য অনুযায়ী গ্রামবাসী স্কীমগুলোতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। স্কীম রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে আলোচনায় জানা যায় যে, গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সভাপতি/সা:সম্পাদক সহ গ্রামবাসীরা মিলে স্কীম রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। তাদের মতে এর সংখ্যা খুব কম। স্কীম রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে আলোচনার সময় একজন শিক্ষক উল্লেখ করেন যে, "এই সকল স্কীমসমূহ ঠিক/মেরামত করার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন, অন্যথায় কিছুদিন পর এই সকল স্কীম নষ্ট হয়ে যাবে"।

৩.১১.২ গ্রাম উন্নয়ন কমিটি

সমীক্ষার আওতায় মোট ১০টি দলীয় আলোচনা (এফজিডি) করা হয়েছে। প্রতিটি দলীয় আলোচনায় গড়ে ১৩ জন হিসেবে মোট ১২৭ জন অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে নারী ৩০ জন এবং পুরুষ ৯৭ জন। পেশাগত ভাবে ২৩.৬% গৃহিনী, ৩.১% শিক্ষক, ১৭.৩% ব্যবসায়ী, ২৭.৫% কৃষিকাজ, ৬.২% ছাত্র, ১.৬% ইমাম, এবং ১.২% মিস্ত্রী। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ভিডিসি এর সভাপতি, সদস্য সচিব সহ সাধারণ সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, তা'হলো: গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন পদ্ধতি, সদস্য সংখ্যা, সভা করার নিয়ম, মহিলাদের অংশগ্রহণ, ভিডিসি মিটিং এর আলোচিত বিষয়সমূহ এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি।

গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন এবং কাজ সম্পর্কিত তথ্য

অংগ্রহণকারীদের সাথে দলীয় আলোচনায় জানা যায় যে, ২০-৩০ জন সদস্য নিয়ে ভিডিসি গঠন করা হয়। ভিডিসির সদস্যরা হলেন-স্থানীয় সাধারণ জনগণ, সুধীজন, শিক্ষিত, মুক্তিযোদ্ধা, চাকুরীজীবি, অবসরপ্রাপ্ত চাকুরীজীবি, ইমাম, ছাত্র, কৃষক, গৃহিনী, জেলে, ব্যবসায়ী ইত্যাদি। আলোচনার ভিত্তিতে সভাপতি, সম্পাদক নির্ধারণ করা হয়। গ্রাম উন্নয়ন কমিটিতে এক তৃতীয়াংশ মহিলা সদস্য রাখার নিয়ম রয়েছে। দলীয় আলোচনায় জানা যায় ভিডিসি কমিটির সভা প্রতিমাসে একবার হওয়ার নিয়ম রয়েছে। মাসিক মিটিং সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের মতামত প্রদান করেন যেমন: নিয়মিত সভা হয় বলে জানিয়েছেন প্রায় ৫০% অংশগ্রহণকারী। অপরদিকে ৪০% বলেছেন অনিয়মিত সভা হয়।

এছাড়া ১০% বলেছেন করোনার কারণে বর্তমানে সভা হয় না। সভায় অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন শতকরা ৫০% থেকে ৬০% সদস্য সভায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। সভায় শতকরা ৪০% মহিলা সদস্য অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে কথা বলতে এবং মতামত দিতে পারেন। গ্রাম কমিটির সভায় ইউডিও উপস্থিতি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন গ্রাম কমিটির সভায় ইউডিও উপস্থিত থাকেন তবে তিনি একাধিক ইউনিয়নের দায়িত্ব পালন করায় নিয়মিত সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন না। ভিডিসি মিটিংয়ের আলোচ্য বিষয়ে অংগ্রহণকারীরা জানান যে, মহল্লা, গ্রামের চলমান কোন আর্থ-সামাজিক সমস্যা, স্কীম, প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়, পূর্ববর্তী মাসে সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অবস্থা আলোচনা করা হয়। সভায় যে সব সমস্যা, চাহিদা উপস্থাপন করা হয় তার সিদ্ধান্ত মিটিং রেজুলেশন খাতায় লেখা হয়। সভার সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে ইউসিসি মিটিংয়ে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয় এবং আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

স্কীম সম্পর্কে তথ্য

আলোচনা কালে ভিডিসি সদস্যগণ জানান গ্রামের মানুষের চাহিদাগুলো সভায় উপস্থাপন করার পর সকলের মতামতে ভিত্তিতে স্কীমসমূহ নির্বাচন করা হয়। তবে বিপুল চাহিদার বিপরীতে অল্প স্কীম দেয়া হয় তাই সব ধরণের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না। তাদের মতে, একটি গ্রামে হয়তো ১৫/২০ টি স্কীম দরকার, কিন্তু এর বিপরীতে মাত্র ১ থেকে ২ টি স্কীম দেয়া হয়। তারা বলেন, গ্রামে নতুন নতুন স্কীমের চাহিদা রয়েছে যা অর্থের অভাবে পূরণ করা সম্ভব হয় না। ভিডিসি এর স্কীমের চাহিদাগুলি ইউসিসি সভায় উত্থাপন করা হয়। এর পর গুরুত্ব অনুযায়ী ইউসিসিএম এর মাধ্যমে স্কীমসমূহ অনুমোদন দেয়া হয়। ইউসিসিএম এর সিদ্ধান্ত এবং অনুমোদনেই স্কীমগুলি বাস্তবায়ন করা হয়। স্কীমসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে গ্রাম কমিটির সদস্যরা জানান যে, গ্রামবাসীই স্কীমসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন, তবে সব সময় রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। তাদের মতে প্রায় ৪০% স্কীমের রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। প্রকল্প থেকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন বরাদ্দ নাই বলে তারা উল্লেখ করেন। বিগত ১-২ বছরের মধ্যে যে সকল যে সকল স্কীম বাস্তবায়ন কাজ শেষ হয়েছে সেই সকল স্কীমের অবস্থা ভালো, তবে ২ বা ৩ বছরের পূর্বের বাস্তবায়িত স্কীমসমূহ কিছুটা খারাপ হয়েছে।

৩.১১.৩ ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি (ইউসিসি)

প্রকল্প এলাকার স্যাম্পল উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি সদস্যদের সাথে মোট ১০টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) করা হয়েছে। এই ১০টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় গড়ে ১১ জন হিসেবে মোট ১১৩ জন অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মহিলা ১৮ জন এবং পুরুষ ৯৫ জন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পেশাগত ভাবে, মহিলাদের মধ্যে থেকে ৯.৯% গৃহিনী এবং ৭.২% চাকুরীজীবি, এছাড়া পুরুষ ৫.৪% শিক্ষক, ২৩.৬% ব্যবসা, ২৫.৪% কৃষিকাজ, ২২.৭% চাকুরীজীবি, ১.৮% অবসরপ্রাপ্ত, ২.৭% শ্রমিক এবং ১.৮% ড্রাইভার। অধিকাংশ ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, সচিব, ইউপি সদস্য, ভিডিসি এর সভাপতি, সদস্য সচিব সহ ইউসিসি সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। যে সকল বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা'হলো:

ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন পদ্ধতি, সদস্য নির্বাচন, সভা কিভাবে কত দিন পর অনুষ্ঠিত হয়, সভায় আলোচিত বিষয়সমূহ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, সভার তথ্য লিপিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি।

কমিটি গঠন ও কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ জানান পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুযায়ী ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে স্ব-স্ব ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে সভাপতি এবং ইউডিও সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও স্থানীয় সুধীজন, সকল ইউপি মেম্বার, ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারের বিভিন্ন অধিদপ্তরের কর্মচারিবৃন্দ, স্কুল/কলেজ শিক্ষক, ভিডিসি এর প্রতিনিধি, এনজিও কর্মী, ইউপি সচিব, বিবাহ নিবন্ধক, ইউপি বাজার কমিটির প্রতিনিধি ও ইউনিয়ন লিডার সদস্য হিসেবে এই কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন। দলীয় আলোচনায় জানা যায় ইউসিসিএম নিয়মিত হয়ে থাকে তবে বিগত ১ বছরে করোনার কারণে নিয়মিত সভা করা সম্ভব হয় নাই। সভার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে জানা যায়, সভায় বিগত সভার রেজুলেশন পাঠ ও অনুমোদন করা হয়। কোন স্কীম চালু থাকলে সেই স্কীমের কাজের অগ্রগতি, বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় ইউনিয়নের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, পশু সম্পদ, মৎস্য, ভিডিসি কমিটির সিদ্ধান্ত, গ্রামের মানুষের জন্য চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, স্কীমের চাহিদা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ইউসিসি মিটিংয়ে উত্থাপিত বিষয়গুলো আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনুমোদন দেয়া হয়। এছাড়াও ইউসিসি সভায় গ্রাম উন্নয়ন কমিটি সভার কোন সিদ্ধান্ত থাকলে তা ভিডিসি কমিটির প্রতিনিধিরা উপস্থাপন

করেন এবং তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ইউসিসি সভায় এজেন্ডা হিসেবে উপস্থাপন/আলোচনা করা হয় এবং আলোচনার প্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ রেজুলেশন খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়। মিটিং রেজুলেশন ইউডিও এর মাধ্যমে উপজেলায় পাঠানো হয়।

স্কীমসমূহ চিহ্নিতকরণ, বাস্তবায়ন, বর্তমান অবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য

আলোচনায় অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী জানান স্কীমগুলি সাধারণ মানুষের চাহিদা এবং অগ্রাধিকার বিবেচনা করেই নেয়া হয়ে থাকে। প্রকল্পের আওতায় জনগুরুত্ব বিবেচনায় স্কীমসমূহ চিহ্নিত করা হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয় বলে তারা জানান। দলীয় আলোচনায় জানা যায় প্রকল্প স্কীমগুলো অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নির্মাণ হওয়ায় সকলেই সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকেন। এলাকাবাসী নগদ অর্থ, স্বেচ্ছা শ্রমের বিনিময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করে থাকে। প্রকল্পের সুফলভোগী বা ভিডিসি স্কীমসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। প্রকল্প থেকে স্কীমসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ নাই। এছাড়া স্কীম বাস্তবায়ন কালে মনিটরিং এর দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়।

৩.১২ সুফলভোগীদের উপর পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল

প্রকল্প এলাকায় যে সকল সুফলভোগী অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে কোন ধরণের সুবিধা পেয়েছে সেই সকল সুফলভোগীদের মধ্যে দৈবচয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ৩৯৬ জন নারী এবং ৮০৪ জন পুরুষদের (মোট ১২০০ জন সুফলভোগী) সাথে কাঠামোগত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

সুফলভোগী উত্তরদাতাদের কাছ থেকে যে বিষয়সমূহ জানতে চাওয়া হয়েছিল তা'হলো: তাদের অর্থ-সামাজিক অবস্থা, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন কি না, প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ, প্রশিক্ষণসমূহ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী হয়েছে কি না, প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার ফলে তাদের কি কি উপকার হয়েছে, সচেতনতামূলক সেশনে অংশগ্রহণ এবং এর ফলে উপকারসমূহ ইত্যাদি। অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত) এর স্কীম বাস্তবায়নের ফলে গ্রামবাসীর উপকারসমূহ ইত্যাদি। এছাড়া ভবিষ্যতে এই প্রকল্প স্থায়ীকরণের জন্য পরামর্শসমূহ।

এ সংক্রান্ত তথ্য পরবর্তী অংশে নিম্নলিখিতভাবে দেখানো হলো:

ক) আর্থ-সামাজিক অবস্থা
খ) প্রশিক্ষণ বিষয়ে তথ্য
গ) স্কীম সম্পর্কিত তথ্য

৩.১২.১ বিভাগ ভিত্তিক বন্টন

লেখচিত্র ৩.৩ জেলা ভিত্তিক বন্টন এর তথ্য দেয়া হলো। সামগ্রিকভাবে সুফলভোগী পুরুষের শতকরা হার নারীদের শতকরা হারের ২ গুণ এর চেয়ে বেশি। অর্থাৎ পুরুষ ৬৭% এবং নারী ৩৩%। বিভাগ ভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, সবচেয়ে বেশি উত্তরদাতা ঢাকা জেলায় (২৫.০%)। এদের মধ্যে নারী ও পুরুষের সংখ্যা যথাক্রমে ২১.৩% ও ২৬.৭%। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উত্তরদাতা ৫টি বিভাগে সমান যথা: বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর ও চট্রগ্রাম এবং এদের হার (১২.৫%)। সবচেয়ে কম উত্তরদাতা সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলায় ৬.৩%। উল্লেখ্য, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নারী উত্তরদাতা ঢাকা বিভাগে এবং সবচেয়ে কম চট্রগ্রাম বিভাগে যথাক্রমে ২১.৩% ও ৮.৩%।

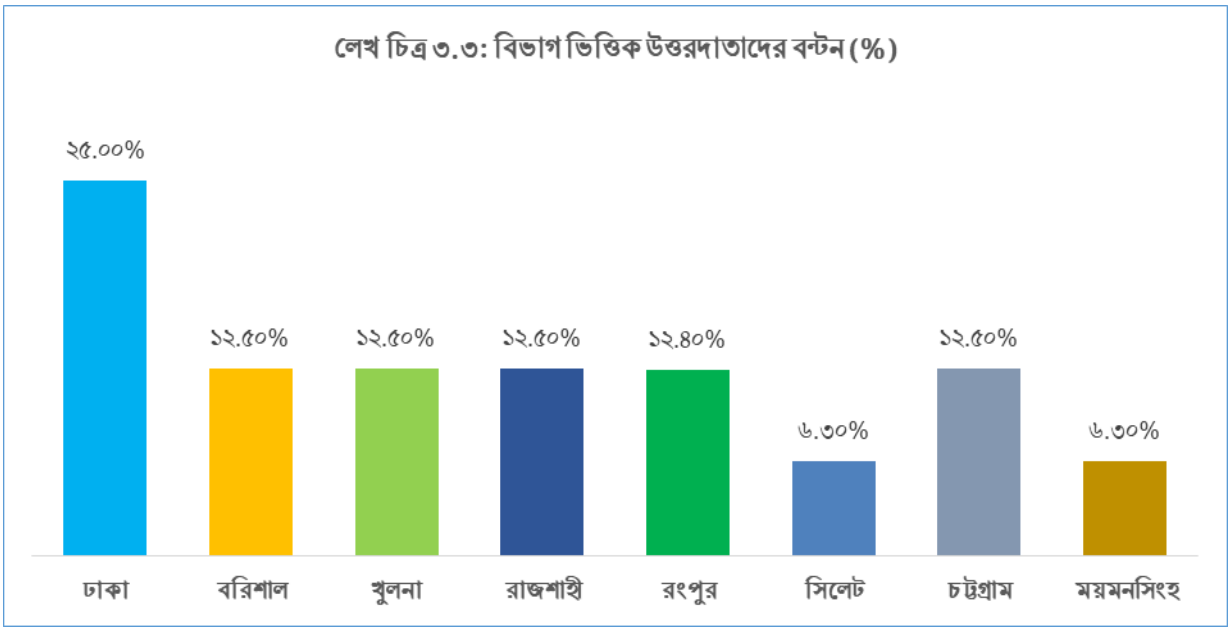

৩.১২.২ বয়স ভিত্তিক বন্টন

উত্তরদাতাদের বয়সের বন্টন লেখচিত্র ৩.৪ এ উল্লেখ করা হলো। লেখচিত্র থেকে দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে সুফলভোগীদের গড় বয়স ৪৬.৬৪ বছর। এদের মধ্যে পুরুষের গড় বয়স নারীদের গড় বয়স থেকে প্রায় ৫ বছর বেশি অর্থাৎ পুরুষের গড় বয়স ৪৮.২৩ বছর এবং নারীদের বয়স ৪৩.৪ বছর। তথ্য থেকে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (৬৩.৭%) উত্তরদাতাদের বয়স ৪০ বছর এবং এর বেশি। এদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা নারীদের সংখ্যার চেয়ে বেশি অর্থাৎ পুরুষের সংখ্যা ৬৬.৩% এবং নারীদের সংখ্যা ৫৮.৩%। সবচেয়ে কম সংখ্যক উত্তরদাতা (৫.৬%) যাদের বয়স ১৯-২৫ বছরের মধ্যে। এদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা পুরুষের সংখ্যার চেয়ে কম (নারী ৪.৯% এবং পুরুষ ৬%)।

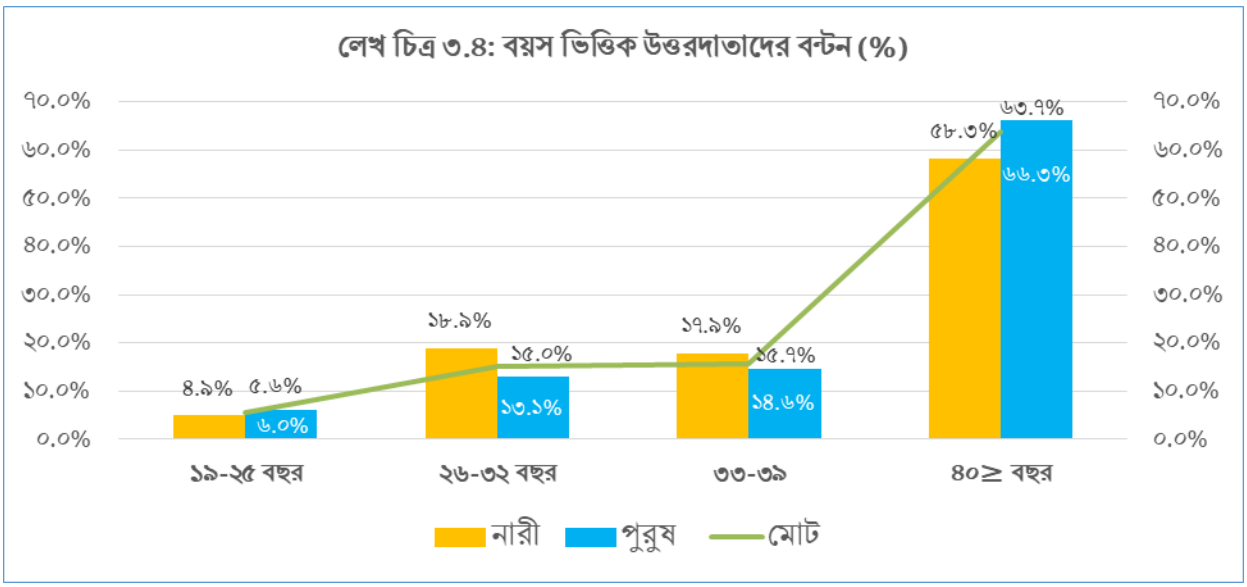

৩.১২.৩ শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস

সুফলভোগীদের শিক্ষা বিষয়ক তথ্য লেখচিত্র ৩.৫ এ উল্লেখ করা হলো। তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (৩০.৮%) নারী ও পুরুষের শিক্ষাগত যোগ্যতা ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি পাশ। এদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা পুরুষের সংখ্যার চেয়ে বেশি যথাক্রমে ৩৬.৯% এবং ২৭.৭%। সবচেয়ে কম সংখ্যক (২৬.৭%) উত্তরদাতা একাদশ শ্রেণি এবং এর পরবর্তী শ্রেণিতে পড়াশুনা করেছেন। এদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা নারীদের চেয়ে প্রায় তিন গুন বেশি যথাক্রমে ৩৩.৯% ও ১২.৬%। উল্লেখ্য ১৫.৩% সুফলভোগী কখনো স্কুলে যায়নি। এদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা পুরুষের সংখ্যার চেয়ে প্রায় দেড় গুন অর্থাৎ নারী ১৭.৯% ও পুরুষ ১৩.৯%।

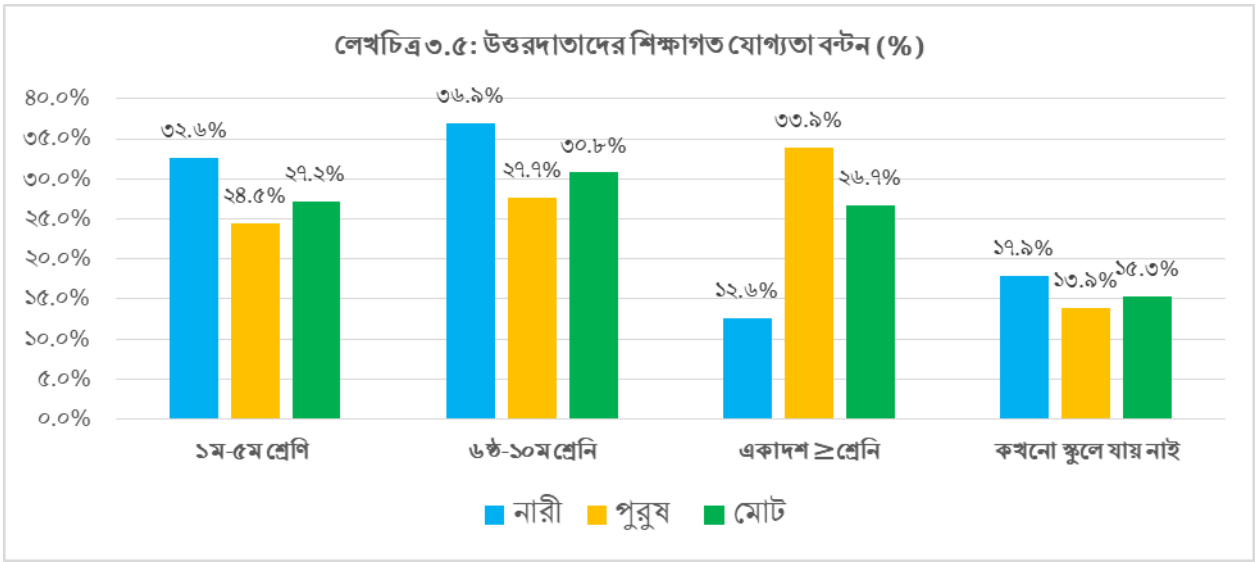

৩.১২.৪ সুফলভোগীদের বৈবাহিক অবস্থা ভিত্তিক বিন্যাস

সারণি ৩.৮ এ সুফলভোগীদের বৈবাহিক অবস্থা বিষয়ক তথ্য উল্লেখ করা হলো। তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (৮৯.৩%) নারী ও পুরুষ বর্তমানে বিবাহিত। এদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা পুরুষের সংখ্যার চেয়ে বেশি যথাক্রমে ৮৯.৯% এবং ৮৮.৯%। সবচেয়ে কম সংখ্যক (০.৩%) উত্তরদাতা বর্তমানে স্বামী ও স্ত্রী আলাদা বসবাস করছেন। এদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা মাত্র ১%। আবার সমসংখ্যক পুরুষ তালাক প্রাপ্ত এবং এদের সংখ্যা ০.৩%। উল্লেখ্য সামগ্রিকভাবে ৪% সুফলভোগী যারা সকলেই বিধবা বা বিপত্নীক। এদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা পুরুষের সংখ্যার চেয়ে প্রায় ৪ গুন বেশি অর্থাৎ নারী ৮.১% ও পুরুষ ২.০%।

সারণি ৩.৮: উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থার বন্টন (%)

চলক	উপকারভোগী				মোট	
	নারী		পুরুষ			
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
বৈবাহিক অবস্থা						
বর্তমানে বিবাহিত	৩৫৬	৮৯.৯%	৭১৫	৮৮.৯%	১০৭১	৮৯.৩%
অবিবাহিত	৪	১.০%	৭০	৮.৭%	৭৪	৬.২%
তালাকপ্রাপ্ত	০	০.০%	৩	.৪%	৩	০.৩%
বিধবা/বিপত্নীক	৩২	৮.১%	১৬	২.০%	৪৮	৪.০%
পৃথক থাকা	৪	১.০%	০	০.০%	৪	০.৩%
মোট	৩৯৬	১০০.০%	৮০৪	১০০.০%	১২০০	১০০.০%

৩.১২.৫ পরিবারের প্রধান এর আয়ের তথ্য

সুফলভোগী পরিবারের প্রধানের আয়ের তথ্য লেখচিত্র ৩.৬ এ উল্লেখ করা হলো। লেখচিত্র এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সামগ্রিকভাবে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক (৪৯.১%) সুফলভোগী পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস হলো কৃষি। এদের মধ্যে নারীদের চেয়ে পুরুষের সংখ্যা বেশি যথাক্রমে ৪০.৬% ও ৫২.১%। অপরদিকে ১৫.২% সুফলভোগী পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস চাকুরি। এদের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়ের সংখ্যা সমান অর্থাৎ ১৫.২%। অপরদিকে প্রায় এক-দশমাংশ উত্তরদাতা পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস ক্ষুদ্র ব্যবসা। এদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা নারীদের সংখ্যার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ, অর্থাৎ পুরুষ ১২.৬% এবং নারী ৬.১%। সুফলভোগীদের মধ্যে দিন মজুরের সংখ্যা প্রায় এক-দশমাংশ (৯.৯%)। এ ছাড়া যে সকল উৎস থেকে সুফলভোগীদের পরিবারে আয় হয় তা'হলো, মাছ চাষ (৩.৪%), বাস/সিএনজি/অটো চালক (৪.২%), গ্রাম্য ডাক্তার/প্রবাসী/ মেম্বার/তাঁতী/টিউশনি (২.৩%), গরু পালন/মোটা-তাজাকরণ (০৮%), অবসরপ্রাপ্ত অফিসার/কর্মচারী (০.৭%), হাঁস মুরগী পালন (০.৫%) ইত্যাদি।

লেখ চিত্র ৩.৬: পরিবারের প্রধানের আয়ের উৎস (%)

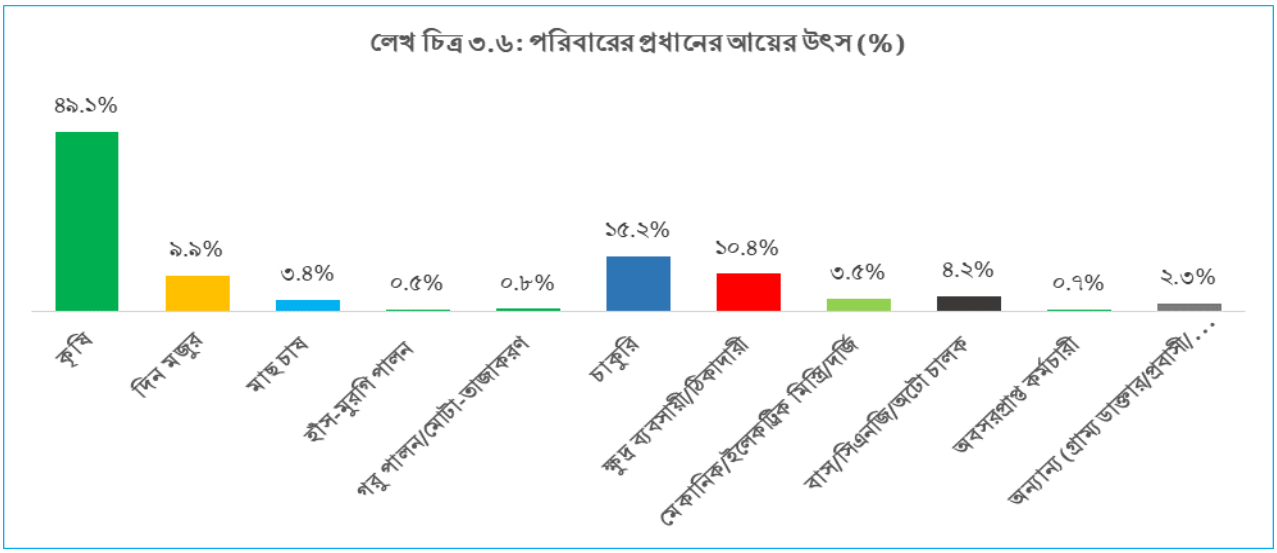

৩.১২.৬ বর্তমানে মাসিক আয় বিষয়ক তথ্য

লেখচিত্র ৩.৭ এ সুফলভোগীদের বর্তমান মাসিক আয় উল্লেখ করা হলো। লেখচিত্র এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে সুফলভোগী পরিবারের মাসিক গড় আয় ১৭,৯২৯.০০ টাকা, এদের মধ্যে নারী সুফলভোগীদের পরিবারের মাসিক গড় আয় ১৫,২৫৬.০০ টাকা এবং পুরুষ সুফলভোগীদের পরিবারের মাসিক গড় আয় ১৯,২৪৬.০০ টাকা। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (৩১.৬%) সুফলভোগীদের মাসিক আয় ১০,০০১ টাকা থেকে ১৫,০০০ টাকার। এদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা পুরুষদের সংখ্যার চেয়ে সামান্য কম, যেমন নারী ২৯.০% এবং পুরুষ ৩২,৮%। অপরদিকে প্রায় এক- চতুর্থাংশ (২৪.২%) সুফলভোগীদের মাসিক আয় ৫,০০১ টাকা হতে ১০,০০০ টাকা, এদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা পুরুষদের সংখ্যার চেয়ে প্রায় দেড়গুণ বেশি, যেমন-নারী ৩৩.৮% এবং পুরুষ ১৯.৪%। সবচেয়ে কম সংখ্যক (৩.৫%) সুফলভোগীদের মাসিক আয় ≥ ৫০০০ টাকা। সবচেয়ে বেশি মাসিক আয় করে এমন সুফলভোগীদের সংখ্যা ২০.৯% এবং এদের মাসিক আয় ২০,০০১ ≥ টাকা। এদের মধ্যে নারী ও পুরুষের শতকরা হার যথাক্রমে ১৫.৪% ও ২৩.৬%।

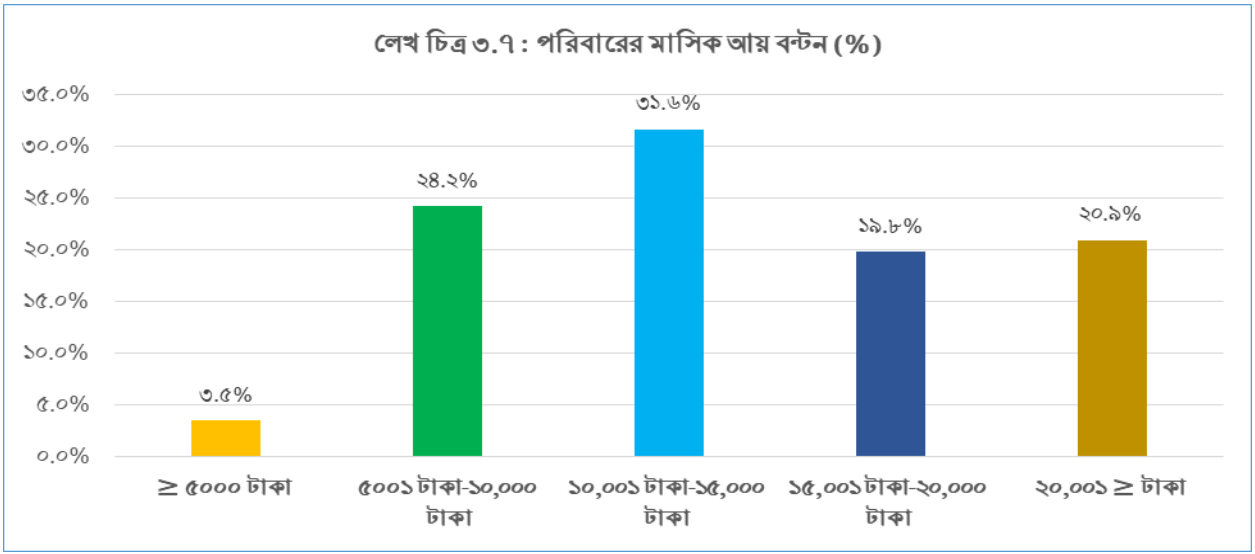

৩.১২.৭ প্রশিক্ষণ বিষয়ে তথ্য

প্রকল্প এলাকা থেকে মোট ১২০০ জন সুফলভোগীকে নির্বাচন করে জরিপের মাধ্যমে প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৭% পুরুষ ও ৩৩% নারী, সর্বোচ্চ ২৫% উত্তরদাতা ঢাকা বিভাগ থেকে জরিপে অংশগ্রহণ করেছেন, সর্বোচ্চ ৬৪% উত্তরদাতার বয়স ৪০ বছর ও তার বেশি, সর্বোচ্চ ৩০.৮% উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক স্তর (৬ষ্ঠ-দশম শ্রেণি) এবং সর্বোচ্চ ৬৫% উত্তরদাতার পরিবারের খানার আকার ৪-৬ জন।

উত্তদাতাদের মধ্যে যারা পুরুষ, ঢাকায় বসবাস করেন, যাদের বয়স ৩৩-৩৯ বছর, যারা শিক্ষিত নয় এবং যাদের খানার আকার ১-৩ জন; প্রকল্প এলাকার তাদের মধ্যে প্রশিক্ষণ না পাওয়ার হার বেশি। অপরদিকে যে সব নারী বরিশাল, সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলায় বসবাস করেন, যারা যুবতী/যুবক (২৬-৩২ বছর বয়স), যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক এবং খানার আকার ৭ জনের বেশি; প্রকল্প এলাকায় তাদের মধ্যে প্রশিক্ষণ পাওয়ার হার বেশি।

যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ (৫৬%) হাঁস-মুরগী পালনে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, ৫৫% প্রশিক্ষণ পেয়েছেন শাক-সবজী উৎপাদনে, ৪৮% পোকামাকড় দমনে, ৪০% গুর-ছাগলের চিকিৎসায়, এবং ৩৭% প্রশিক্ষণ পেয়েছেন হাঁস-মুরগী চিকিৎসায়।

লিঙ্গ বিবেচনায় নারী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সুফলভোগীদের মধ্যে হাঁস-মুরগী পালনে ও হাঁস-মুরগী চিকিৎসায় প্রশিক্ষণের হার পুরুষের থেকে বেশি। আবার পুরুষ সুফলভোগীদের মধ্যে শাক-সবজি উৎপাদন ও পোকামাকড় দমনে প্রশিক্ষণের হার নারীদের থেকে বেশি। এলাকা বিবেচনায় সিলেট নিবাসী প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে হাঁস-মুরগী পালন, শাক-সবজি

উৎপাদন, পোকামাকড় দমন ও গরু-ছাগল চিকিৎসায় প্রশিক্ষণের হার অন্যান্য বিভাগ থেকে বেশি কিন্তু ময়মনসিংহ নিবাসী প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে হাঁস-মুরগী চিকিৎসায় প্রশিক্ষণের হার অন্যান্য বিভাগ থেকে বেশি।

সারণী ৩.৯ সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণের উপর তথ্যের গণসংখ্যা সারণি ও শতকরা হার বিশ্লেষণ।

আর্থ-সামাজিক কারণসমূহ	সমীক্ষায় অংশগ্রহণ কারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন		হাঁস-মুরগী পালন	শাক-সবজী উৎপাদন	চিকিৎসা (হাঁস-মুরগী)	পোকা-মাকড় দমন	চিকিৎসা (গরু-ছাগল)
		না	হ্যাঁ					
লিঙ্গ								
নারী	৩৯৬(৩৩.০)	১৯৩ (৪৯)	২০৩ (৫১)	১৪৯ (৭৩)	৯৮ (৪৮)	৯১ (৪৫)	৬৫ (৩২)	৮৫ (৪২)
পুরুষ	৮০৪(৬৭.০)	৪৬৮ (৫৮)	৩৩৬ (৪২)	১৫১ (৪৯)	১৯৬ (৫৮)	১০৯ (৩২)	১৯১ (৫৭)	১৩০ (৩৯)
বিভাগ								
ঢাকা	৩০০ (২৫.০)	২১৬ (৭২)	৮৪ (২৮)	৪২ (৫০)	৩৯ (৪৬)	২৬ (৩১)	৪২ (৫০)	২৩ (২৭)
বরিশাল	১৫০ (১২.৫)	৪৬ (৩১)	১০৪ (৬৯)	৭১ (৬৮)	৫৯ (৫৭)	৪৭ (৪৫)	৫০ (৪৮)	৫২ (৫০)
খুলনা	১৫০ (১২.৫)	৯২ (৬১)	৫৮ (৩৯)	১৯ (৩৩)	২৯ (৫০)	১৫ (২৬)	২১ (৩৬)	১৯ (৩৩)
রাজশাহী	১৫০ (১২.৫)	১০৩ (৬৯)	৪৭ (৩১)	২৭ (৫৭)	২৪ (৫১)	১৬ (৩৪)	২৫ (৫৩)	৯ (১৯)
রংপুর	১৫০ (১২.৫)	৭২ (৪৮)	৭৮ (৫২)	৪৪ (৫৬)	২৮ (৩৬)	২৭ (৩৫)	২১ (২৭)	২৬ (৩৩)
সিলেট	৭৫ (৬.৩)	২৪ (৩২)	৫১ (৬৮)	৩৬ (৭১)	৪১ (৮০)	২৪ (৪৭)	৩৯ (৭৭)	৩৫ (৬৯)
চট্টগ্রাম	১৫০ (১২.৫)	৮৪ (৫৬)	৬৬ (৪৪)	২৬ (৩৯)	৩৭ (৫৬)	১৭ (২৬)	২৭ (৪১)	১৯ (২৯)
ময়মনসিংহ	৭৫ (৬.৩)	২৪ (৩২)	৫১ (৬৮)	৩৫ (৬৯)	৩৭ (৭৩)	২৮ (৫৫)	৩১ (৬১)	৩২ (৬৩)
বয়স ভিত্তিক বিভাজন								
১৯-২৫	৬৭ (৫.৬)	৪১ (৬১)	২৬ (৩৯)	১২ (৪৬)	৮ (৩১)	৭ (২৭)	৮ (৩১)	১২ (৪৬)
২৬-৩২	১৮০ (১৫.০)	৮৪ (৪৭)	৯৬ (৫৩)	৫৭ (৫৯)	৪৩ (৪৫)	৩৪ (৩৫)	৩৭ (৩৯)	৩২ (৩৩)
৩৩-৩৯	১৮৮ (১৫.৭)	১১০ (৫৯)	৭৮ (৪১)	৪৪ (৫৬)	৪৩ (৫৫)	৩৪ (৪৪)	৩৩ (৪২)	৩৫ (৪৫)
≥৪০	৭৬৫ (৬৩.৮)	৪২৬ (৫৬)	৩৩৯ (৪৪)	১৮৭ (৫৫)	২০০ (৫৯)	১২৫ (৩৭)	১৭৮ (৫৩)	১৩৬ (৪০)
শিক্ষা ভিত্তিক বিভাজন								
অশিক্ষিত	১৮৩ (১৫.৩)	১১৮ (৬৫)	৬৫ (৩৫)	৪৩ (৬৬)	২৭ (৪২)	৩৩ (৫১)	২৫ (৩৯)	২৮ (৪৩)
১ম-৫ম	৩২৬ (২৭.২)	১৯৭ (৬০)	১২৯ (৪০)	৬৪ (৫০)	৬৭ (৫২)	৫১ (৪০)	৫৬ (৪৩)	৫৮ (৪৫)
৬ষ্ঠ-১০ম	৩৬৯ (৩০.৮)	১৬৭ (৪৫)	২০২ (৫৫)	১৩২ (৬৫)	১২৫ (৬২)	৭৭ (৩৮)	৯৪ (৪৭)	৭০ (৩৫)
≥ উচ্চমাধ্যমিক	৩২২ (২৬.৮)	১৭৯ (৫৬)	১৪৩ (৪৪)	৬১ (৪৩)	৭৫ (৫২)	৩৯ (২৭)	৮১ (৫৭)	৫৯ (৪১)
পারিবারিক ধরন								
১-৩	২২৭ (১৮.৯)	১৩৬ (৬০)	৯১ (৪০)	৫৪ (৫৯)	৪৪ (৪৮)	৩৭ (৪১)	৪০ (৪৪)	৩৯ (৪৩)
৪-৬	৭৭৮ (৬৪.৮)	৪২২ (৫৪)	৩৫৬ (৪৬)	১৯৩ (৫৪)	১৭৯ (৫০)	১৩৬ (৩৮)	১৫৭ (৪৪)	১৩৫ (৩৮)
≥ ৭	১৯৫ (১৬.৩)	১০৩ (৫৩)	৯২ (৪৭)	৫৩ (৫৮)	৭১ (৭৭)	২৭ (২৯)	৫৯ (৬৪)	৪১ (৪৫)
মোট	১২০০	৬৬১ (৫৫)	৫৩৯ (৪৫)	৩০০ (৫৬)	২৯৪ (৫৫)	২০০ (৩৭)	২৫৬ (৪৮)	২১৫ (৪০)

(শতাংশ অনুসারে দেওয়া হয়েছে)

৩.১২.৮ প্রয়োজন অনুসারে প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ

যে সুফলভোগী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এই সকল প্রশিক্ষণসমূহ তাদের চাহিদা বা প্রয়োজন অনুযায়ী হয়েছে কি না এ বিষয়ে তথ্য সারণি ৩.৯ এ উল্লেখ করা হলো। সারণির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৩১.৫%) সুফলভোগী তাদের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পায়নি। যে সকল সুফলভোগী তাদের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পাননি, তারা যে সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন বলে মনে করেন তা'হলো, ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬৩.৫%, হস্তশিল্প ৪৮%, কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি ২৫.৩%, সেলাই ও দর্জি বিজ্ঞান ১৬.৫%, ব্লক বাটিক ৭.১% ইত্যাদি।

সারণি ৩.১০: চাহিদা/প্রয়োজন অনুসারে প্রশিক্ষণ (%) বন্টন (একাধিক উত্তর)

চলক	উপকারভোগী				মোট	
	নারী		পুরুষ			
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
প্রশিক্ষণ চাহিদা অনুসারে হয়েছে কি না						
হ্যাঁ	১৩১	৬৪.৫%	২৩৮	৭০.৮%	৩৬৯	৬৮.৫%
না	৭২	৩৫.৫%	৯৮	২৯.২%	১৭০	৩১.৫%
মোট	২০৩	১০০.০%	৩৩৬	১০০.০%	৫৩৯	১০০.০%
প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ						
ক্ষুদ্র ব্যবসা	৫৩	৭৩.৬%	৫৫	৫৬.১%	১০৮	৬৩.৫%
সেলাই/দর্জি বিজ্ঞান	১০	১৩.৯%	১৮	১৮.৪%	২৮	১৬.৫%
হস্ত শিল্প	২৬	৩৬.১%	৫৭	৫৮.২%	৮৩	৪৮.৮%
গাড়ী চালনা	-	-	২	২.০%	২	১.২%
কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি	২৪	৩৩.৩%	১৯	১৯.৪%	৪৩	২৫.৩%
ব্লক/বাটিক	১০	১৩.৯%	২	২.০%	১২	৭.১%
মোট						

৩.১২.৯ প্রশিক্ষণের ফলে উপকারসমূহ

প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে সুফলভোগীদের কী কী উপকার হয়েছে তা সারণি ৩.১১ এ উল্লেখ করা হলো। সামগ্রিকভাবে অর্ধেকের বেশি (৫৬.৬%) সুফলভোগী বাড়ীর আঙ্গিনায় সবজি চাষ করতে পারছে। প্রায় একই সংখ্যক সুফলভোগী আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগি পালন করছে। সবচেয়ে কমসংখ্যক (০.৪%) সুফলভোগী ব্যবসা করছে এবং একই সংখ্যক সুফলভোগী জৈবসার উৎপাদন করছে। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৩৮.০%) সুফলভোগী আধুনিক পদ্ধতিতে গরু-ছাগল পালন করছে।

সারণি ৩.১১: প্রশিক্ষণ পাওয়ার ফলে কী কী লাভ/উপকারসমূহ বন্টন (%) (একাধিক উত্তর)

চলক	উপকারভোগী				মোট	
	নারী		পুরুষ			
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
উপকারসমূহ						
আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগি পালন করতে পারছি	১৫০	৭৩.৯%	১৫২	৪৫.২%	৩০২	৫৬.০%
বাড়ীর আঙ্গিনায় সবজি চাষ করতে পারছি	১০২	৫০.২%	২০৩	৬০.৪%	৩০৫	৫৬.৬%
আধুনিক পদ্ধতিতে গরু-ছাগল পালন করতে পারছি	৬৫	৩২.০%	১৪০	৪১.৭%	২০৫	৩৮.০%
ভালো ভাবে ফসল চাষাবাদ ও কীটনাশক ব্যবহার করছি	০	০.০%	২১	৬.৩%	২১	৩.৯%
মৎস্য চাষ করছি	৪	২.০%	৩৬	১০.৭%	৪০	৭.৪%
পোকা মাকড় দমনের জন্য কীটনাশক ব্যবহার করছি	৪	২.০%	১২	৩.৬%	১৬	৩.০%
ব্যবসা করতে পারি	২	১.০%	০	০.০%	২	০.৪%
জৈব সার উৎপাদন	০	০.০%	২	.৬%	২	০.৪%
স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতন হয়েছে	৭	৩.৪%	৮	২.৪%	১৫	২.৮%
মোট						

৩.১২.১০ সরকারি সেবা পাবার বিষয়ে তথ্য

প্রায় অধিকাংশ (৮১%) সুফলভোগী মনে করেন সরকারি সেবার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এদের মধ্যে সর্বোচ্চ ময়মনসিংহ বিভাগে (৯৬%), যাদের বয়স ৪০ বছর এবং এর বেশি এবং যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম) এবং উচ্চমাধ্যমিক।

লিঙ্গ বিবেচনায় পুরুষের থেকে বেশি সংখ্যক নারীরা মনে করেন যোগাযোগ সুবিধা বেড়েছে এবং স্বাস্থ্য ও কৃষি সেবার সুযোগ বেড়েছে। অপরদিকে নারীদের থেকে বেশি হারে পুরুষ মনে করেন এনবিডি কর্মীদের ফলে সেবার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে যে সকল সুফলভোগী মনে করেন যোগাযোগ সুবিধা বেড়েছে, এদের সর্বোচ্চ ঢাকা জেলায় (৩৮%) এবং যাদের বয়স (২৬-৩২ বছর) এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা অশিক্ষিত ও ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি (৩২%)। যে সকল সুফলভোগী মনে করেন স্বাস্থ্য/কৃষি সেবা বৃদ্ধি পেয়েছে এদের সর্বোচ্চ সিলেট জেলায় (৫৬%) এবং যাদের বয়স (৩৩-৩৯ বছর) এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা (১ম-৫ম শ্রেণি) এবং (৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি) (৩৮%)। সরকারি বিভিন্ন অধিদপ্তরের কর্মীদের সেবা প্রদান সুযোগ বেড়েছে বলে যারা মনে করেন, এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রাজশাহী জেলায় (৫৭%), যাদের বয়স (১৯-২৫ বছর), এবং যারা অশিক্ষিত (৫০%)।

সারণি ৩.১২: সরকারি সেবা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির (%) বন্টন

	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সরকারি পরিষেবার সুযোগ বৃদ্ধি		সুযোগের প্রকার বেড়েছে		
	না	হ্যাঁ	যোগাযোগের সুবিধা	এনবিডি কর্মীদের	স্বাস্থ্য/কৃষি সেবা
লিঙ্গ					
মহিলা	৭৪(১৯)	৩২২(৮১)	৯৯(৩১)	১০০(৩১)	২১২(৩৮)
পুরুষ	১৪১(১৮)	৬৬৩(৮২)	১৪৬(২২)	২৯৯(৪৫)	১৯৫(২৯)
বিভাগ					
ঢাকা	৭৯(২৩)	২৩০(৭৭)	৪৭(২০)	১১৩(৪৯)	৬০(২৬)
বরিশাল	১১(৭)	১৩৯(৯৩)	৫৩(৩৮)	৩৯(২৮)	৫৭(৪১)
খুলনা	২৮(১৯)	১২২(৮১)	১৫(১২)	৪৯(৪০)	৩৬(৩০)
রাজশাহী	৩৬(২৪)	১১৪(৭৬)	৩৮(৩৩)	৬৫(৫৭)	১৮(১৬)
রংপুর	৩১(২১)	১১৯(৭৯)	৪২(৩৫)	৪৬(৩৯)	৪১(৩৫)
সিলেট	৫(৭)	৭০(৯৩)	১৫(২১)	১৩(১৯)	৩৯(৫৬)
চট্টগ্রাম	৩১(২১)	১১৯(৭৯)	১৫(৩১)	৫৭(৪৮)	২৮(২৪)
ময়মনসিংহ	৩(৪)	৭২(৯৬)	২০(২৮)	১৭(২৪)	৩৭(৫১)
বয়স					
১৯-২৫	১৩(১৯)	৫৪(৮১)	১৬(৩০)	২৯(৫৪)	৬(১১)
২৬-৩২	৩৬(২০)	১৪৪(৮০)	৫০(৩৫)	৪৯(৩৪)	৪৬(৩২)
৩৩-৩৯	৩৬(১৯)	১৫২(৮১)	৩৯(২৬)	৫৭(৩৮)	৫৩(৩৫)
>৪০	১৩০(১৭)	৬৩৫(৮৩)	১৪০(২২)	২৬৪(৪২)	২১১(৩৩)
শিক্ষা					
অশিক্ষিত	৪৮(২৬)	১৩৫(৭৪)	৪৩(৩২)	৬৭(৫০)	৩৪(২৫)
১ম-৫ম	৬৬(২০)	২৬০(৮০)	৩৮(১৫)	৯৭(৩৭)	৯৯(৩৮)
৬ষ্ঠ-১০ম	৫৪(১৫)	৩১৫(৮৫)	১০২(৩২)	১০৭(৩৪)	১১৮(৩৮)
>উচ্চমাধ্যমিক	৪৭(১৫)	২৭৫(৮৫)	৬২(২৩)	১২৮(৪৭)	৬৫(২৪)

৩.১২.১২ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণের ফলে উপকারসমূহ

ক্ষুদ্র অবকাঠামোর নির্মাণের ফলে এলাকাবাসীর যে সকল উপকার হয়েছে তা সারণি ৩.১৩ উল্লেখ করা হলো। তথ্য থেকে দেখা যায় যে, প্রায় সকল সুফলভোগী (৯৯.৮%) বলেছেন যে তাদের এলাকাতে ক্ষুদ্র অবকাঠামোর কাজ হয়েছে। সামগ্রিকভাবে সবচেয়ে বেশি (৫৫.৩%) সুফলভোগী জানিয়েছেন যে ক্ষুদ্র অবকাঠামোর নির্মাণের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। অপরদিকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (১৬.৬%) সুফলভোগী বলেছেন যে ক্ষুদ্র অবকাঠামোর নির্মাণের ফলে গ্রামের শিক্ষার্থীরা সহজে স্কুল ও কলেজে সহজে যাতায়াত করতে পারছে। প্রায় এক-দশমাংশ বেশি (১২.৯%) সুফলভোগী বলেছেন যে বিশুদ্ধ পানির সুবিধা বেড়েছে। অপরদিকে, প্রায় এক-দশমাংশ (১১.১%) সুফলভোগীদের মতে কৃষকরা সহজেই জমি থেকে ফসল সংগ্রহ ও বাজারজাত করতে পারছেন। এছাড়া যে সকল বিষয়সমূহ তারা উল্লেখ করেছেন তা হলো, পাকা শৌচাগার নির্মাণের কারণে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত হয়েছে ৫.৬%, কালভার্ট নির্মাণের ফলে ফসলি জমির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নত হয়েছে ৪.৭%, রাস্তার পাশে গাইডওয়াল থাকার ফলে রাস্তা ভেঙ্গে যায় না ৩.৩% ইত্যাদি।

সারণি ৩.১৩: ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণের ফলে উপকারসমূহ বন্টন (%)

বিভাগ	উপকারভোগী				মোট	
	নারী		পুরুষ			
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
ক্ষুদ্র অবকাঠামোর কাজ						
হ্যাঁ	৩৯৬	১০০.০%	৮০২	৯৯.৮%	১১৯৮	৯৯.৮%
না	০	০.০%	২	০.২%	২	০.২%
মোট	৩৯৬	১০০.০%	৮০৪	১০০.০%	১২০০	১০০.০%
ক্ষুদ্র অবকাঠামোর ফলে উপকারসমূহ						
সেখানে ওযু ও টয়লেট সুবিধা রয়েছে	৬	১.৫%	৪৪	৫.৫%	৫০	৪.২%
স্নানের/গোসলের সুযোগ রয়েছে	০	০.০%	৬	.৭%	৬	.৫%
বিশুদ্ধ পানির সুবিধা রয়েছে	৭০	১৭.৭%	৮৪	১০.৫%	১৫৪	১২.৯%
পাকা শৌচাগারের কারণে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত হয়েছে	১৫	৩.৮%	৫২	৬.৫%	৬৭	৫.৬%
রাস্তার পাশে দেয়াল থাকার ফলে রাস্তাটি ভেঙ্গে যায় না	৪	১.০%	৩৫	৪.৪%	৩৯	৩.৩%
যোগাযোগের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়ে ব্যয় ও হ্রাস পেয়েছে	২৫৫	৬৪.৪%	৪০৮	৫০.৯%	৬৬৩	৫৫.৩%
স্কুল ও কলেজে উপস্থিতির হার বেড়েছে	৮২	২০.৭%	১১৭	১৪.৬%	১৯৯	১৬.৬%
সময়মতো সেচের কারণে শস্য উৎপাদন বেড়েছে	১২	৩.০%	৩২	৪.০%	৪৪	৩.৭%
আয় বেড়েছে	০	০.০%	৬	.৭%	৬	.৫%
সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হয়েছে, রোগ ব্যাধি কমেছে	১০	২.৫%	২৪	৩.০%	৩৪	২.৮%
কৃষকরা সহজেই ফসল সংগ্রহ ও বাজারজাত করতে পারেন	৩৪	৮.৬%	৯৯	১২.৩%	১৩৩	১১.১%
ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদযাপনের সুবিধা হয়েছে	০	০.০%	৪৪	৫.৫%	৪৪	৩.৭%
গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে	২	.৫%	৪০	৫.০%	৪২	৩.৫%
কালভার্ট নির্মাণের ফলে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে	২৬	৬.৬%	৩০	৩.৭%	৫৬	৪.৭%
মোট						

৪.১ সবলতা-দুর্বলতা এবং সুযোগ-ঝুঁকি বিশ্লেষণ

সবলতা-দুর্বলতা, সুযোগ-ঝুঁকি বিশ্লেষণ একটি কৌশলভিত্তিক আধুনিক পন্থা যা' চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। কোন প্রকল্পের সবলতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি চিহ্নিত করার মাধ্যমে বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক করা হয়। এটি প্রকল্প মূল্যায়নকে অধিকতর অর্থবহ করে তোলে এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয় প্রায়োগিক পরামর্শ/দিকনির্দেশনা প্রদান এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে।

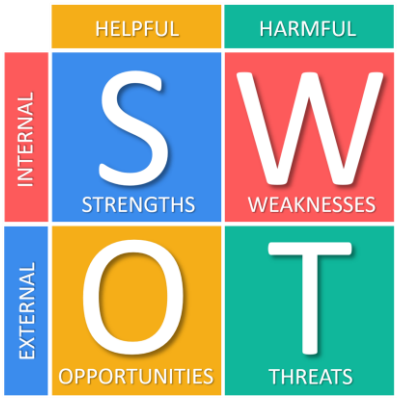

পিআরডিপি-৩ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের বাস্তবায়নকালে সবলদিক, দুর্বলদিক, ঝুঁকি ও সুযোগসমূহ কী কী ছিল তা আলোচনা করা হলো।

প্রকল্প কর্মকর্তা, গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (ভিডিসি) ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির (ইউসিসিএম) সদস্যবৃন্দের সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা (এফজিডি), প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ও ইউনিয়ন চেকলিস্টের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ইউনিয়নভিত্তিক কার্যক্রমের সংগৃহীত তথ্য, এবং প্রকল্পের বিভিন্ন নথিপত্র, মূল্যায়ন রিপোর্ট ইত্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪.২ প্রকল্পের সবল দিকসমূহ

১। রাস্তা, ব্রিজ, সাঁকো, কালভার্ট ইত্যাদি ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীরা স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় যাতায়াত করতে পারছে। অন্যদিকে কৃষক জমির ফসল সহজে বাড়ী আনতে পারছে এবং পরবর্তীতে বাজারে বিক্রি করতে পারছে।

২। নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে সুপেয় পানি পাওয়ার সুবিধা বেড়েছে। যে বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে সেই বাড়ীসহ কাছের অন্যান্য বাড়ীর মানুষেরাও এই পানি ব্যবহার করছে। এছাড়া প্রয়োজনে জমিতে যে সকল লোক কাজ করে তারাও এই টিউবওয়েল থেকে পানি পান করে থাকেন।

৩। সেনিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণের ফলে পয়:নিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন হয়েছে। বর্তমানে বাড়ীয় আঙ্গিনায় মলমূত্র ফেলা হয় না। এর ফলে বিভিন্ন প্রকার পানিবাহিত রোগ যেমন-টাইফয়েট, আমাশয়, জন্ডিস ইত্যাদি কম হচ্ছে।

৪। যে সকল এলাকায় কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে সেই সকল এলাকার ফসলি জমির জলাবদ্ধতা নিরসন হয়েছে। এর ফলে ফসলি জমিতে চাষাবাদের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ এলাকাবাসী সুবিধামত ফসলি জমিতে সহজে চাষাবাদ করতে পারছে।

৫। যে সকল সুফলভোগী সচেতনতামূলক সেশনের অংশগ্রহণ করেছেন তারা বিভিন্ন বিষয়ে জানতে পেরেছেন যেমন: বাল্যবিবাহ ও এর কুফল, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি এবং এর উপকারসমূহ, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, করোনা ইত্যাদি।

৬। প্রকল্প এলাকায় সুফলভোগীরা কৃষি, পশুপালন ও মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এই সকল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার ফলে সুফলভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে সুফলভোগীরা আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি, পশুপালন ও মৎস্য চাষ করতে পারছে।

৭। প্রকল্পের একটি অন্যতম কাজ হলো নিয়মিত গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সভা (ভিডিসিএম) করা। ভিডিসিএম এর মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং এর সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে বের করা। ফলে একদিকে যেমন জন-অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়, অপরদিকে এলাকায় নেতৃত্ব তৈরি হয়।

৮। ইউসিসি'র সভায় ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যগণ এবং ইউনিয়নের কৃষি, স্বাস্থ্য, মৎস্য, পরিবার পরিকল্পনা, প্রাণিসম্পদ বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের সেবা প্রদানকারীরা উপস্থিত থাকায় ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি সমন্বয়ের প্লাটফর্ম তৈরি হয়। এর ফলে গ্রামের মানুষের চাহিদা অনুযায়ী সরকারি সেবা প্রদানের পরিকল্পনা করা এবং সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

৯। লিংক মডেল পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়েছে।

১০। প্রকল্প এলাকায় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে স্কীম নির্ধারণ, বাস্তবায়ন, মনিটরিং, বাস্তবায়নের জন্য গ্রামবাসীর অংশ প্রদান ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হয়েছে।

৪.৩ প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ

১। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কাজ ইউনিয়ন পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ডিপিপিতে ৬০০ জন ইউডিও সংস্থান রাখা হয়। বর্তমানে মাত্র ৬৪ জন ইউডিও প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্প কাজের জন্য ইউডিও নিয়োগের করা সম্ভব হয় নাই।

২। ইউনিয়ন ডেভেলপমেন্ট অফিসারগণকে অতিরিক্ত কর্ম এলাকায় দায়িত্ব প্রদান, যেমন: একজন ইউডিও চারটি (৪) উপজেলা, ৮টি ইউনিয়নের ৮টি ইউসিসিএম এবং ৯০টি ভিডিসিএম। এই পরিমাণ কর্ম এলাকায় মোট ৪ জন ইউনিয়ন ডেভেলপমেন্ট অফিসারদের প্রয়োজন, কিন্তু বর্তমানে কাজ করছে মাত্র একজন ইউডিও।

৩। প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) অনুসারে "ইউপি'র টাকা প্রাপ্তি ও এসআইটি'র সভাপতিকে হস্তান্তর বিষয়ে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। ভিডিসি সেক্রেটারি ও এসআইটি সভাপতি রেজিস্টারে স্বাক্ষর করবেন"। কোথাও কোথাও এর ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

৪। স্কীম নির্বাচনের ক্ষেত্রে মূলত গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন সচিব ও গ্রামের বিত্তবানদের প্রভাব রয়েছে।

৫। প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তদারকি/সুপারভিশন/মনিটরিং অভাব রয়েছে । কোন কোন স্কীমের ক্ষেত্রে ইউআরডিও ও এইউআরডিও প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করলেও এর লিখিত প্রতিবেদন সরবরাহ করতে পারেননি।

৬। ইউপিসমূহ সব সময় হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করেন না। নির্বাচনের পর প্রথম ২ বছর হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করেন, পরে আর আদায় করেন না। কারণ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আগামী নির্বাচনে ভোটের বিষয়ে চিন্তা করে জনগণের নিকট থেকে ট্যাক্স আদায় করেন না। ফলে ইউপি'র ৫% এবং জনগণের (১৫%) অংশ সব সময় দেয়া হয় না।

৭। গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন করার ক্ষেত্রে প্রকল্পের নীতিমালা যথাযথ অনুসরণ করা হয়না। কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন করার সময় চেয়ারম্যান, মেম্বার ও গ্রামের বিত্তবানদের প্রভাব বিদ্যমান।

৮। প্রকল্প প্রণয়নে এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করার অভাব রয়েছে। যেমন খালের মধ্যে ল্যাট্রিনের সেফটিট্যাংক তৈরি করা হয়েছে। আবার, ল্যাট্রিনের পাশেই টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে ফলে টিউবওয়েলের পানি সহজেই সংক্রমিত হতে পারে।

৪.৪ প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ

১। জনবলের অভাব/জনবলের স্বল্পতা। প্রয়োজনীয় জনবল না থাকলে একদিকে যেমন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব নয় অন্যদিকে মাঠ পর্যায়ে স্কীমের তদারকি করা সম্ভব হয় না। ফলে যথাযথ পদ্ধতিতে কাজ করা সম্ভব হয় না। আবার কাজের গুণগত মানও সঠিকভাবে বজায় রাখা সম্ভব হয় না। ফলে কাজের স্থায়িত্ব কম হয়।

২। এই প্রকল্পের মূল বিষয় হচ্ছে গ্রামের সাধারণ জনগণ প্রয়োজন অনুযায়ী তারা স্কীম নির্বাচন করবেন। ফলে স্কীমসমূহের ক্ষেত্রে তাদের চাহিদার প্রতিফলন হবে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ থাকার কারণে চাহিদার প্রতিফলন কম হচ্ছে।

৪.৫ প্রকল্পের সুযোগসমূহ

১। প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ। প্রকল্প নির্বাচন, বাস্তবায়ন, তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এলাকাবাসী পালন করে থাকেন। এই প্রকল্পের জন্য এটা একটা বড় সুযোগ যে গ্রামের সাধারণ মানুষকে এই প্রকল্প সম্পৃক্ত করতে পেরেছে এবং জনগণও স্ব-উদ্যোগে টাকা বা শ্রম দিয়ে সহযোগীতা করে থাকেন।

২। প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন: বাংলাদেশের উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কাজ করে থাকেন। এই সকল বিভাগ সকলেই স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কোন কোন এক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে কোন সেবা দেয়ার লক্ষ্য করা যায়নি। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটি এই সকল বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এলাকাবাসীর চাহিদা অনুসারে সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারছে।

৫.১.১ প্রকল্প বাস্তবায়নকাল

মূল ডিপিপি অনুসারে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল ছিল জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০২০। পরবর্তীতে ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে এর বাস্তবায়ন কাল জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০২২ সাল পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে বাস্তবায়ন কাল ২ বছর বৃদ্ধি করা হয়।

৫.১.২ প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয়

মূল ডিপিপিতে প্রকল্পের জন্য মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ২৩১৬৭.১৫ লক্ষ টাকা। ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ২৭৯৯০.৭৭ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৮২৩.৬২ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ ২০.৮২%।

৫.১.৩ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি

মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ভিডিসি গঠনের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জিত হয়েছে। তবে ভিডিসি সভা করা হয়েছে ৬৪%। অপরদিকে, ইউসিসি গঠনের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জিত হয়েছে। এই সকল কমিটির সাথে ৬২% সভা করা হয়েছে। এছাড়া, সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন হয়েছে ৫৬%। স্কীম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অর্জন হয়েছে ৬৬%।

৫.১.৪ আর্থিক অগ্রগতির চিত্র

প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৬৩৩.৪৭ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৩৬৩৯.৫০ লক্ষ টাকা। সামগ্রিক ভাবে ব্যয়ের অগ্রগতির হয়েছে ৫৭.৭%। এদের মধ্যে মূলধনী খাতের অগ্রগতি ৫৯.৫৮% এবং রাজস্ব খাতের অগ্রগতি ৪৮.২৬%।

৫.১.৫ ব্যয়ের অগ্রগতি কম হওয়ার কারণসমূহ

প্রকল্পের জন্য ৬০০ জন ইউডিও নিয়োগ না করার জন্য এদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট খরচ সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া টাঙ্গাইলস্থ ট্রেনিং সেন্টারের ভার্টিক্যাল এক্সটেনশনের জন্য ১৯২.৬৮ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছিল, কিন্তু গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রকৌশলীদের পরামর্শক্রমে নির্মাণ কাজ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফলে প্রকল্পের ব্যয়ের অগ্রগতি কম হয়েছে।

৫.২ নিয়োগ সংক্রান্ত

প্রকল্পের জন্য জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৪ বছরের চেয়ে বেশি সময় পূর্বে। জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত কোন জনবল নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি কম হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্পের মেয়াদ বাকি আছে মাত্র এক বছর। সুতরাং প্রকল্পের মেয়াদ বিবেচনা করে নিয়োগ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৫.৩ অডিট বিষয়

প্রকল্পটি বাস্তবায়নকাল ইতোমধ্যে ৬ বছর অতিবাহিত হয়েছে। এই ৬ বছরের মধ্যে ১ বার মাত্র অডিট করা হয়েছে। এই অডিট প্রতিবেদনে মোট তিনটি বিষয়ে অডিট আপত্তি দেয়া হয়েছে এবং এর সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ যথাক্রমে: ৫,৫৯৫,৯৮১/- টাকা, ১০১৮৬৯/-দন্ডসুদ ১৮,৩৩৬/- মোট ১২০,২০৫/- টাকা এবং ৪,৬৮৫,৩৮১/- টাকা, অর্থাৎ সর্বমোট ১০.৪০১৫৬৭.০০ টাকা। এর মধ্যে ১০৩৭৯২৯৮.০০ টাকা ব্রড সিটের মাধ্যমে জমা দিয়ে চালান প্রেরণ করা হয়েছে, বাকী ২২,২৬৯/- টাকার আপত্তি এখনো নিষ্পত্তি করা হয়নি। তবে নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া চলমান।

৫.৪ মোটরবাইক ব্যবস্থাপনা

প্রকল্প বাস্তবায়নে যে সকল মোটর বাইক ব্যবহার করা হচ্ছে তার ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণে কিছু ত্রুটি বিদ্যমান। কোন কোন ইউডিও একাধিক মোটর বাইক ব্যবহার করেন এমন দেখা গেছে। তবে ইউডিওদের অনুপস্থিতিতে এই সকল বাইক বিআরডিবি এর কাজে ব্যবহার করা হয়। অপরদিকে রক্ষণাবেক্ষণে অভাবে কিছু কিছু মোটর বাইক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যদিও মোটর বাইক ২০১৭-২০১৮ সালে ক্রয় করা হয়েছে তবে এর চলতি বছরে এর রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। পূর্বে যে সকল বাইকের রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে তাদের অনেকের রেজিস্ট্রেশন হাল নাগাদ করা হয়নি। তবে নিয়মিত হালনাগাদ করা প্রয়োজন।

৫.৫.১ গ্রাম উন্নয়ন কমিটি ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা

ইউসিসিএমএ হলো একটি মিনি পার্লামেন্ট। এখানে সরকারি বিভাগের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়। ফলে উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনঅংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ইউসিসিএম তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোন কোন স্থানে কোভিড -১৯ প্রাদুর্ভাব এবং জনবল স্বল্পতার জন্য ইউসিসিএম নিয়মিত অনুষ্ঠিত না হওয়ায় জনগণ সরকারি সেবা থেকে কিছুটা বঞ্চিত হচ্ছে। ইউসিসিএম এর রেজিস্টারে সভার প্রতিবেদন যথাযথ লিপিবদ্ধ করা হয় না।

৫.৫.২ প্রকল্পের ব্যয়ভার বহন

প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিটি ইউপি স্কীমের মোট ব্যয়ের ৫% বহন করবে। যে সকল ইউনিয়ন পরিষদ সচ্ছল তারা ইউপির অংশ নীতিমালা অনুযায়ী পরিশোধ করে। যে সকল ইউপি আর্থিকভাবে সচ্ছল নয় সেই সকল ইউপি'র ৫% ব্যয় বহন করে না। অপরদিকে, গ্রামবাসী স্কীমের মোট ব্যয়ের ১৫% বহন করে তবে কোথাও কোথাও এর ব্যত্যয় দেখা গেছে। এক্ষেত্রে ইউপি চেয়ারম্যানদের নিয়ে একদিনের সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা প্রয়োজন।

৫.৫.৩ স্কীম নির্ধারণ

প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্প নির্বাচন/বাছাই ও বাস্তবায়ন গ্রাম উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে হয়ে থাকে। প্রায় ক্ষেত্রে স্কীম নির্বাচন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। অপরদিকে কোন কোন ক্ষেত্রে স্কীম নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সচিব, ইউপি সদস্য এবং স্থানীয় নেতা/প্রভাবশালীদের নির্দেশনা ও ইচ্ছায় বাস্তবায়ন করা হয়।

৫.৬ ইউডিওদের অতিরিক্ত দায়িত্ব

ইউনিয়ন ডেভেলপমেন্ট অফিসারদের অতিরিক্ত কর্ম এলাকায় দায়িত্ব প্রদান, যেমন: একজন ইউডিও পাঁচটি (৫) উপজেলা, ৯টি ইউনিয়নের ৯টি ইউসিসি এবং ১০৮টি ভিডিসির দায়িত্ব পালন করছেন। এই পরিমাণ কর্ম এলাকায় মোট ৯ জন ইউনিয়ন ডেভেলপমেন্ট অফিসারদের প্রয়োজন কিন্তু কাজ করছে মাত্র একজন ইউডিও। ফলে প্রকল্পের কাজ যথাযথ ভাবে পরিবীক্ষণ ও তদারকি করা সম্ভব হচ্ছে না এবং কাজের গুনগত মানে ঘাটতি দেখা গেছে। জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া সমপন্ন হলে চলমান সমস্যা সমাধান সম্ভব হবে।

৫.৭ প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

প্রকল্প নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্দেশনা থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এর ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে বাস্তবায়ন নীতিমালা যথাযথ অনুসরণ করা প্রয়োজন।

৫.৮.১ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সাথে সমন্বয়ের অভাব

প্রকল্পের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, হরাইজেন্টাল ও ভার্টিক্যাল লিংকেজ স্থাপন। হরাইজেন্টাল লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী এলাকা থেকে উপজেলায় পর্যায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। ভার্টিক্যাল লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে সরকারি সেবা ও সুবিধা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো। এ ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলেও সরকারি সেবা

পাবার ক্ষেত্রে ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। কোন কোন এলাকায় সরকারি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সরকারি সেবা জনগণের চহিদা অনুসারে দেয়া হয়। আবার কোন কোন এলাকাতে সমন্বয়ের অভাব এবং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৫.৮.২ কাজের গুণগতমান

সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল স্কীম বাস্তবায়ন করা হয় তা হলো, ইটের সলিং, টিউবওয়েল স্থাপন, ল্যাট্রিন, প্যালাসাইটিং নির্মাণ, পাইপ কালভার্ট নির্মাণ। এই সকল কাজের ক্ষেত্রে বালু, ইট, সিমেন্ট এবং খোয়ার গুণগত মান কোন কোন ক্ষেত্রে ভালো আবার কোন কোন স্থানে স্কীমে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের গুণগত মান ঠিকমত রক্ষা করা সম্ভব হয় না।

৫.৮.৩ নিবিড় পরিবীক্ষণ ও তদারকি

প্রকল্পের নীতিমালা অনুসারে স্কীম নির্ধারণ থেকে শুরু করে স্কীমের কাজ সমাপ্তি পর্যন্ত ইউডিওদের কে ইউআরডিও নিবিড় পরিবীক্ষণ ও তদারকি করবে। অপরদিকে এআরডিও এই কাজে ইউডিওদের সহযোগিতা করবে। এ সকল কাজের জন্য প্রকল্প থেকে তাদের একটা মাসিক ভাতার ব্যবস্থা আছে। ইউআরডিও এবং এআরডিও স্কীম পরিদর্শন করলেও কিছু ক্ষেত্রে লিখিত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

৫.৯ ক্রয় কার্যক্রম

জিপ গাড়ী: প্রকল্প কাজের জন্য একটি মোটর যান (প্যাজেরো জীপ) 'প্রগতি' থেকে সরকারি ক্রয় বিধি ২০০৮ পালন করা হয়েছে। একই ভাবে, প্রকল্পের জন্য ৩১০ টি মোটর বাইক এটলাস বাংলাদেশ থেকে ওটিএম পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও সরকারি ক্রয় বিধি ২০০৮ পালন করা হয়েছে।

কম্পিউটার ও এসি ক্রয়: ডিপিপি অনুসারে মোট ২১০ টি কম্পিউটার ও প্রিন্টার ক্রয়ের সংস্থান রাখা হয়। ক্রয় পদ্ধতি ছিল ওটিএম/ডিটিএম/আরএফকিউ ইত্যাদি। এই সকল কম্পিউটার ক্রয়ের ক্ষেত্রে একটি প্যাকেজ ভেঙ্গে মোট ২১০ টি প্যাকেজ করা হয়। অপরদিকে প্রকল্প কার্যালয় থেকে কম্পিউটার ও প্রিন্টারের ক্রয়ের জন্য যে স্পেসিফিকেশন তৈরি করা হয় এবং সে অনুযায়ী কম্পিউটার ক্রয় করা হয়।

৫.১০ প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ/ব্যবস্থাপনা

প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) অনুসারে (স্কীম রক্ষণাবেক্ষণ ক্রমিক নং-১২) "সময় সময় প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ ভিডিসি নিজস্ব উদ্যোগে গ্রহণ করবে যাতে করে বাস্তবায়িত স্কীম/কাজের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে ইউডিও যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে"। বিভিন্ন প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায় কোন কোন স্থানে ভিডিসি ও এলাকাবাসী যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করছে। আবার কোন কোন এলাকায় ভিডিসি ও এলাকাবাসী রক্ষণাবেক্ষণ করছে না এমন দেখা গেছে। ফলে কোন কোন স্কীম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভিডিসি সভায় এ বিষয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্কীমসূহ টেকসই করনের লক্ষে সুফলভোগীদেরকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উৎসাহিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রকল্প কার্যালয় থেকে নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও তদারকি করতে হবে।

৫.১১ স্কীমসমূহের তথ্য বোর্ড ও নাম ফলক স্থাপন

বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুসারে স্কীমসমূহ বাস্তবায়নের পূর্বে স্কীমসমূহের তথ্য সম্মিলিত একটি তথ্য বোর্ড স্থাপন করতে হবে। স্কীম বাস্তবায়ন টিম স্কীম বাস্তবায়নের সকল দায়িত্ব পালন করবে এবং টাকার হিসাব রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবে এবং সভাপতি ও সেক্রেটারী হিসাব বহিতে সই করবে। স্কীম বাস্তবায়ন সমাপ্ত হলে নাম ফলক লাগাবে। উপরোক্ত বিষয়সমূহ সঠিকভাবে মানা হচ্ছে না। যেমন: তথ্য বোর্ড দেখা যায়নি, অনেক স্কীম বাস্তবায়ন টিম তাদের কাজ সম্পর্কে জানে না, সভাপতি একাই সব কাজ করেন। বিভিন্ন স্থানে সরেজমিনে পরিদর্শন ও বিলভাউচার নিরীক্ষা করে দেখা গেছে কোন কোন ক্ষেত্রে নাম ফলক না লাগিয়ে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

১। প্রকল্প বাস্তবায়নকাল ইতোমধ্যে ৬ বছর অতিবাহিত হয়েছে অবশিষ্ট আছে ১ বছর। এই সময়ে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৭.৭%। অবশিষ্ট কাজ পরিকল্পিত ভাবে সমাপ্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২। প্রকল্পের জনবল নিয়োগ করার বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল বিবেচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩। স্কীম/কাজের স্থায়িত্ব রক্ষার্থে ও সুফল ধরে রাখার জন্য এর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৪। প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং ও সুপারভিশন করার জন্য জুন ২০২১ এর মধ্যে প্রকল্প পরিচালকের নেতৃত্বে একটি মনিটরিং গাইডলাইন তৈরি করে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৫। সরকারি পরিপত্র জারির মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন বিভাগ/এনবিডি ও এনজিওদের মধ্যে সমন্বয় করা প্রয়োজন। স্কীমের গুণগত মান ও স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬। প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকার চেয়ারম্যান ও অন্যান্য অংশীজনের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা বিষয়ে কমপক্ষে ১ দিনের সচেতনতামূলক কর্মশালা করা প্রয়োজন। ফলে একদিকে যেমন হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় হবে, অপরদিকে স্কীম নির্ধারণে ক্ষেত্রে প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ কমবে এবং স্কীম বাস্তবায়নে ইউপির অংশ (৫%) নিশ্চিত হবে।

৭। স্কীম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইউপি'র ৫% টাকা, গ্রামবাসীর ১৫% টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে উদ্দোগ গ্রহণ করতে হবে। আদায়কৃত টাকা হিসাব বহিতে যথাযথভাবে সংগ্রহ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৮। প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুযায়ী প্রকৃত সুফলভোগীদের চিহ্নিত করে স্কীম নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্দোগ গ্রহণ করতে হবে।

৯। নারী ইউডিওদের জন্য নারী বান্ধব মোটর বাইকের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

১০। স্কীম নির্ধারণ, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) যেন সুনির্দিষ্টভাবে অনুসরণ করা হয় সে বিষয়ে প্রকল্প কার্যালয় হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১১। তথ্য বোর্ড ও নামফলক স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রকল্পের বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। যে সকল স্কীম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যত্যয় হয়েছে তা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২। স্কীমের ধরন বিবেচনা করে প্রতিটি স্কীমের জন্য ১০০০০০.০০ টাকা থেকে ১৫০,০০০.০০ টাকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১৩। বিধি অনুযায়ী নিয়মিত অডিট এর ব্যবস্থা করা, এবং অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উপসংহার

সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটি পল্লী গ্রামের সাধারণ মানুষের যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থাকে সহজ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। গ্রাম, ইউনিয়ন এবং উপজেলার মধ্যে সংযোগ তৈরি করতে এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। অপরদিকে সরকারি বিভিন্ন বিভাগসমূহের কাজের সমন্বয়ের ফলে পল্লী এলাকার মানুষের সরকারি সেবা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে Vertical Linkage এবং সেবার ক্ষেত্রে Horizontal Linkage তৈরি হচ্ছে। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফল পেতে হলে গবেষণায় চিহ্নিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা জরুরি।

REFERRANCES

Afsar, R. (1999), "The State of Urban Governance and People's Participation in Bangladesh*,"* The Journal of Local Government, Vol. 28, No. 2. July-December 1999, NILG, Dhaka.

Ali, S. M, Rahman, M.S and Das, K.M (1983), *"Decentralization and Peoples Participation in Bangladesh",* National Institute of Public Administration, Dhaka.

Aminuzzaman, S.M. (2008), "Governance and Politics: Study on the Interface of Union Parishad, NGO and Local Actors", Dhaka: Institute for Environment & Development (IED).

Hossain, M. *et al.* (1978), *Participatory Development Efforts in Bangladesh: A Case Study of Experiences in the Three Areas*, Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS), Dhaka

Khan, M.M. (2009), *Decentralization in Bangladesh: Myth or Reality*, A H Development Publishing House, Dhaka.

Nazneen, D.R.Z.A. (2004), "Popular Participation in Local Administration: A Case Study of Bangladesh", Gyan Bitarani, Dhaka.

NILG (2003), *Union Parishad Training Manual*, Dhaka: National Institute of Local Government.

Parameswaran, M. P. (2012), "Studies in Local-Level Development-2 Empowering People: Insights from a Local Experiment in Participatory Planning – December 21, 2012".

Sadiullah, Khan. (2006),*Local Government and Participatory Rural Development*, Gomal University.

Shrimpton, R. (1989), "Community participation, growth monitoring, and malnutrition in the third world*,"* Human Ecology Forum, Vol. 17.

Siddiquee, M. N.A (1995), "Problem's of People's Participation at the Grassroots: Decentralized Local Government in Perspective," Journal of Administration and Diplomacy Vol-3, No.-1 & 2, Jan-Dec, 1995.

Stohr, W. B. and Frases-Taylor, D.R. eds. (1981), *Development from Above or Below? The Dialectics of Regional Planning in Developing Countries*, Chichester: Wiley.

Stone, L. (1989), "Cultural cross-roads of community participation in development: a casefrom Nepal", Human Organisation, Vol.48. No.3.

Sultana, S. (2019), "Role of Link Model on Sustainable Rural Development in Bangladesh", Unpublished PhD Thesis, Department of Government and Politics, Jahangirnagar University, Bangladeh.

Verhagan, K. (198, "How to Promote Peoples Participation in Rural Development Through Local Organizations", Review of International Co-operation, Vol. 73. No. 1.

সংযুক্তি-১
সাহিত্য পর্যালোচনা

সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলি জনগণের অংশগ্রহণ এবং সরকারি পরিষেবা সরবরাহ উন্নত করার জন্য বিকেন্দ্রীকরণকে একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে স্বীকার করেছেন। বিকেন্দ্রীকরণ হলো bottom up অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের উন্নতি করা সম্ভব, এবং এর ফলে গ্রাম অঞ্চলে দরিদ্রতা হ্রাস পায়। জনগণকে উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দুতে আনতে উন্নয়নের উদ্দেশ্যকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে। অংশীদারীত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন (পিআরডিপি) কে কমিউনিটি চাহিদা ভিত্তিক উন্নয়ন অথবা কমিউনিটি অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন পদ্ধতি হিসেবে অভিহিত করা হয় (Stohr, 1981)। এর মাধ্যমে সরকারি পরিষেবার জবাবদিহিতা এবং দরিদ্র মানুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা যায়। বর্তমানে উয়নমূলক কর্মকান্ডে বিকেন্দ্রীকরণ ধারণা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশলগুলির প্রধান উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশ এখনও তাদের সম্পদসমূহের সঠিক ব্যবহারের জন্য চেষ্টা করছে। সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও জনগণের অংশগ্রহণের জন্য ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ টেকসই উন্নয়নের মূল বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয় (Manor, 1995; Vaughan et. al. 1980, Mills et. al. 1990). আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, উন্নয়নের অংশীজন এবং রাষ্ট্রসমূহ শহর উন্নয়ন থেকে গ্রামীণ অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করেছে।

বর্তমানে বিশ্বাস করা হয় যে, উন্নয়ন কর্মকান্ড তৃনমূল পর্যায় থেকে শুরু করা উচিৎ। Keith R. Emrich (1984) এর মতে অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন অবশ্যই সর্বনিম্ন স্তর থেকে শুরু করা উচিত। Khan Sadiullah (2006) এর মতে লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ থাকা দরকার এবং সেই সিদ্ধান্তগুলি অবশ্যই তাদের ভবিষ্যত উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত হওয়া বাঞ্চনীয়।

জনগণের অংশগ্রহণ হলো উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার। জনগণের অংশগ্রহণের ফলে তাদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়ার গতি তরান্বিত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, কোন প্রকল্পেরই লক্ষ্যগুলো সম্পূর্ণরুপে অর্জন করা সম্ভব নয় যতক্ষণ না জনগণ কার্যকারিভাবে প্রকল্পগুলোতে অংশগ্রহণ করে। Stone (1989) উল্লেখ করেন যে, উন্নয়ন প্রকল্পগুলো জনগণের অংশগ্রহণ বাহ্যিক ভাবে চাপিয়ে দেয়ার পরিবর্তে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণের ফলে সমাজের কার্যকরি পরিবর্তনে সহায়ক হতে পারে। একইভাবে, পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে Shrimpton (1989) বলেছেন যে, কোনও প্রকল্পের ডিজাইন ও পরিচালনায় জনগণের অংশীদারিত্বের ফলে প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়ন হয়। ফলে প্রকল্পের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায় এবং প্রকল্পের সাফল্যের সম্ভাবনাকে ব্যাপকভাবে বড়িয়ে দেয়।

প্রাপ্ত সাহিত্যে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পে জনগণের অংশগ্রহণ বিষয়ে গবেষণা পরিচালিত হয়েছে এমন সংখ্যা খুব বেশী নয়। এই সকল গবেষণার ফলাফলগুলোর কিছু পর্যলোচনা এখানে তুলে ধরা হলো। স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনাগুলি দীর্ঘকাল ধরে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির চাহিদাসমূহকে বিবেচনা করে করা হয়। এবং সরকারি প্রকাশনায়ও তার প্রতিফলন দেখা যায়। 'স্থানীয় পর্যায়ে অংশীদারিত্বমূলক পরিকল্পনা' দেখানো হয়েছে যে, "উপর থেকে নিচে পরিকল্পনা করার ফলে জনগণের চাহিদা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না এবং পরিকল্পনা তৈরিতে জনগণের অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব থাকে না, ফলে প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন সাধিত হয় নি (Parameswaran, 2012) । এ বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার পাশাপাশি জাতীয় পরিকল্পনায় ও গুরুত্ব দিয়েছেন" (NILG, 2003:225).

গ্রামীন নারী ও প্রান্তিক জনগগোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে একটি গবেষণায় (Ali *et al,* 1983) দেখানো হয়েছে যে জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে জনগণের অংশগ্রহণই মৌলিক টুলস হিসাবে কাজ করে। Aminuzzaman (2008) দেখিয়েছেন যে, গ্রামীন নারী ও প্রান্তিকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্র থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। Nazneen (2004: 167) তার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পে দরিদ্র ও প্রান্তিকের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছেনা বরং টাউটস, দালাল এবং মধ্যস্থতাকারী এই প্রকল্পগুলিতে অভিগমনের সুযোগ পাচ্ছে এবং এর সুফল ভোগ করছে। উন্নয়ন প্রকল্পে অংশগ্রহণ, মালিকানা এবং প্রকল্পের সুফল ভাগাভাগি করা ক্ষেত্রে স্থানীয় জনসাধারণ ও প্রভাবশালী মধ্যে বৈষম্য গ্রামীন বাংলাদেশের সর্বব্যাপী বিদ্যমান।

দরিদ্র মানুষের অংশগ্রহণ ও শ্রেণি বৈষম্য বিষয়ে Afsar (1999) তার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে স্থানীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে দরিদ্র মানুষের অংশগ্রহণ অত্যন্ত সীমিত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ খুব সামান্য। অতিরিক্ত শ্রেণি বৈষম্য এবং ব্যাপক দুর্নীতির কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিতদের প্রতি তীব্র অবহেলা দেখা যায় বলেও এখানে উল্লেখ রয়েছে।

Khan (2009) এর গ্রন্থে দেখা যায় আমলাতান্ত্রিক আধিপত্য স্থানীয় কাউন্সিলগুলিতে বিস্তৃত। অংশীদারিত্বহীনতার মূল কারণ হিসাবে তিনি জ্ঞানের অভাব এবং প্রযুক্তিগত বিষয়ে দক্ষতার অভাবকে দায়ী করেন। স্থানীয় অভিজাতরা তাদের নিজস্ব স্বার্থে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে একত্রিত হয় এবং জনগণের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে। সুতরাং প্রকল্প বাস্তবায়নে গ্রামীণ দরিদ্রদের অংশগ্রহণ ন্যূনতম পর্যায়েই থেকে যায়।

গ্রাম উন্নয়ন কমিটিতে দরিদ্র লোকের অংশগ্রহণ খুব সীমিত পর্যায় Hossain *et al.* (1978) তার গবেষণায় দেখিয়েছেন। তিনি দেখান উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নগণ্য পর্যায়ের। অন্য একটি গবেষণায় (Siddiquee,1995) দেখানো হয় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে দরিদ্র লোকের অংশগ্রহণ খুব সীমিত থাকে। কমিটিগুলি বেশিরভাগই আর্থ-সামাজিক বা রাজনৈতিক শক্তিশালী লোকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উন্নয়ন প্রকল্পগুলো স্থানীয় প্রভাবশালী ও ধনী ব্যক্তিরা নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়তে একটি মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করছে। এই গবেষণায় আরো দেখানো হয় যে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৃণমূলের জনগণের অংশগ্রহণ প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে।

রাজনৈতিক অনিচ্ছা এবং আমলাতান্ত্রিক সমস্যা সম্পর্কে Asaduzzaman (2008) এর গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে বিগত দশকের পর দশক ধরে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে জনগণের অংশগ্রহণের জন্য অবিরাম চেষ্টা করার পরও জনগণের অংশগ্রহণ এখন একটি 'অধরা সোনার হরিণ' হিসাবে থেকে যাচ্ছে। এছাড়াও গবেষণাটি রাজনৈতিক অনিচ্ছা এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতাকে বাংলাদেশের উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

Saria Sultana (2019) তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভে দেখিয়েছেন, লিঙ্ক মডেল প্রমান করেছে এটি সমষ্টির নিম্নস্তরের মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের একটি বিকল্প মডেল। এই মডেলের মাধ্যমে শুধু উন্নয়ন কর্মকান্ডে ইউনিয়ন পরিষদ, জাতি গঠনমূলক বিভাগসমূহ, এনজিও এবং ভিডিসি প্রতিনিধিরাই নয় বরং সাধারণ জনগণও জড়িত। লিঙ্ক মডেল একটি দ্বৈত ট্র্যাক উন্নয়ন মডেল যা গ্রামীণ জনগণ এবং জাতিগঠনমূলক বিভাগ উভয়কে ইউনিয়ন স্তরে একত্রিত করে এবং পরিষেবা প্রাপ্তদের মধ্যে কার্যকরী সমন্বয়-সম্পর্ক (ভার্টিক্যাল সোশ্যাল ক্যাপিটাল) বাড়ানোর একটি কার্যকর ব্যবস্থা তৈরী করে। পিআরডিবির লিংক মডেলের আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে সমন্বয় নিশ্চিত করা হয়। তার মতে এই মডেলটি উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়েও সম্প্রসারিত করা উচিত। লিংক মডেলটি বাংলাদেশের বিদ্যমান সরকারী কাঠামোর মধ্যে স্থানীয় সংস্থান/সম্পদ ব্যবহার করে দক্ষ ও কার্যকর সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রভাব রেখে যাচ্ছে বলে তিনি মনে করেন। লিঙ্ক মডেল হল গ্রামীণ এলাকায় উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত জবাবদিহিতা, সহযোগিতা এবং সমন্বয় বাড়ানোর জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের লিংক মডেল একটি অনন্য মডেল, যা গ্রামাঞ্চল এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান-ইউনিয়নের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের কাজ করছে। গ্রামীণ উন্নয়নে ভূমিকার জন্য ইউপি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ইউনিয়ন পর্যায়ের মাঠকর্মী (সরকারী এবং বে-সরকারী), ইউপি সদস্য, ভিডিসি প্রতিনিধিদের মত পল্লী উন্নয়নে নিযুক্ত অংশীজনদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

তথ্যের ঘাটতি (knowledge gap) ও গবেষণার যৌক্তিকতা

সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন এর উপর কিছু গবেষণা ও প্রকাশনা থাকলেও সরাসরি লিংক মডেলের উপর খুব অল্পই গবেষণা কার্য পরিচালিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। মডেলটির সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানার জন্য নির্ভর যোগ্য গবেষণার প্রয়োজন। বর্তমান নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষাটি এ ক্ষেত্রে

জ্ঞানের শূন্যতা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ফলে মডেলটির মাধ্যমে ফলপ্রসু সুফল পাবার জন্য এই গবেষণার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। গবেষণার ফলাফল নীতি নির্ধারন ও পরিকল্পনা প্রণয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উদ্দেশ্য

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১। প্রকল্প স্থান পরিদর্শন পূর্বক মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের সার্বিক চিত্র তুলে ধরা।
২। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে প্রকল্পের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে যথাযথ সুপারিশ প্রণয়ন।
৩। প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল টেকসই করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা।

সমীক্ষায় ব্যবহৃত ধারনাসমূহ

১। জনগনের অংশগ্রহণ

বর্তমান প্রকল্পে অংশগ্রহণ বলতে বুঝানো হচ্ছে পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে তৃনমূল পর্যায়ে বসবাসরত সকল গ্রামবাসির (জাতি, ধর্ম, গোষ্ঠি ও শ্রেণি নির্বিশেষে) অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। স্থানীয় সম্পদের যথার্থ সদ্ব্যব্যবহার করে চাহিদা ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ণে উৎসাহী করা। সকল কর্মকান্ডে গ্রামীণ মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উৎসাহিত করা।

২। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

ভিডিসি ও ইউসিসি ‘র মাসিক সমন্বয় সভার মাধ্যমে জনগনের মধ্যে উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য বিস্তার ও আদান- প্রদান সহজতর করা। ইউসিসি মিটিংয়ে গ্রামবাসী, ইউপি সদস্য ও চেয়ারম্যান, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণ স্ব-স্ব কার্যক্রমের খোলামেলা আলোচনা করেন। এসব পন্থা ব্যবহার করে ইউনিয়ন পরিষদ ও অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে পারস্পরিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিকাশ ঘটানো হয়।

৩। ইউডিও

ইউনিয়ন ডেভেলপমেন্ট অফিসার হচ্ছেন ভিডিসি এবং ইউসিসি কে সহযোগিতা করে সকলের মধ্যে লিংক ঘটানোর একটি অনুঘটক বা ‘লিংক পিন” । ইউডিওগণ সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে লিংকেজ স্থাপন এবং সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান ও সামাজিক তদারকির জন্য সচেতনতা সৃষ্টি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করণে কাজ করেন।

৪। ভিডিসিএম

গ্রাম উন্নয়ন কমিটি মিটিং হচ্ছে গ্রাম পর্যায়ে সরকারী/বেসরকারী মাঠ কর্মীদের সাথে গ্রামবাসীগনের গ্রাম উন্নয়নে তথ্য বিনিময় করার একটি ফোরাম। গ্রাম কমিটি ২০-৩০ সদস্য বিশিষ্ট হয়। এই কমিটিতে একজন সভাপতি, একজন সদস্য সচিব এবং বাকী সদস্য সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে।

৫। ইউসিসিএম

ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি মিটিং (ইউসিসিএম) হচ্ছে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউপি সদস্য, সরকারী/বেসরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং গ্রামবাসীগণ পারস্পরিক তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে গ্রামীণ জন গোষ্ঠীর চাহিদা, আকাঙ্খার বাস্তবায়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে নিশ্চিত করার একটি অন্যতম ফোরাম, যা ‘মিনি পার্লামেন্ট’ হিসেবে বিবেচিত। ইউসিসি সর্বোচ্চ ৬০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি। ইউপি চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ইউডিও পদাধিকার বলে সদস্য সচিব হয়ে থাকেন।

সংযুক্তি-২

স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় সভা

স্থানীয় পর্যায়ে মত বিনিময় কর্মশালা

গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলা প্রশাসন সম্মেলন কক্ষে ২০ মে ২০২১ স্থানীয় পর্যায়ের মতবিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এস. এম হামিদুল হক, মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব), আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব তপন কুমার মন্ডল, প্রকল্প পরিচালক, পিআরডিপি-৩, বিআরডিবি। কর্মশালায় অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত) এর নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা বিষয়ক গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন জনাব মো: সাইদুর রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, উন্নয়ন ধারা। সভা পরিচালনা ও মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন মো: মনিরুজ্জামান, আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ, উন্নয়ন ধারা। অধিবেশন সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন জনাব কাজী হাফিজুল আমিন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও), কালিয়াকৈর, গাজীপুর। এছাড়াও আইএমইডি এর কর্মকর্তাবৃন্দ, পিআরডিপি-৩ এর কর্মকর্তাবৃন্দ, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবুন্দ, স্থানীয় সুফলভোগী, প্রকল্প স্টেক-হোল্ডারগণ সহ সভায় মোট ৪০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালাটি সকাল ১১:০০ মিনিটে শুরু হয়ে বেলা ১:৪০ মিনিটে শেষ হয়।

কর্মশালা আয়োজনের উদ্দেশ্য:

- উপজেলা পর্যায়ে, প্রকল্পের সুফলভোগী ও বিভিন্ন স্তরের স্টেক-হোল্ডারদের সাথে গবেষণার ফলাফল শেয়ার করা।
- গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণ করা।
- প্রকল্পের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং সম্ভাব্য সমাধান বের করা।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডারদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করা এবং পরবর্তী পরিকল্পনা বিকাশের জন্য পরামর্শ নেয়া।

মূলত এই উদ্দেশ্যগুলি সামনে রেখেই এই কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সুফলভোগী ও স্টেক-হোল্ডারগণ কর্মশালায় অংশ নিয়েছিলেন।

কর্মশালা হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ:

কর্মশালার শুরুতেই পরিচিতি পর্বের মাধ্যমে উপস্থিত সকল অংশগ্রহণকারী পরিচিত হন। এরপর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব এস. এম হামিদুল হক, মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব), আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, কর্মশালায় শুভেচ্ছা বক্তব্য ও শুভ উদ্বোধন করেন করেন। প্রধান অতিথি মহোদয় তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন এই প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধানত কি কি অন্তরায় রয়েছে, কিভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়? প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে জনগণের কি কি লাভ হয়েছে/হবে? এই সমস্ত বিষয়ে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী, সুফলভোগী ও স্টেক হোল্ডারদের কে তাদের মতামত জানাতে অনুরোধ করেন। সম্মানিত প্রধান অতিথির আলোচ্য বিষয় এবং কর্মশালার উদ্দেশ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে সন্নিবেশিত করে কর্মশালার মডারেটর পরবর্তী আলোচনা শুরু করেন। এরপর নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা বিষয়ক গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন জনাব মো:

সাইদুর রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, উন্নয়ন ধারা। খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন এর পর জনাব আমিনুর রহমান, উপ-পরিচালক, পিআরডিপি-৩ প্রকল্প বিষয়ে উপস্থাপন করেন।

কর্মশালায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারী, সুফলভোগী ও স্টেক হোল্ডারদের মতামতসমূহ:

- স্কীমের পরিমান এবং এর জন্য বরাদ্দ বাড়িয়ে ১ লক্ষ থেকে ১.৫ লক্ষ টাকা করা প্রয়োজন।
- প্রশিক্ষণ সংখ্যা, সময় এবং বাজেট বাড়ানো প্রয়োজন।
- স্কীমে গ্রামবাসীর অংশ ১৫% থেকে কমিয়ে ১০% করার ব্যবস্থা করা।
- আরো গ্রাম এলাকার উন্নয়নের জন্য নতুন ইউনিয়ন পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় সংযুক্ত করা প্রয়োজন।
- প্রকল্পের কাজ আরো গতিশীল করতে প্রতিটি ইউনিয়নের জন্য এক জন ইউডিও নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।
- রাজনৈতিক প্রভাব সহনীয় পর্যায়ে আনার জন্য চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সাথে এ্যাডভোকেসী সভা/কার্যক্রম করা প্রয়োজন।
- স্কীমগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভিডিসি/ইউসিসি কে আরো কার্যকর করা এবং তাদের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে স্কীমগুলি তদারক করা প্রয়োজন।
- গ্রাম অঞ্চলে প্রায়শই বর্ষার কারণে মাটি ধুয়ে যাওয়া, দেবে যায়, তাই আবার মাটি ভরাটের কাজ দেওয়া প্রয়োজন।
- এনবিডির সাথে ইউসিসি এর নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে সেবা কার্যক্রম আরো সহজ ও কার্যকরী করা প্রয়োজন।
- ভিডিসি, ইউসিসি এর জন্য প্রকল্প বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন, প্রকল্প কার্যক্রম মনিটরিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন।
- বর্তমানে প্রকল্পের কোন মনিটরিং সিস্টেম নাই বললেই চলে তাই প্রকল্পের কাঠামোগত মনিটরিং ব্যবস্থা উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

সংযুক্তি-৩

স্কীম পরিদর্শন প্রতিবেদন

১। ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণকৃত স্কীম: আরসিসি ঢালাই রাস্তা।

ভূমিকা: স্কীমটি গ্রাম: পাঁচ আনি, ইউনিয়ন: পিরোজপুর, উপজেলা: সোনারগাঁও, জেলা: নারায়নগঞ্জ এ অবস্থিত আরসিসি ঢালাই রাস্তাটি গত ২৭/৩/২০২১ ইং তারিখে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

পর্যবেক্ষণ: বাস্তবায়িত স্কীমটি পাঁচ আনি গ্রামের মূল পাকা রাস্তা থেকে সংযুক্ত হয়ে জনাব দ্বীন ইসলামের বাড়ী পর্যন্ত শেষ হয়েছে। রাস্তাটির সর্বমোট দৈর্ঘ্য ২০০ ফুট যা বিগত ২০১৯ ইং সালে নির্মাণ করা হয়। এর নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা। এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ৮০% এবং গ্রামবাসী ২০%। এই স্কীমের জন্য ইউপি থেকে কোন অর্থ প্রদান করা হয়নি। স্কীমের বর্তমান অবস্থা মোটামুটি ভালো আছে। এই স্কীমের ফলে এলাকাবাসীর যাতায়াত, জরুরী সেবা ও চিকিৎসার জন্য অনেক সুবিধা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে যাওয়া অনেক সহজ হয়েছে বিশেষ করে বর্ষাকালে।

স্কীমটি সমাপ্তের পর এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

২। ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণকৃত স্কীম: ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ

ভূমিকা: পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় গ্রাম: পার মল্লিকপুর, ইউনিয়ন: মল্লিকপুর, উপজেলা: লোহাগাড়া, জেলা: নড়াইল এ অবস্থিত ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ স্কীমটি গত ২৮/৩/২০২১ ইং তারিখে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

পর্যবেক্ষণ: বাস্তবায়িত স্কীমটি পারমল্লিকপুর গ্রামের পাকা রাস্তা থেকে শুরু হয়ে শেখপাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত শেষ হয়েছে। রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ২২৫ ফুট যা বিগত ২০২০ ইং সালে নির্মাণ করা হয়। রাস্তাটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১০০,০০০ (এক লক্ষ) টাক। এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ৮০%, গ্রামবাসী ১৫% এবং ইউনিয়ন পরিষদ ৫% প্রদান করেছে। স্কীমের নাম ফলক স্থাপনের টাকা গ্রামবাসী দিয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে রাস্তায় উপরের বেশিরভাগ অংশই মাটিতে ঢেকে আছে ফলে রাস্তার অনেক স্থানে ইট দেখা যায় না। রাস্তার অবস্থা দেখে বোঝা যায় রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না।

এই স্কীমটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকাবাসী যাতায়াত সমস্যা লাঘব হয়েছে। এলাকাবাসী উৎপাদিত ফসল সহজেই বাজারজাতকরণ করতে পরছে। এলাকার ছাত্র/ছাত্রীদের স্কুলে যাতায়াত আগের চেয়ে সহজ হয়েছে ফলে তারা সহজেই স্কুলে যেতে পারছে।

৩। ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণকৃত স্কীম: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বারান্দাসহ কক্ষ নির্মাণ

ভূমিকা: পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় গ্রাম: হুলাইল, ইউনিয়ন: ইসলামপুর, উপজেলা: বালিয়াকান্দি, জেলা: রাজবাড়ী এ অবস্থিত হুলাইল জাকের আহমেদ বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বারান্দাসহ কক্ষ নির্মাণ স্কীমটি গত ৩০/৩/২০২১ ইং তারিখে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

পর্যবেক্ষণ: বাস্তবায়িত স্কীমটি হুলাইল গ্রামে জাকের আহমেদ বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বারান্দাসহ কক্ষ নির্মাণ। স্কীমটির সর্বমোট দৈর্ঘ্য (কক্ষ) ২৪ ফুট ও প্রস্থ ১৮ ফুট যা বিগত ২০১৯ সালে সম্পন্ন হয়। স্কীমটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা। এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ৭০%, গ্রামবাসী ও ইউপির অংশ যথাক্রমে ২০% ও ১০%। স্কীমের নাম ফলক স্থাপনের টাকা প্রকল্প থেকে ব্যয় করা হয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে বাজেট অনুসারে ২০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা ব্যয়ে যে অংশ, সেই অংশের কাজ শেষ হয়েছে। যেমন: উপরে টিনের ছাউনি এবং আংশিক দেয়াল তৈরী করা হয়েছে। বর্তমানে কক্ষের দেয়াল নাই যা এই মুহূর্তে খুবই প্রয়োজন। এই স্কীমটি বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কক্ষের সমস্যা সমাধান হয়েছে। বেঞ্চের ব্যবস্থা করায় ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে পড়ালেখা করার সুবিধা হয়েছে।

৪। ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণকৃত স্কীম:

ভূমিকা: পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় গ্রাম: জয়নগর, ইউনিয়ন: দুলালপুর, উপজেলা: হোমনা, জেলা: কুমিল্লা এ অবস্থিত ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ স্কীমটি গত ৩০/৩/২০২১ ইং তারিখে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

পর্যবেক্ষণ: বাস্তবায়িত স্কীমটি জয়নগর গ্রামের পাঁকা রাস্তা থেকে শুরু হয়ে মিজানুর রহমানের বাড়ি পর্যন্ত শেষ হয়েছে। রাস্তাটির সর্বমোট দৈর্ঘ্য ২০০ ফুট যা বিগত ২০১৮ ইং সালে নির্মাণ করা হয়েছে। রাস্তাটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা। এর মধ্যে প্রকল্প সহায়তা ৭০%, গ্রামবাসী ২০% এবং বাকী ১০% ইউপি প্রদান করেছে। স্কীমের নাম ফলক স্থাপনের অর্থ স্কীম বাজেট থেকে নেয়া হয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে রাস্তাটির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ ঠিক আছে। পরিদর্শনে দেখা গেছে রাস্তার কিছু অংশ মাঝ বরাবর কেটে চিকন ড্রেন করা হয়েছে। এলাকার সুফলভোগীদের তথ্য অনুযায়ী এটি পানি নিষ্কাশনের জন্য নালা তৈরী করা হয়েছে। বস্তুত মাঝখানে এভাবে কেটে নালা তৈরী করার কারণে রাস্তাটি অচিরেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এই স্কীমটি বাস্তবায়নের ফলে মহল্লার এলাকাবাসীর যাতায়াত সমস্যা লাঘব হয়েছে। মূলত এই এলাকার মহিলারা এই রাস্তাটি ব্যবহার করে নদীতে যান এবং এলাকাবাসী মসজিদে যাতায়াত করে থাকেন। স্কীমটি নির্মাণের ক্ষেত্রে এ বিষয় অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করা হয়নি। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল বিভাগের পরামর্শ গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল। এর ফলে স্কীমটির স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি পেত।

৫। ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণকৃত স্কীম: ইট সোলিং রাস্তা নির্মাণ

ভূমিকা: পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় গ্রাম: বাঘুলি, ইউনিয়ন: চান্দহর, উপজেলা: সিংগাইর, জেলা: মানিকগঞ্জ এ অবস্থিত বাঘুলী গ্রামে ইট সোলিং রাস্তা নির্মাণ স্কীমটি গত ৫/৫/২০২১ ইং তারিখে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

পর্যবেক্ষণ: বাস্তবায়িত স্কীমটি বাঘুলী গ্রামের পাকা রাস্তা থেকে শরীফ মোল্লার বাড়ি পর্যন্ত শেষ হয়েছে। স্কীমটি বাস্তবায়নে সর্বমোট ১০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা ব্যয় হয়েছে। এদের মধ্যে প্রকল্প সহায়তা ৭০%, গ্রামবাসী ২০% এবং বাকী ১০% ইউপি থেকে প্রদান করেছে। স্কীমের নাম ফলক স্থাপনের অর্থ স্কীম এর বাজেট থেকে নেওয়া হয়েছে। সরেজমিনে দেখা যায় এই স্কীমটি বাস্তবায়নের ফলে অত্র মহল্লার প্রায় ২০০ পরিবারের যাতায়াত সমস্যা দূর হয়েছে। রাস্তাটির কারণে এলাকার অধিবাসীরা সহজেই মুল পাকা রাস্তার মাধ্যমে স্থানীয় বাজার, ইউনিয়ন পরিষদে যেতে পারে। ছাত্র/ছাত্রীরা স্কুল/কলেজে যেতে পারে। ফসলের মাঠ থেকে ফসল সংগ্রহ করতে পারে এবং সহজেই তা বাজারজাত করতে পারে।

৬। ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণকৃত স্কীম ১০: রাস্তার পাশে গাইড ওয়াল নির্মাণ প্রকল্প

ভূমিকা: পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় গ্রাম: পারআমলাগাছি, ইউনিয়ন: বেতকাপা, উপজেলা: পলাশবাড়ি, জেলা: গাইবান্ধা এ অবস্থিত রাস্তার পাশে গাইড ওয়াল নির্মাণ স্কীমটি গত ২৮/৩/২০২১ ইং তারিখে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

পর্যবেক্ষণ: অত্র স্কীমটি স্কীমটি পারআমলাগাছি গ্রামের পাকা রাস্তা হতে আকবর হোসেনের বাড়ি সংলগ্ন পুকুরের পাড়ে অবস্থিত। নামফলকে গাইড ওয়ালটির সর্বমোট দৈর্ঘ্য ১০০ ফুট রয়েছে যা বিগত ২০২০ ইং সালে নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়। গাইড ওয়ালটি নির্মানে মোট ব্যয় হয়েছে ১০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা। এর মধ্যে প্রকল্পের অংশ ৭০%, গ্রামবাসীর অংশ ২০% এবং ইউপির অংশ ১০%। স্কীমের নাম ফলক স্থাপনের টাকা স্কীম বাজেট থেকে নেয়া হয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে গাইড ওয়ালটি দৈর্ঘ্য মাত্র ৪০ ফুট যা নাম ফলকে উল্লেখিত দৈর্ঘ্যের সাথে মিল নাই। এই স্কীমটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার রাস্তাটি ভাঙ্গানের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। এলাকার মানুষের যাতায়াত সমস্যা সমাধান হয়েছে।

৭। ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণকৃত স্কীম: ইট সোলিং রাস্তা নির্মাণ (চলমান স্কীম)

ভূমিকা: পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় গ্রাম: সৈয়দপুর, ইউনিয়ন: ৯ নং নিজামপুর, উপজেলা: হবিগঞ্জ সদর, জেলা: হবিগঞ্জ এ অবস্থিত ইটের সোলিং রাস্তা নির্মাণ (চলমান) স্কীমটি গত ২৫/৩/২০২১ ইং তারিখে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

পর্যবেক্ষণ: অত্র স্কীমটি ইট সোলিং রাস্তাটি সৈয়দপুর উজ্জলের বাড়ি থেকে আশিকের বাড়ি পর্যন্ত। রাস্তাটির সর্বমোট দৈর্ঘ্য ৩০০ ফুট যা বর্তমানে কাজ চলমান অবস্থায় আছে (শুরু ১১/০৫/২০২০ ও শেষ ২০/০৫/২০২১)। রাস্তাটি নির্মাণে সর্বমোট ১০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা। এর মধ্যে প্রকল্পের অংশ ৮০%, গ্রামবাসী ১৫%, ও ইউপি ৫%। স্কীমের নাম ফলক স্থাপনের টাকা গ্রামবাসী দিয়েছে।

সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে রাস্তাটির কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় ৫০ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রাস্তার সোলিং এর জন্য নিম্নমানের ইট ও বালু ব্যবহার করা হয়েছে। এই স্কীমটি যেহেতু চলমান রয়েছে তাই ব্যবহারের ফলে এলাকাবাসীর সুফল বিষয়ে তথ্য জানা যায়নি।

৮। ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণকৃত স্কীম: রাস্তায় রিং কালভার্ট স্থাপন

ভূমিকা: পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় গ্রাম: নলিয়া, ইউনিয়ন: জামালপুর, উপজেলা: বালিয়াকান্দি, জেলা: রাজবাড়ী এ অবস্থিত রাস্তায় রিং কালভার্ট স্থাপন স্কীমটি গত ৩০/৩/২০২১ ইং তারিখে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

পর্যবেক্ষণ: অত্র রিং কালভার্ট স্কীমটি নলিয়া গ্রামের শিপন এর বাড়ীর কাছে স্থাপন করা হয়েছে। রিং কালভার্ট টির মোট দৈর্ঘ্য ৫৩ ফুট যা বিগত ২০১৯ ইং সালে সম্পন্ন হয়। এটি নির্মাণে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ২০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা। এর মধ্যে প্রকল্প সহায়তা ৭০%, গ্রামবাসী ২০% এবং ইউপির অংশ ১০%। স্কীমের নাম ফলক স্থাপনের অর্থ স্কীম এর বাজেট থেকে নেওয়া হয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে কালভার্ট টির অবস্থা ভালো আছে কিন্তু ভিডিসি এবং এলাকাবাসী কালভার্টটি রক্ষণাবেক্ষণ করেন না প্রতীয়মান হয় । কালভার্টটিতে দুইপাশে এবং মধ্যে মাটি ভরাট হয়ে পানি চলাচল ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে আছে। সরেজমিনে স্কীম দেখে এবং সাইজ অনুযায়ী বাজেট বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে এটি তৈরীতে খরচ বেশী হয়েছে বলে মনে হয়।

সরেজমিনে যেহেতু দেখা যাচ্ছে যে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে আছে, তাই এই মূহুর্তে বিস্তারিত ফলাফল বোঝা মুসকিল। তবে স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, এই স্কীমটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধান হয়েছে। বৃষ্টির সময় এখানে এখন আর পানি জমে না, বাড়ী/ঘর ডুবে যায় না। পানি জমে মশার বংশ বিস্তার হতো তা থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে।

৯। ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণকৃত স্কীম: গ্রামে অগভীর নলকুপ স্থাপন

ভূমিকা: পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় গ্রাম: হাতিমোহন, ইউনিয়ন: জামালপুর, উপজেলা: বালিয়াকান্দি, জেলা: রাজবাড়ী এ অবস্থিত হাতিমোহন গ্রামে অগভীর নলকুপ স্থাপন স্কীমটি গত ৩০/৩/২০২১ ইং তারিখে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

পর্যবেক্ষণ: অত্র স্কীমটি হাতিমোহন গ্রামের আফিদুলের বাড়িতে স্থাপন করা হয়েছে। স্কীমটি টি বাস্তবায়নে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ২০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা। এদের মধ্যে প্রকল্প সহায়তা ৭০%, গ্রামবাসী ২০% এবং ইউপির অংশ ১০%। উল্লেখ্য, উক্ত দুই লক্ষ টাকা বাজেটে মোট ১২ টি অগভীর নলকুপ স্থাপন করা হয়। স্কীমের নাম ফলক স্থাপনের অর্থ স্কীম এর বাজেট থেকে নেওয়া হলেও সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে কোন নাম ফলক স্কীমের সাথে বা পাশে কোথাও নেই। পরামর্শক দলের সামনেই স্থানীয় ইউডিও একটি নামফলক নিয়ে আসেন এবং তা একজন মিস্ত্রির মাধ্যমে লাগানোর চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে স্কীমের বিল চেক করে দেখা যায় অত্র স্কীমের জন্য ৯৬০০ টাকা নাম ফলকের বিল ক্লেইম করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে অ-গভীর নলকুপটির মাত্র ৬ ফুটের মধ্যে একটি ল্যাট্রিন রয়েছে যা জন-স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এই স্কীমটি বাস্তবায়নের ফলে এই বাড়ির সদস্যরা গোসল, কাপড়-চোপড় ও থালা-বাসন ধুতে পারেন এবং তাদের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা হয়েছে। পাশেই একটি বিল রয়েছে এবং এখানে যারা কাজ করতে আসেন তারা সহজেই এখান থেকে পানি সংগ্রহ করতে পারেন। স্কীমটি পর্যবেক্ষণ কালে একজন সুফলভোগী জানান যে, টিউবয়েলটি স্থাপনের ফলে এলাকার মানুষের বিশুদ্ধ সমস্যা সমাধান হয়েছে।

সংযুক্তি-৪

কেসস্টাডি (একটি ইউনিয়নের সকল স্কীম পরিদর্শনের প্রতিবেদন)

কেস স্টাডি: একটি ইউনিয়নের সকল স্কীম পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন

ভূমিকা: নিবিড় পরিবীক্ষন সমীক্ষার অংশ হিসেবে, মানিকগঞ্জ জেলার, সিংগাইর উপজেলার, চান্দহর ইউনিয়নে পিআরডিপি ৩ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত সকল স্কীম সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করেছে। পর্যবেক্ষণকৃত চান্দহর ইউনিয়ন ঢাকা বিভাগের মানিকগঞ্জ জেলার অন্তর্গত সিংগাইর উপজেলার একটি ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নে রয়েছে ৩২ টি গ্রাম। পিআরডিপি ৩ প্রকল্পের আওতায় অত্র ইউনিয়নে বিগত ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর থেকে ২০২০-২০২১ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ১৭ টি স্কীম বাস্তবায়িত হয়েছে যা নিম্নের ছকে দেখানো হলো:

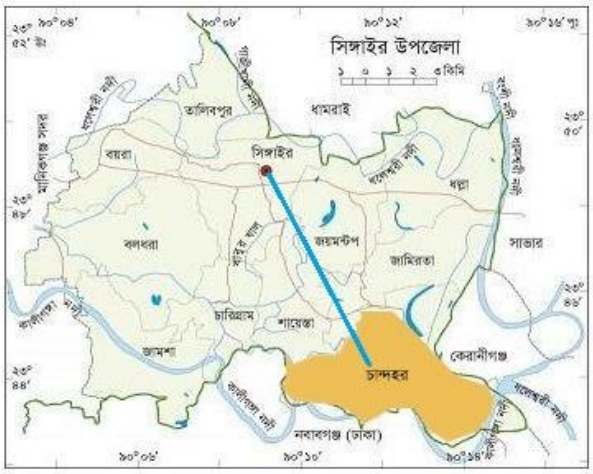

চান্দহর ইউনিয়নের পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহ:

ক্রমিক নং	পিআরডিপি-৩ এর আওতায় বাস্তবায়নকৃত স্কীম	স্বাস্তবায়ন তারিখ	স্কীমের অবস্থান	মোট ব্যয়
১	চরচামটা গ্রামের কালভার্ট হইতে বাবুলের দোকান পর্যন্ত মাটির রাস্তা পূনঃ নির্মাণ	২৬/৪/২০১৭	চরচামটা	১০০০০০ (এক লক্ষ টাকা)
২	চর মাধবপুর ডাঃ করিমের বাড়ী থেকে আহম্মদ সর্দারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার পাশে প্যালাসাইটিং নির্মাণ	২০/৬/২০১৭	চর মাধবপুর	১০০০০০ (এক লক্ষ টাকা)
৩	রিফাইতপুর চালিতাপাড়া মসজিদ হইতে জমসের বেপারীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার পাশে প্যালাসাইটিং নির্মাণ	২০/৬/২০১৭	রিফাইতপুর	১০০০০০ (এক লক্ষ টাকা)
৪	বাঘুলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন সংস্কার	২৯/৬/২০১৭	বাঘুলী	২০০০০০ (দুই লক্ষ টাকা)
৫	মানিক নগর ফুলচানের দোকান হইতে সফির জমি পর্যন্ত রাস্তার পাশে প্যালাসাইটিং নির্মাণ	২৫/৬/২০১৮	মানিক নগর	১০০০০০ (এক লক্ষ টাকা)
৬	বার্তা পাকা রাস্তা হতে ফতেহপুর পর্যন্ত রাস্তায় পাইপ কালভার্ট ও মাটি ভরাট	২৫/৬/২০১৮	বার্তা	১০০০০০ (এক লক্ষ টাকা)
৭	ডিক্রিচর পাকা রাস্তা হতে চরমাধরপুর পর্যন্ত রাস্তায় বিভিন্ন স্থানে পাইপ কালভার্ট স্থাপন (৩টি পাইপ কালভার্ট)।	২৫/৬/২০১৮	চর মাধরপুর	১০০০০০ (এক লক্ষ টাকা)
৮	মানিক নগর, চান্দহর বাজারে পাবলিক টয়লেট ও টিউবওয়েল স্থাপন	২৮/৬/২০১৮	মানিক নগর	১০০০০০ (এক লক্ষ টাকা)
৯	চর মাধবপুর বাজারে পাবলিক টয়লেট ও টিউবওয়েল স্থাপন	২৮/৬/২০১৮	চর মাধবপুর	১০০০০০ (এক লক্ষ টাকা)
১০	মন্টু বাবুর বাড়ি হইতে ওয়াইজনগর পাকা রাস্তা পর্যন্ত ইট সোলিং রাস্তা নির্মাণ	৩০/৬/২০১৯	মানিক নগর	২০০০০০ (দুই লক্ষ টাকা)
১১	ইসলামপুর পাকা রাস্তা হইতে মাঝি পাড়া পর্যন্ত রাস্তা ইট সোলিং রাস্তা নির্মাণ	৩০/৬/২০১৯	ইসলামপুর	১০০০০০ (এক লক্ষ টাকা)
১২	বাঘুলী পাকা রাস্তা হইতে শরীফ মোল্লার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সোলিং রাস্তা নির্মাণ	১৭/৬/২০২০	বাঘুলী	১০০০০০ (এক লক্ষ টাকা)
১৩	ইসলামপুর পাকা রাস্তা হইতে রুহুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সোলিং রাস্তা নির্মাণ	১৮/৬/২০২০	ইসলামপুর	১০০০০০ (এক লক্ষ টাকা)
১৪	চর বাঘুলী দুলালের বাড়ি হইতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা ইট সোলিং রাস্তা নির্মাণ	১৮/৬/২০২০	চর বাঘুলী	১০০০০০ (এক লক্ষ টাকা)
১৫	ওয়াইজ নগর পাকা রাস্তা শাহাদত মাস্টারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সোলিং রাস্তা নির্মাণ	১৮/৬/২০২০	মানিকনগর	১০০০০০ (এক লক্ষ টাকা)
১৬	বাঘুলী মসজিদ হইতে দানেশ এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সোলিং রাস্তা নির্মাণ	চলমান	বাঘুলী	১০০০০০ (এক লক্ষ টাকা)
১৭	ডিগ্রীচর রাস্তার পাশে প্যালাসাইটিং নির্মাণ	চলমান	চর মাধবপুর	১০০০০০ (এক লক্ষ টাকা)

স্কীম পর্যবেক্ষণ: মোট ১৭ টি স্কীম সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় বাস্তবায়নকৃত স্কীমগুলি ২০১৬-২০১৭ থেকে ২০২০-২০২১ অর্থ বছর সময় পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণকৃত ১৭টি স্কীমের মধ্যে ৬টি ইট সোলিং রাস্তা নির্মাণ, ৪টি প্যালাসাইটিং নির্মাণ, ২টি পাইপ কালভার্ট নির্মাণ, ২টি টয়লেট ও টিউবওয়েল নির্মাণ, ২টি মাটির রাস্তা নির্মাণ ও ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর ভবন সংস্কার।

বাস্তবায়িত ৪টি স্কীমের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কোন অর্থ প্রদান করা হয়নি। পর্যবেক্ষণকৃত ১৭ টি স্কীমের মধ্যে ১৩ টি স্কীম বর্তমানে ভালো অবস্থায় আছে। বাকী ৪ টি স্কীম খারাপ অবস্থায় আছে-কোথাও রাস্তার মাটি দেবে গেছে, রাস্তা ভেঙ্গে গেছে, রাস্তার কোথাও ইট নেই, কালভার্টের অংশ ভেঙ্গে গেছে, কালর্ভাটের পাইপের মধ্যে মাটি জমে পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে আছে ফলে পানি নিস্কাশন যথাযথভাবে হয়না ইত্যাদি। নতুন চলমান দুটি স্কীমের বিল/ভাউচার এবং তথ্য যথাযথভাবে পাওয়া যায়নি, এ বিষয়ে ইউডিও বলেছেন বিলগুলি জেলা কর্মকর্তার অফিসে রয়েছে। স্কীমের নাম ফলক স্থাপনের ক্ষেত্রে ১৭টি স্কীমের সবগুলিই প্রকল্প বাজেট থেকে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শনকালীন সময়ে নতুন ২টি সহ ১৭টি স্কীমের মধ্যে ১২ টি স্কীমের কোন নাম ফলক পাওয়া যায়নি। উক্ত স্কীম সমূহের বিল/ভাউচার পরীক্ষা করে দেখা গেছে ঐ সকল স্কীমের নাম ফলকের জন্য প্রকল্প থেকে স্বেত পাথর এবং সাইন বোর্ড বাবদ বিল দাবি করা এবং পরিশোধ করা হয়েছে।

সিংগাইর থেকে প্রায় ২৫ কি:মি: দুরের ইউনিয়ন হওয়ায় এই ইউনিয়নের যাতায়াত ব্যবস্থা এখনো অনুন্নত (বিশেষ করে একটি গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাতায়াত এখনো অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার)। পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত স্কীমগুলির কারণে এই এলাকায় যাতায়াত ব্যবস্থায় আমূল উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। রাস্তা নির্মাণের ফলে এলাকাবাসীর যাতায়াত, চিকিৎসা সেবা গ্রহণ, ফসল ফলানো, ফসল বাজারজাতকরণ অনেক সহজ হয়েছে। রাস্তাগুলির কারণে বিশেষত

বর্ষাকালে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে যাতায়াত সহজ হয়েছে। স্কুল ঘর সংস্কার এবং কক্ষ নির্মাণ করার কারণে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা শ্রেণিকক্ষের সমস্যা কিছুটা হলেও সমাধান হয়েছে। স্থানীয় বাজারে টয়লেট নির্মাণের ফলে বাজারের দোকানদার, বাজারে আগত ক্রেতা ও এলাকাবাসীর টয়লেট সমস্যার সমাধান হয়েছে। গ্রাম এলাকার খাল, নদী সংলগ্ন এলাকায় প্যালাসাইটিং নির্মাণের ফলে এলাকার রাস্তা, বাড়ি ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

স্কীম পর্যবেক্ষনের ক্ষেত্রে বিশেষ বিষয়:

১. ডিগ্রীচর রাস্তার পাশে প্যালাসাইটিং নির্মাণ (১০০ ফুট) এটি একটি চলমান স্কীম দাবি করা হয়েছে, যেটি দেখে বোঝা যায় স্কীমটির কাজ অনেক আগেই শেষ হয়েছে কিন্তু কোন নাম ফলক নাই এবং ইউডিওর তথ্য মতে খরচ ১০০,০০০ (এক লক্ষ টাকা)। এই স্কীমটির দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং নির্মাণ দেখে সহজেই অনুমান করা যায় এটি নির্মানে যে অর্থ ব্যয় দেখানো হয়েছে তা প্রশ্নের উদ্রেক করে।
২. বার্তা (গ্রাম) পাকা রাস্তা হতে ফতেহপুর পর্যন্ত রাস্তায় পাইপ কালভার্ট ও মাটি ভরাট এই স্কীমটিতে যে পাইপ কালভার্ট তৈরী করা হয়েছে তা থেকে ১২ ইঞ্চি ব্যাসের একটি পাইপ মাত্র যা এই স্কীমটির নির্মাণে যে অর্থ ব্যয় দেখানো হয়েছে তা প্রশ্নের উদ্রেক করে।

৩. মানিকনগর বাজারে পাবলিক টয়লেট ও টিউবওয়েল স্থাপন এই স্কীমটি বাজারে যথাযথ স্থানে স্থাপন না করে বাজার থেকে একটু দুরে পাশের একটি মসজিদে নির্মাণ করা হয়েছে যা নাম ফলকের স্থান অনুযায়ী করা হয়নি।

৪. চর বাঘুলী দুলালের বাড়ি হইতে মসজিদ পর্যন্ত ইট সোলিং রাস্তা নির্মাণ, এই স্কীমটি যে রাস্তায় অবস্থিত তা নবাব আলীর বাড়ির মোড় থেকে হাফেজউদ্দিন খাঁন জামে মসজিদ পর্যন্ত মোট প্রায় ১৩০০ ফুট এর একটি রাস্তা, যার মাঝামাঝি স্থানে এই ইট সোলিং রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই ১০০ ফুট ইট সোলিং রাস্তার শুরু এবং শেষ অংশ পুরাটাই কাঁচা রাস্তা এবং বৃষ্টির সময় এই দুই প্রান্তই কর্দমাক্ত থাকে যা পরিদর্শণকালীন সময়েও দেখা গেছে। সম্ভবত রাস্তাটি কোন ব্যক্তি বিশেষ কে সুবিধা দেওয়ার জন্য এইভাবে নির্মাণ করা হয়েছে।

ভিডিসি এবং ইউসিসি সংক্রান্ত তথ্য: প্রকল্পের কার্যক্রম পরিবীক্ষণে দেখা যায় বর্তমানে ৬০ ভাগের ও বেশী ভিডিসি অকার্যকর অবস্থায় আছে। যখন স্কীম থাকে তখন ভিডিসিগুলি কার্যকর থাকে। আবার স্কীম যখন শেষ হয়ে যায় তখন ভিডিসিগুলি আর কার্যকর থাকে না। চান্দহর ইউনিয়নের ভিডিসিগুলি পরিবীক্ষণে দেখা যায় গত চার বছরে একটি ভিডিসি গড়ে ৬ থেকে ১০ টি মিটিং আয়োজন করেছে। স্কীম রক্ষণাবেক্ষণেরও ভিডিসিগুলির উদাসীনতা রয়েছে। অনেক স্কীমের অবস্থা খারাপ হলেও ভিডিসি এর কার্যকরী কোন পদক্ষেপ নাই বললেই চলে। স্কীম পর্যবেক্ষণকালে খারাপ অবস্থায় থাকা স্কীমগুলি মেরামতের জন্য তাদের তরফ থেকে বরাদ্দ এবং অর্থ চাওয়া হয়েছে। বস্তুত এই সমস্ত স্কীম তাদের এলাকায় করার উদ্দেশ্যই ছিলো স্কীম বাস্তবায়ন করার পর স্কীমগুলি নিজ খরচে মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবে। প্রকল্পের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের সময়ে দেখা গেছে একটি ইউসিসি বছরে গড়ে ৮ থেকে ১০ টি মিটিং করেছে। ইউডিও এর সাথে আলোচনায় জানা যায় প্রায় ৮০ ভাগ স্কীমের ক্ষেত্রেই ইউনিয়ন পরিষদের অংশ ৫% অর্থ পাওয়া গেছে বাকী ২০ভাগ স্কীমের ক্ষেত্রে অর্থ পাওয়া যায়নি। যে সকল ক্ষেত্রে ইউপি কোন টাকা দেয় নাই সেই সকল স্কীমের ক্ষেত্রে এলাকাবাসীকে ঐ অর্থের সংকুলান করতে হয়েছে। স্কীম নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিদের একটি প্রচ্ছন্ন চাপ রয়েছে।

সংযুক্তি-৫

কেআইআই

১. উত্তরদাতা : ইউআরডিও-৬ জন

‘অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পিআরডিপি-৩)” শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা এলাকায় উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার ফলাফল নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তাদের সাথে নিবিড় আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে, প্রল্পটির ফলে এর সাথে গ্রামের জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্কীম বাস্তবায়ন করা হয়েছে এর ফলে গ্রামের লোকদের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। সুপেয় পানির চাহিদা পূরণ হয়েছে। এছাড়া সরকারি সেবা গ্রহণের সুযোগ তৈরী হয়েছে।

অংশগ্রহণকারীদের মতে, প্রকল্পে জনবলের অভাব রয়েছে। এছাড়া বাজেট সীমিত এবং স্কীমের পরিমান চাহিদার তুলনায় কম। সরকারি বিভিন্ন অধিদপ্তরের এবং জনপ্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। স্কীম নির্ধারণে এলাকার প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ বিদ্যমান। এছাড়া স্কীম বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা। অন্যান্য যে সকল বিষয় উল্লেখ করেন তা’হলো-. ইউডিওদের কাজের চাপ। স্কীম রক্ষণাবেক্ষণের বাজেট নাই।

২. উত্তরদাতা : ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান-১০ জন

‘অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পিআরডিপি-৩)” শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের সাথে আলোচনার ফলাফল নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে গ্রাম এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম: ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের সাথে নিবিড় আলোচনা করার সময় একজন চেয়ারম্যান বলেন যে, প্রকল্পে বাজেটের পরিমান বাড়াতে হবে, কারণ এতগুলো চাহিদা এত অল্প টাকায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। প্রতি ইউনিয়নে একজন করে ইউডিও দিতে হবে। গ্রামবাসীকে বেশী বেশী ট্রেনিং দিতে হবে।

চেয়ারম্যানদের মতে, গ্রাম কমিটির মাধ্যমে গ্রামের সমস্যাসমূহ ইউসিসিএম এ উপস্থাপন করা হয় এবং ইউসিসিএম এর মাধ্যমে স্কীম অনুমোদিত হয় যা একটি নতুন ধারণা এবং গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য সহায়ক একটি মডেল।

প্রকল্পের ফলে উপকারসমূহ: মানুষ আগের তুলনায় বেশী সরকারী সেবা পাচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে, যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর্সেনিক মুক্ত পানি পান করতে পারছে। পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। রাস্তার ভাঙ্গনরোধ হয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৎস, হাঁস-মুরগী চাষ, সবর্জী চাষ করতে পরেছে। ছেলে-মেয়েরা খুব সহজেই স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজে যেতে পারছে বিশেষত বর্ষার সময়। গ্রামে গ্রিামে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা (স্যানিটারী ল্যাট্রিন) তৈরী হয়েছে। যৌতুক এবং বাল্যবিবাহ বিষয়ে সচেতনতা বেড়েছে।

৩. উত্তরদাতা : উপজেলা নির্বাহী অফিসার-০৫ জন

‘অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পিআরডিপি-৩)” শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা এলাকায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের সাথে আলোচনার ফলাফল নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম: উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের সাথে নিবিড় আলোচনা করার সময় ২০% উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন যে, প্রতিটি উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করছি।

ইতিবাচক দিকসমূহ: জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প এলাকার ইউনিয়নগুলিতে খাজনা আদায় বেড়েছে। স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জনগণের মাঝে জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগের সেবাসমূহ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন।

৪. উত্তরদাতা : ডিডিডি/ডিডি-৬ জন

'অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পিআরডিপি-৩)" শীর্ষক প্রকল্পের নিবীড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা এলাকায় সহকারি পরিচালক/উপ- সহকারি পরিচালকদের সাথে আলোচনার ফলাফল নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ এর মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম: সহকারি পরিচালক/উপ- সহকারি পরিচালকদের সাথে নিবিড় আলোচনা করার সময় একজন তথ্যপ্রদানকারী বলেন যে, অগ্রগতি হচ্ছে কিন্তু কাজে ব্যাঘাত হচ্ছে। কারণ ৫টি ইউনিয়নে একজন ইউডিওর দায়িত্ব পালন। যেমন: হবিগঞ্জ সদর এবং মাধবপুর উপজেলার মোট ৫টি ইউনিয়নে পিআরডিপি-৩ প্রকল্প আছে-এই ৫টি ইউনিয়নে ৫ জন ইউডিও থাকার কথা কিন্তু আছে মাত্র একজন। সে জন্য কাজে ব্যাঘাত ঘটছে।

ইতিবাচক দিকসমূহ: স্কীমের মান ভালো। গ্রামের মানুষ শ্রম ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করে। স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

সংযুক্তি-৬

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের টুলস

ক্রমিক নং- ১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইডি নং				

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

"অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -৩ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ এর আর্থ-সামাজিক জরিপ প্রশ্ন পত্র *(উপকারভোগী)*

সম্মতি পত্র

পরিচিতি ও গবেষণার উদ্দেশ্য বর্ণনা

আচ্ছালামু আলাইকুম/নমস্কার,

আমি ----------।"উন্নয়ন ধারা" নামক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছি। উন্নয়ন ধারা, বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী এবং আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা/জরিপ কার্য পরিচালনা করে আসছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর অধীন বাংলাদশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত "অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -৩ (১ম সংশোধিত)"। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর পক্ষ থেকে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ এর জন্য আপনাদের কাছে জরিপ/তথ্য সংগ্রহের জন্য এসেছি।

গোপনীয়তা এবং সম্মতি: আমরা এই সাক্ষাৎকারে উক্ত প্রকল্পের বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম যেমন: সচেতনমূলক সভা, দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ, রাস্তাঘাট মেরামত, ব্রীজ-কালভার্ড নির্মাণ, মসজিদ ও মন্দির সংস্কার, টিউবয়েল স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চাইব।

আপনার প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে এবং এই তথ্য সংশ্লিষ্ট জরিপ ব্যতিত অন্য কোথা ও ব্যবহার করা হবে না। আপনার সাথে এ বিষয়ে কথা বলতে আনুমানিক ৩০ মি: সময় লাগতে পারে। জরিপে অংশগ্রহণের জন্য আপনাকে কোন প্রকার জোর করা হবে না। আমরা আশা করছি আপনি স্বেচ্ছায় প্রশ্নোত্তর দিতে সম্মত হবেন, কেননা এই বিষয়ে আপনার মতামত আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কোন উত্তর না দিতে চাইলে আমাদেরকে বলবেন, আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাব। এই জরিপে আমাদেরকে সহায়তা করার জন্য আমরা আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি কি আপনার সাক্ষাৎকার শুরু করতে পারি? আমরা কি তাহলে শুরু করতে পারি?	হ্যাঁ---------1	
	না -------2	

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর স্বাক্ষর:	মোবা: নং												
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (যদি থাকে):													

সাক্ষাৎকার গ্রহনের তারিখ:								
	দিন		মাস		বছর			

গ্রামের নাম :		
ইউনিয়নের নাম :		
উপজেলা/থানার নাম :		
জেলার নাম :		
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম:		স্বাক্ষর:
তদারককারীর নাম:		স্বাক্ষর:

সেকশন ১. আর্থ-সামাজিক বিষয়ক তথ্য:

ক্র: নং	জরিপ বিষয়ক প্রশ্ন	উত্তর সহ কোড	নির্দেশনা
১০১	উত্তর দাতার লিঙ্গ	মহিলা 1 পুরুষ 2 হিজড়া 3	
১০২	দয়া করে আপনার বয়স বলুন ? *(প্রয়োজনে জাতীয় পরিচয় পত্র দেখে নিশ্চিত হোন অথবা কোন একটি ঘটনার সাথে মিলিয়ে বয়স বেড় করুন)*	(পূর্ণ বছরে বয়স লিখুন) _____বছর	
১০৩	আপনি কোন শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন? *(একটি মাত্র উত্তর লিখুন)*	১ম-৫ম শ্রেণি 1 ৬ষ্ঠ -১০ম শ্রেণি 2 একাদশ ≥ শ্রেণি 3 কখনো স্কুলে যাই নাই 4	
১০৪	বর্তমানে আপনার বৈবাহিক অবস্থা কী?	বর্তমানে বিবাহিত 1 অবিবাহিত 2 তালাকপ্রাপ্ত 3 পৃথক থাকা 4 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) _____	
১০৫	আপনার পরিবারের লোক সংখ্যা কত *(একই হাড়িতে ভাত খাওয়া হয় এমন)*?	১-৩ জন 1 ৪-৬ জন 2 ৭ ≥ জন 3	
১০৬	বর্তমানে আপনার পরিবারের প্রধান এর পেশা বলুন যা থেকে আয় হয়? *(একটি মাত্র উত্তর হবে)*	কৃষি 1 দিন মজুর 2 মাছ চাষ 3 হাঁস-মুরগি পালন 4 গরু পালন/মোটা তাজাকরণ 5 চাকুরি 6 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন_____	
১০৭	বর্তমান আপনার পরিবারের মাসিক আয় কত? *(পরিবারের সকলের আয় যোগ করে মোট আয় হবে)*	_____টাকা	
১০৮	এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত হবার পূর্বে আপনার পরিবারের প্রধানের পেশা কী ছিল যা থেকে আয় হয়? (একটি মাত্র উত্তর হবে)	কৃষি 1 দিন মজুর 2 মাছ চাষ 3 হাস-মুরগি পালন 4 গরু পালন/মোটা তাজাকরণ 5 চাকুরি 6 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন_____	
১০৯	এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত হবার পূর্বে আপনার পরিবারের মাসিক আয় কত ছিল ? *(পরিবারের সকলের আয় যোগ করে মোট আয় হবে)*	_____টাকা	

সেকশন ২: প্রশিক্ষণ বিষয়ে তথ্য

ক্র: নং	জরিপ বিষয়ক প্রশ্ন	উত্তর সহ কোড	নির্দেশনা

২০১	পিআরডিপি-৩ প্রকল্প থেকে আপনি কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি?	হ্যাঁ 1 না 2 →	৩০১
২০২	যদি হ্যাঁ হয়, তবে কি কি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)	সেলাই 1 হাঁস-মুরগী পালন 2 পরিবার পরিকল্পনা 3 ফসলের পোকামাকড় দমন 4 গরু-ছাগলের রোগ-বালাইয়ের চিকিৎসা 5 সবজি চাষ 6 হাঁস-মুরগীর রোগ-বালাইয়ের চিকিৎসা 7 অন্যান্য (নির্দিষ্ট	
২০৩	এই সকল প্রশিক্ষণ আপনাদের চাহিদা/প্রয়োজন অনুসারে হয়েছে কি না?	হ্যাঁ 1 → না 2	২০৫
২০৪	যদি না হয়, তবে আপনি কি কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ আশা করেছিলেন/ প্রয়োজন ছিল?	---------- ----------	
২০৫	এই সকল প্রশিক্ষণের ফলে আপনাদের কি কি লাভ/ উপকার হয়েছে ?	হাঁস-মুরগি পালন করে আয় করতে পারছি 1 সবজি চাষ করে আয় করতে পারছি 2 গরু-ছাগল পালন করতে পারছি 3 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------	
২০৬	এই সকল প্রশিক্ষণের না পেলে আপনাদের কি কি ক্ষতি/ সমস্যা হতো?	হাঁস-মুরগি মারা যেত 1 ক্ষেতের সবজি নষ্ট হয়ে যেত 2 গরু-ছাগল পালন করতে পারছি 3 ফসল পোকামাকড়ে নষ্ট করে দিত 4 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------	
২০৭	সচেতনমূলক কোন সেশনে/মিটিং এ অংশগ্রহণ করেছেন কি না?	হ্যাঁ 1 না 2 →	৩০১
২০৮	হ্যাঁ হলে এই সকল সেশনে আপনার কি কি উপকার হয়েছে?	বাল্য বিবাহ সম্পর্কে জেনেছি 1 প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে জেনেছি 2 প্রাকৃতিক দূর্যোগ সম্পর্কে জেনেছি 3 পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জেনেছি 4 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------	

সেকশন ৩: অন্যান্য বিষয়সমূহ

ক্র: নং	জরিপ বিষয়ক প্রশ্ন	উত্তর সহ কোড	নির্দেশনা
৩০১	আপনার মতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে গ্রামবাসীদের আগের তুলনায় বর্তমানে সরকারী সেবা পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে কি?	হ্যাঁ 1 না 2 →	৩০৩
৩০২	হ্যাঁ হলে কি কি সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে?	---------- ---------- ----------	
৩০৩	আপনাদের এলাকার ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ কাজ হয়েছে কি?	হ্যাঁ 1 না 2 →	৩০৬
৩০৪	হ্যাঁ হলে এই সকল ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণের ফলে আপনাদের/এলাকাবাসির কি কি লাভ/সুবিধা হয়েছে?	---------- ---------- ----------	
৩০৫	যদি এই সকল ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ না হলো আপনাদের কি কি ক্ষতি/সমস্যা/অসুবিধা হতো?	হ্যাঁ 1 না 2	৫০৮

৩০৬	ভবিষ্যতে এই প্রকল্পের উন্নয়ন ও স্থায়ীত্বের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে?	---------- ----------	

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: প্রশ্নত্রটি পুনরায় পরীক্ষা করুন। কোন প্রশ্নের উত্তর বাদ পড়লে উত্তরদাতাকে আবার ও জিজ্ঞাসা করুন এবং উত্তরসমূহ সঠিকভাবে এসেছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। পরিশেষে সাক্ষাৎকার গ্রহণে মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য উত্তরদাতাকে আবারও ধন্যবাদ জানান।

ক্রমিক নং-২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

"অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -৩ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য

বিভিন্ন শ্রেণির কর্মকর্তাদের (পিডি/ডিপিডি) সাথে আলোচনার গাইডলাইন (কেআইআই)

i. **উত্তরদাতার নামঃ**_____

ii. **বর্তমান পদবীঃ** _____

iii. **বর্তমান পদে যোগদানের তারিখ:** ____ ____/_____ _____2021__ __

iv. **ফোন নম্বর:** _____

১. প্রকল্প বাস্তবায়নে আপনার ভূমিকা কী?

---

২. প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ:

ক. যদি দেরিতে নিয়োগ করা হয় তবে তার কারণসমূহ----------

খ. প্রকল্প পরিচালনা বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল কিনা?----------

গ. বদলি (কতজন পিডি দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সময়কাল) ----------

ক্রমিক নং	নাম	পদবি (মন্ত্রণালয়ের)	সময়কাল		দায়িত্ব পূর্ণ/ অতিরিক্ত
			শুরু	সমাপ্ত	
১	মো: আবু সালেক	যুগ্ম পরিচালক (বিআর ডিবি)	৩১ জানুয়ারী ২০১৬	২৭ অক্টোবর ২০২০	পূর্ণ
২	শেখ আমিনুর ইসলাম	উপ-পরিচালক	২৮ অক্টোরব	২২ নভেমাবর	অতিরিক্ত
২	মি: তপন কুমার মন্ডল	উপ পরিচালক (৪টব গ্রেড) (বিআর ডিবি)	২৩ নভেম্বর ২০২০	চলতি	পূর্ণ

৩. বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি হচ্ছে কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না

যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতি না হয় তবে কারণসমূহ কীকী?

জনবল সংকট, করোনা, ইউনিয়ন ডেভেলপমেন্ট অফিসারদের কাজের লোড

৪. উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা সংশোধণের কারণ কি ?

---

৪. প্রকল্পের PIC/PIU and Steering Committee meeting আরডিপিপি অনুযায়ী হয় কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে এর সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন ও ফলো-আপ হয় কিভাবে? (শুধু প্রকল্প পরিচালকে এই প্রশ্ন করা হবে)

PIC বিআরডিবি এর সকল প্রকল্প এক সাথে মিটিং করার জন্য সময় নির্ধারণ করা সমস্যা হয়ে যায়।

না হলে এর কারণ সমূহ

Steering Committee meeting: গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না থাকা

৫. আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের অবস্থা এবং কীভাবে ফলোআপ করা হয়?

---

৬. অনুমোদিত আরডিপিপি বছর ভিত্তিক সংস্থান অনুযায়ী বরাদ্দ পাওয়া যায় কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. বরাদ্দ না পাওয়া গেলে তার কারণসমূহ কী কী?

করোনার কারনে বরাদ্দ/ছাড় করা কম হয়েছে, বৎসরিক পরিকল্পনা অনুযায়ী টাকার চাহিদা দেয়া হয় এবং সে মোতাবেক ছাড় পাওয়া যায়

৭. প্রকল্পের প্রস্তবনা অনুসারে সকল স্টাফ নিয়োগ করা হয়েছে কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে তার কারণসমূহ

৮. লগফ্রেম Time bound কিনা?

Input output relation আছে কিনা?

Measureable indicator realistic কিনা?

৯. আপনি কী মনে করেন পিআরডিপি-৩/লিংকমডেল পদ্ধতিটি সরকারের বিভিন্ন সেবা বিভাগের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়েছে?

১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে কিভাবে?

সমন্বয় সাধন করা তেমন সম্ভব হয় নি। তবে কোন কোন স্থানে সম্ভব হয়েছে

খ. না হলে কেন সমন্বয় করা সম্ভব হয়নি?

১০. প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সরকারী সেবা প্রদানকারিদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে কি? ১. হ্যাঁ

২. না

ক. হ্যাঁ হলে কিভাবে?----------

--

১১. প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সরকারী সেবা প্রদানকারীদের সচ্ছতা নিশ্চিত হচ্ছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে কিভাবে?----------

খ. না হলে কেন নিশ্চিত হয় নি? ----------

---

১২. প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে এলাকাবাসির অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে কিভাবে? ----------
---

১৩. প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারী বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের সেবা সম্পর্কে জনগনকে অবহিত করতে পারছে কি? ১. হ্যাঁ, ২. না
ক. হ্যাঁ হলে কিভাবে? ----------
---

১৪. প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ
ক. সবল দিক সমূহ:
খ. দুর্বলদিক/বাঁধাসমূহ:
গ. সুযোগ সমূহ:
ঘ. ঝুঁকিসমূহ:

১৫. প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কোন Project Implementation team গঠন করা হয়েছিল কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না

১৬. প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তদারকি কমিটি করা হয়েছে কী? ১. হ্যাঁ ২. না
হ্যাঁ হলে কমিটির কার্যক্রম সমূহ কী কী? ----------
---

১৭. এ প্রকল্পের কোন exit plan তৈরী করা হয়েছে কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না

যদি হ্যাঁ হয় তবে এর সবল ও দুর্বল দিক আলোচনা করুন।

---

১৮. প্রকল্পটি IMED এর PMIS যুক্ত হয়েছে কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না

যদি হ্যাঁ হয় তবে প্রতি মাসে আপডেট করা হয় কি না? ১. হ্যাঁ ২. না

যদি না হয় তবে কেন আপডেট করা হয় না?

---

১৯. প্রকল্পটি অডিট হয়েছে কি না? ১. হ্যাঁ ২. না

যদি হ্যাঁ হয় তবে কত বার অডিট হয়েছে ? ১. হ্যাঁ ২. না

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে কি না? ১. হ্যাঁ ২. না

কতটি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে?

আপত্তিকৃত টাকার পরিমান কত? ----------

২০. আপনি কি মনে করেন এই প্রকল্পের ফলে গ্রাম ও শহরের (ইউনিয়ন ও উপজেলা) মধ্যে যাতায়াতে সুবিধা হয়েছে? ১. হ্যাঁ ২. না
হ্যাঁ হলে কিভাবে ? ----------
-
---

২১. আপনি কি মনে করেন এই প্রকল্পের ফলে গ্রামের জনগণ সরকারের বিভিন্ন সেবাসমূহ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছে? ১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে কিভাবে ? ----------

---

২২. আপনি কি মনে করেন এই প্রকল্পের ফলে দক্ষ সম্পন্ন মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে যা বেকারত্ব দূরীকরণে সহায়ক হবে? ১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে কিভাবে ? ----------

-

২৩. এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনার আরো কোন মূল্যবান মতামত থাকলে বলুন?

---

২৪. ভবিষ্যতে এই প্রকল্পের উন্নয়ন ও স্থায়ীত্বের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

--

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী:

গাইডলাইনের প্রশ্নগুলো/বিষয়সমূহ পুনরায় পরীক্ষা করুন। কোন প্রশ্নের উত্তর বাদ গিয়ে থাকলে উত্তরদাতাকে আবার ও জিজ্ঞাসা করুন এবং উত্তরসমূহ সঠিকভাবে এসেছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। পরিশেষে সাক্ষাৎকার গ্রহণে মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য উত্তরদাতাকে আবারও ধন্যবাদ জানান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **ক্রমিক নং-৩**

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

"অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -৩ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য

জেলা (উপ-পরিচালক) ও উপজেলা (ইউআরডিও) কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার গাইডলাইন (কেআইআই)

i. **উত্তরদাতার নামঃ**_____
ii. **বর্তমান পদবীঃ** _____
iii. **বর্তমান পদে যোগদানের তারিখ:** ____ ____/_____ _____20__ __
iv. **ফোন নম্বর:** _____

১. প্রকল্প বাস্তবায়নে আপনার ভূমিকা কী?

ক. আপনার জেলার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি হচ্ছে কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না

যদি না হয়, পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ না হওয়ার কারণসমূহ কীকী?

---

২. আপনার কর্মএলাকায় কতটি ইউনিয়নে পিআরডিপি-৩/লিংক মডেল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে?
উপ-জেলার সংখ্যা: _____ _____ টি, ইউনিয়নের সংখ্যা: _____ _____ টি, গ্রাম সংখ্যা: _____ _____ টি.

৩. পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের কাজ নিয়মিত সরেজমিনে পরিদর্শন/তদারকি করেছেন কি? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. হ্যাঁ হলে, কিভাবে করেছেন?

--খ. না হলে কেন করছেন না? ----------
--

৪. আপনার জেলায়/উপজেলায় সমন্বয় কমিটির সভা নিয়মিত হয় কি? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. হ্যাঁ হলে, বিগত বছরে কতটি সভা হয়েছে? ----------টি
খ. সভায় কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়?

--
গ. এই সকল সিদ্ধান্তসমূহ কিভাবে ফলো-আপ করা হয়

--

৫. প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন সমস্যা হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. হ্যাঁ হলে, কি কি সমস্যা হয়েছিল?

---

৬. প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় এলাকার সমস্যা চিহ্নিতকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং স্কীম বাস্তবায়নে গ্রাম কমিটি তথা গ্রামবাসীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, কি ধরনের অংশগ্রহণ ছিল?

প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য

৭. পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় আপনার কর্মএলাকায় কাদেরকে, মোট কতজনকে, কি বিষয়ের (Field Proposal Type Training সহ অন্য কোন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল?

প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর ধরন (কাদের দেওয়া হয়েছিল)	লক্ষ্যমাত্রা (কতজনকে দেওয়ার কথা ছিল?)	অর্জন (কতজনকে দেওয়া হয়েছে)	প্রশিক্ষণের বিষয়	কত দিনের প্রশিক্ষণ

জেলা ও উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্ত ও কার্যবলীর সঙ্গে ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ের কমিটির সমন্বয়

৮. জেলা, উপজেলা ও গ্রাম কমিটি ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে ইউনিয়ন পর্যায়ের সিদ্ধান্ত ও কর্মকান্ডের সমন্বয় কিভাবে সম্পাদিত হয়:

---

৯. প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের উন্নয়নের জন্য সরকারী সেবা প্রদানকারি, এনজিও কর্মী এবং জনপ্রতিনিধিদের সাথে সহযোগীতা ও সমন্বয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে কিভাবে?

---

১০. পিআরডিপি-৩/লিংক মডেল পদ্ধতিতে সরকারি সেবার বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা সম্ভব হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে কিভাবে?

---

১১. প্রকল্পের সফলতাগুলো বা শক্তিশালী দিকগুলো বা সবল দিকগুলো কি কি?

ক. প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলো কি কি?

খ. প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ কি ছিল?

--

গ. প্রকল্পের সুযোগসমূহ কি ছিল?

---

১২. আপনি কি মনে করেন এই প্রকল্পের ফলে গ্রামের জনগণ সরকারের বিভিন্ন সেবাসমূহ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছে?

হ্যাঁ হলে কিভাবে?

---

১৩. এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনার আরো কোন মূল্যবান মতামত থাকলে বলুন?

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: গাইডলাইনের প্রশ্নগুলো/বিষয়সমূহ পুনরায় পরীক্ষা করুন। কোন প্রশ্নের উত্তর বাদ গিয়ে থাকলে উত্তরদাতাকে আবার ও জিজ্ঞাসা করুন এবং উত্তরসমূহ সঠিকভাবে এসেছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। পরিশেষে সাক্ষাৎকার গ্রহণে মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য উত্তরদাতাকে আবারও ধন্যবাদ জানান।

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর
(সিলসহ)

তথ্য সংগ্রহকারী নাম ও স্বাক্ষর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **ক্রমিক নং-৪**

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

"অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -৩ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য

জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর সাথে আলোচনার গাইডলাইন (কেআইআই)

i. **উত্তরদাতার নামঃ**_____

ii. **বর্তমান পদবীঃ** _____

iii. **ফোন নম্বর:** _____

১. আপনা জেলায়/উপ-জেলায় পিআরডিপি-৩/লিংক মডেল এর কার্যক্রম সম্পর্কে আপনি কি জানেন?

---

২. প্রকল্প বাস্তবায়নে আপনার ভূমিকা কী?

---

৩. আপনি পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের "জেলা সমন্বয় ও তদারকি কমিটির" কোন সভায় অংশগ্রহণ করেছেন কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, আপনি কতটি সভায় অংশগ্রহণ করেছেন। সভায় কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে ?

--

৪. আপনি/আপনার কোন প্রতিনিধি পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন/তদারকি করেছেন কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. হ্যাঁ হলে, প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কে আপনার মতামত।

--খ. না হলে কেন করেননি ? ----------

-

৮. আপনি কি মনে করেন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের উন্নয়নের জন্য সরকারী সেবা প্রদানকারি, এনজিও কর্মী এবং জনপ্রতিনিধিদের সাথে সহযোগীতা ও সমন্বয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে কিভাবে?

---

৯. পিআরডিপি-৩/লিংক মডেল পদ্ধতিতে সরকারি সেবার বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা সম্ভব হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে কিভাবে?

---

১০. প্রকল্পের সফলতাগুলো বা শক্তিশালী দিকগুলো বা সবল দিকগুলো কি কি?

ক. প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলো কি কি?

খ. প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ কি ছিল?

গ. প্রকল্পের সুযোগসমূহ কি ছিল?

---

১১. আপনি কি মনে করেন এই প্রকল্পের ফলে গ্রামের জনগণ সরকারের বিভিন্ন সেবাসমূহ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছে?
হ্যাঁ হলে কিভাবে?

---

১২. এই প্রকল্পের মাধ্যমে কিভাবে পল্লী এলাকায় টেকসই/লাগসই উন্নয়ন সম্ভব? ----------
-

--

--

১৩. এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনার আরো কোন মূল্যবান মতামত থাকলে বলুন?

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: গাইডলাইনের প্রশ্নগুলো/বিষয়সমূহ পুনরায় পরীক্ষা করুন। কোন প্রশ্নের উত্তর বাদ গিয়ে থাকলে উত্তরদাতাকে আবার ও জিজ্ঞাসা করুন এবং উত্তরসমূহ সঠিকভাবে এসেছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। পরিশেষে সাক্ষাৎকার গ্রহণে মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য উত্তরদাতাকে আবারও ধন্যবাদ জানান।

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর
(সিলসহ)

তথ্য সংগ্রহকারী নাম ও স্বাক্ষর

ক্রমিক নং-৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

"অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -৩ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য

উত্তরদাতর ধরণ: ১. ইউডিও ২. ইউপি চেয়ারম্যান ৩. জাতিগঠনমূলক বিভাগ/এনবিডি কর্মকর্তা ৪. এনজিও কর্মী

i. **উত্তরদাতার নামঃ**_____
ii. **বর্তমান পদবীঃ** _____
iii. **বর্তমান পদে যোগদানের তারিখ:** ____ ____/_____ _____20__ __
iv. **ফোন নম্বর:** _____

প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য

১. এই প্রকল্পে আপনার দায়িত্ব সম্পর্কে কিছু বলুন?

---

২. আপনার ইউনিয়নে কখন থেকে পিআরডিপি-৩ কার্যক্রম শুরু হয়েছে? ____ ____/_____ _____20__ __

৩. প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন পরিষদে কোন গ্রাম তথ্য বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

৪. আপনার ইউনিয়নে মোট কতটি গ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছে? _____ _____ _____ টি
খ. গ্রাম কমিটির সদস্য কারা?

গ. গ্রাম কমিটির সদস্য কিভাবে নির্বাচন করা হয়?

---

৫. গ্রাম কমিটির সভা কতদিন পর পর অনুষ্ঠিত হয়?----------দিন/মাস পর, কতটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে?----------টি সভা

ক. লক্ষমাত্রা কয়টি ----------টি, অর্জন কতটি----------টি

৬. গ্রাম কমিটির মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ জনগণ তাদের চাহিদা অনুসারে সেবা পায় কি? ১. হ্যাঁ ২. না
হ্যাঁ হলে কিভাবে?

--

৭. গ্রাম কমিটির মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ জনগণের চাহিদার প্রতিফলন হয় কি? ১. হ্যাঁ ২. না
হ্যাঁ হলে কিভাবে?

--

ইউনিয়ন কমিটি সম্পর্কিত তথ্য

৮. আপনার ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়েছিল কি? ১. হ্যাঁ ২. না
ক. হ্যাঁ হলে, মোট সদস্য মোট: _____ _____জন পুরুষ: _____ _____ মহিলা: _____ _____

৯. এই কমিটির সভা (ইউসিসিএম) কতদিন পর পর অনুষ্ঠিত হয়?-------দিন/মাস, মোট কতটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে----------টি

স্কীম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য

১০. আপনাদের ইউনিয়নে এই প্রকল্পের আওতায় কতটি স্কীম বাস্তবায়িত হয়েছে? মোট: _____ _____ _____ টি

ক্রমিক নং	স্কিমের নাম	পরিমান	মোট খরচ	খরচের বন্টন (%)			মন্তব্য
				প্রকল্প	ইউপি	ভিডিসি	
১	রাস্তা তৈরি						
২	টিউবওয়েল স্থাপন						
৩	কালভার্ট/পুল/সাঁকো নির্মাণ						
৪	বিদ্যালয়ের টিনশেড খাড়াকরণ						
৫	মসজিদের ওজুখানা নির্মাণ						
৬	নলকুপের গোড়া পাকাকরণ						
৭	সাব-মার্সিবল পাম্প স্থাপন						
৮	ড্রেন নির্মাণ						
৯	প্রাচীর নির্মাণ						

১১. প্রকল্পের আওতায় স্কীম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গ্রামের সাধারণ মানুষের চাহিদা ও স্বার্থ সর্বাধিক বিবেচিত হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে কিভাবে? ----------

---

১২. প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার আপনার ইউনিয়নের লোকজন কি কি সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে / কিভাবে উপকৃত হচ্ছে ?

---

১৩. প্রকল্প বাস্তবায়িত না হলে আপনার ইউনিয়নের লোকজন কি কি ক্ষতি হতো বলে আপনি মনে করেন?

---

১৪. এই প্রকল্পের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করা হয় কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. স্বচ্ছতা----------

খ. জবাবদিহীতা----------

---

১৫. পিআরডিপি-৩ প্রকল্প বাস্তবায়নের সবল, দুর্বল, ঝুঁকি ও সুযোগসমূহ কি কি?

ক. সবল দিকসমূহ ----------

খ. দুর্বল দিকসমূহ ----------

গ. সুযোগসমূহ ----------

ঘ. ঝুঁকিসমূহ ----------

১৬. ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যাতে উপরোক্ত দুর্বলতাগুলো না থাকে সেজন্য কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন? -

---

১৭. ভবিষ্যতে এই প্রকল্পের উন্নয়ন ও স্থায়ীত্বের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বিশেষ করে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ের কাজ ভবিষ্যতে সমন্বিত করে, প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ কিভাবে আরও শক্তিশালী করা যাবে?

---

২৪. এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনার আরো কোন মূল্যবান মতামত থাকলে বলুন?

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: গাইডলাইনের প্রশ্নগুলো/বিষয়সমূহ পুনরায় পরীক্ষা করুন। কোন প্রশ্নের উত্তর বাদ গিয়ে থাকলে উত্তরদাতাকে আবার ও জিজ্ঞাসা করুন এবং উত্তরসমূহ সঠিকভাবে এসেছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। পরিশেষে সাক্ষাৎকার গ্রহণে মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য উত্তরদাতাকে আবারও ধন্যবাদ জানান।

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর

তথ্য সংগ্রহকারী নাম ও স্বাক্ষর

ক্রমিক নং-৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

“অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -৩ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য

এফজিডি গাইডলাইন

পরিচিতি ও গবেষণার উদ্দেশ্য বর্ণনা

আচ্ছালামু আলাইকুম/নমস্কার

আমরা ----------।“উন্নয়ন ধারা” নামক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছি। উন্নয়ন ধারা, বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী এবং আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা/জরিপ কার্য পরিচালনা করে আসছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর অধীন বাংলাদশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত “অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -৩ (১ম সংশোধিত)”। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর পক্ষ থেকে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ এর জন্য আপনাদের কাছে জরিপ/তথ্য সংগ্রহের জন্য এসেছি।

গোপনীয়তা এবং সম্মতি: আমরা এই সাক্ষাৎকারে উক্ত প্রকল্পের বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম যেমন: সচেতনমূলক সভা, দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ, রাস্তাঘাট মেরামত, ব্রীজ-কালভার্ড নির্মাণ, মসজিদ ও মন্দির সংস্কার, টিউবয়েল স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে কিছু জানতে চাইব।

আপনাদের দেয়া তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে এবং এই তথ্য সংশ্লিষ্ট জরিপ ব্যতিত অন্য কোথা ও ব্যবহার করা হবে না। আপনার সাথে এই তথ্য সংগ্রহ করতে আনুমানিক ৩০ মি: সময় লাগবে। জরিপে অংশগ্রহনের জন্য আপনাকে কোন প্রকার জোর করা হবে না এবং আমরা আশা করছি আপনি স্বেচ্ছায় প্রশ্নোত্তর দিতে সম্মত হবেন, কেননা এই বিষয়ে আপনার মতামত আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কোন উত্তর না দিতে চাইলে আমাদেরকে বলবেন আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাব। এই জরিপে আমাদেরকে সহায়তা করার জন্য আমরা আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আপনাদের কি এই জরিপ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন আছে? আমরা কি তাহলে শুরু করতে পারি?

এফজিডি অংশগ্রহণকারী হাজিরা সিট

নাম	এনআইডি নং	পেশা	কোন কমিটির সদস্য/ উপকারভোগী	স্বাক্ষর

গাইডলাইন/নমুনা প্রশ্নপত্র

এফজিডির ধরন:

১. গ্রাম কমিটির সদস্য

২. ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সদস্য

৩. উপকারভোগী

দলীয় আলোচনার বিষয়সমূহ

সেকশন ১: গ্রাম কমিটি সম্পর্কিত তথ্য

২. পিআরডিপি-৩ এর আওতায় আপনাদের ইউনিয়নে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন সম্পর্কে কিছু বলুন:

ক. গ্রাম কমিটি কিভাবে গঠন করা হয়েছে?

খ. সদস্য সংখ্যা কতজন (পুরুষ ও মহিলা)

গ. সদস্য কারা এবং কিভাবে সদস্য নির্বাচন করা হয়?

ঘ. গ্রামের সাধারন মানুষও এই কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা; থাকলে শতকরা কতভাগ (%)?

৩. কতদিন পর পর এই গ্রাম কমিটিগুলোর সভা অনুষ্ঠিত হত?

ক. কমিটির সদস্যরা নিয়মিত সভায় অংশগ্রহণ করে কিনা এবং প্রতিটি সভায় কতভাগ সদস্য অংশগ্রহণ করে? সভায় মহিলারা নিয়মিত অংশগ্রহণ করে কিনা এবং তাদের প্রয়োজনের কথা বলতে পারে কিনা?
খ. গ্রাম কমিটির সভায় ইউডিও উপস্থিত থাকেন কিনা এবং তার ভূমিকা কী ?

৪. উক্ত মিটিং এ কি বিষয় বা সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা হয়?
ক. সভার আলোচিত বিষয় বা সিদ্ধান্ত সমূহ রেজুলেশন আকারে লিপিবদ্ধ করা হয় কিনা?

খ. হ্যাঁ হলে কিভাবে রেকর্ড রাখা হয় এবং পরবর্তীতে তা কোথায় প্রেরণ করা হয়?

গ. প্রতি মাসের সভায় কি পূর্ববর্তী মাসের আলোচনা ও সিদ্ধান্তের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়?

ঘ. গ্রাম কমিটির সিদ্ধান্তসমুহ ইউনিয়ন সমবায় কমিটিতে আলোচনার পদ্ধতি কী? গ্রাম কমিটির সভায় আলোচিত নির্ধারিত সমস্যাসমূহ বা সিদ্ধান্তসমূহ ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় আলোচনা হয় কিনা? উপস্থাপিত হলে, তা সভায় ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ও বাস্তবায়িত হয় কিনা? হলে কীভাবে?

সেকশন ২: ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি সম্পর্কিত তথ্য

৫. কিভাবে ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করা হয়?;

ক. এই কমিটির সদস্য সংখ্যা কতজন (পুরুষ ও মহিলা)? এই কমিটির সদস্য কারা?

৬. এই প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটির মোট কতটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে? প্রতিটি সভায় গড়ে মোট কতজন সদস্য উপস্থিত ছিল?

ক. সভায় কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়? গ্রাম কমিটির সভার কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে এই কমিটিতে আলোচান হয় কি এবং হলে কিভাবে ডকুমেন্ট করা হয়?

সেকশন ৩: প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আপনাদের মতামত দিন, যেমন

৭. পিআরডিপি-৩ এর আওতায় আপনারা এবং এলাকার গ্রামবাসীদের কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে কিনা?

৮. কী কী বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন? কত দিনের প্রশিক্ষণ ছিল ? এ সকল প্রশিক্ষণে গ্রামের সাধারণ মানুষের কী কী লাভ/উপকার হয়েছে বলে আপনি মনে করেন? প্রশিক্ষণ না পেলে কী কী সমস্যা/ক্ষতি হতো বলে আপনি মনে করেন?

সেকশন ৪: পিআরডিপি-৩/লিংক মডেল এর আওতায় বাস্তবায়িত স্কীম সম্পর্কিত তথ্য

৯. পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় স্কীম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গ্রামের সাধারণ মানুষের চাহিদা বিবেচিত হয়েছে কি? হলে কিভাবে হয়?

১০. প্রকল্পের আওতায় আপনাদের গ্রামে স্কিমসমূহ কিভাবে চিহ্নিতকরণ কারা হয়? কতটি স্কিম বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং কতটি স্কিম চলমান আছে? এই স্কিমসূহ কিভাবে ইউসিসিএম এ উপস্থাপন করা হয়, বাছাই করা হয় এবং অনুমোদন করা হয়?

১১. এই স্কীমগুলোর সবগুলোই কি গ্রামকমিটি কর্তৃক চিহ্নিত স্কীম (উন্নয়নমূলক কাজ); না হলে এর মধ্যে কতটি স্কীম গ্রাম কমিটি কর্তৃক চিহ্নিত উন্নয়নমূলক কাজ? বাস্তবায়িত স্কীমগুলোর মধ্যে কতগুলো গ্রাম কমিটির নিজস্ব সিদ্ধান্তে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কতটি স্কীম ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে ও অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়িত হয়েছে?

১২. এই প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আপনারা এবং এলাকাবাসী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন কিনা? করে থাকলে, কে কিভাবে অংশগ্রহণ করেছেন বিস্তারিত উল্লেখ করুন?

১৩. প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ক্ষুদ্র অবকাঠামোগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় কি/রক্ষণাবেক্ষণের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কি? হ্যাঁ হলে, কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়? কারা রক্ষণাবেক্ষণ কাজের দায়িত্বে রয়েছেন? বর্তমানের এগুলোর অবস্থা কেমন?

সেকশন ৬: প্রকল্পের প্রভাব, সফলতা, দুর্বলতা ও সুপারিশসমূহ

১৪. পিআরডিপি-৩ এর আওতায় গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের কি ধরনের সুবিধা বেড়েছে? তার ফলে কি তাদের জীবিকা ও জীবন উন্নয়নে কি গুণগত পরিবর্তন হয়েছে: স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, মৎস, আবাসন, খাদ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এই গুলোর ক্ষেত্রে যদি সুফল পেয়ে থাকেন তাহলে সেইগুলির বিবরণ দিন, আর যদি তেমন কোন সুফল না পেয়ে থাকেন, তাহলে কেন হয়নি এবং তার প্রতিবন্ধকতা কি ছিল?

১৫. পিআরডিপি-৩ এর সবলদিকগুলি এবং দুর্বল দিকগুলি কি কি?

১৬. ভবিষ্যতে এই প্রকল্পের উন্নয়ন ও স্থায়ীত্বের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বিশেষ করে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ের কাজ ভবিষ্যতে সমন্বিত করে, প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ কিভাবে আরও শক্তিশালী করা যাবে?

১৭. এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনার আরো কোন মূল্যবান মতামত থাকলে বলুন?

সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আলোচনা শেষ করুন

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর
(সিলসহ)

তথ্য সংগ্রহকারী নাম ও স্বাক্ষর

গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার

ক্রমিক নং-৭

পরিকল্পনামন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নপরিবীক্ষণওমূল্যায়নবিভাগ

"অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -৩ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমের মূল্যায়ন চেকলিষ্ট

সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত নীতি-২০০৬, সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত বিধি-২০০৮ অনুযায়ী মালামাল/সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী

(প্রতিটি প্যাকেজের জন্য আলাদা আলাদা চেক লিস্ট ব্যবহার করা হবে)

ক্রমিক নং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন
১	প্রকল্পের নাম	
২	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	
৪	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং (ক্রমিক অনুসারে)	
৫	ক্রয় পদ্ধতি	
৬	ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ	(১) অন-লাইন (৩) অফ-লাইন
৭	দরপত্র বা প্রস্তাব প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে পিপিআর ৩০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	হ্যাঁ না
৮	বিনির্দেশনা প্রস্তুতকরণে পিপিআর ৩০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	হ্যাঁ না
৯	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) **(বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট'এর নাম)**	১।পত্রিকার নামঃ (বাংলা) _____ তারিখঃ ___ ___/___ ___20___ ___ ২।পত্রিকার নামঃ (ইংরেজী)_____ তারিখঃ ___ ___/___ ___20___ ___ ৩। সিপিটিইউ ওয়েব সাইট _____ তারিখঃ ___ ___/___ ___20___ ___
১০	দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষের তারিখ ও সময়	শুরু তারিখ ___ ___/___ ___20___ ___ শেষ তারিখ___ ___/___ ___20___ ___ সময়: ___ ___ **মি:**
১১	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা	_____ _____ টি
১২	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	_____ _____ টি
১৩	টিওএস তৈরির তারিখ	
১৪	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	তারিখ ___ ___/___ ___20__ __সময়ঃ __ ___/__ __
১৫	দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	_____ _____ জন
১৬	টিওএস কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর আছে কি না?	
১৭	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	তারিখ ___ ___/___ ___20__ __
১৮	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	_____ _____ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা_____ _____ জন
১৯	উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	_____ _____ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা_____ _____ জন
২০	দরপত্রের জামানত জমা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক পে-অর্ডার, চালান ইত্যাদি)	হ্যাঁ না
২১	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	_____ _____ টি

২২	নন-রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	_____ _____ টি	
২৩	মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ		
২৪	Notification of Award প্রদানের তারিখ	তারিখ ___ ___/___ ___20__ __	
২৫	প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি)	_____টাকা	
২৬	চুক্তি মূল্য	_____টাকা	
২৭	কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম		
২৮	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	তারিখ ___ ___/___ ___20__ __	
২৯	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	তারিখ ___ ___/___ ___20__ __	
৩০	কার্যাদেশ/চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	তারিখ ___ ___/___ ___20__ __	
৩১	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	তারিখ ___ ___/___ ___20__ __	
৩২	প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ	তারিখ ___ ___/___ ___20__ __	
৩৩	১. সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে কি? ২. হলে কতদিন বৃদ্ধ ; এবং ৩. বৃদ্ধির কারণ;		
৩৪	সরবরাহকৃত পণ্য/মালামালের ওয়ারেন্টি ছিল কি ?	হ্যাঁ	
		না	
৩৫	ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ৩০০৮ এর কোন ব্যত্যয় হয়েছিল কি না ?	হ্যাঁ	
		না	
৩৬	যদি হয়ে থাকে তবে তার কারণ উল্লেখ করুণ		
৩৭	ক্রয় সংক্রান্ত রেকডপত্র সংরক্ষিত আছে কি না ?	হ্যাঁ	
		না	
৩৮	ক্রয়কৃত মালামাল রিসিভ পদ্ধতি		
৩৯	ক্রয় সংক্রান্ত কোন প্রকার অডিট হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	
		না	
৪০	হ্যাঁ হলে অডিট আপত্তি ছিল কিনা?	হ্যাঁ	
		না	
৪১	অডিট আপত্তি থাকলে কতটি আপত্তি ছিল এবং কতটি নিস্পন্ন হয়েছে?	আপত্তির সংখ্যা_____ _____ টি নিস্পন্ন সংখ্যা_____ _____ টি	
৪২	অডিট আপত্তি নিস্পন্ন না হয়ে থাকলে তার কারণ?	…… …… ……	

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর
(সিলসহ)

তথ্য সংগ্রহকারী নাম ও স্বাক্ষর

গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার

ক্রমিক নং-৯

পরিকল্পনামন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নপরিবীক্ষণওমূল্যায়নবিভাগ

অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ এর নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন ক্ষুদ্র অবকাঠামো সম্পর্কে তথ্য

জেলা : _____ **কোড নং:** _____

উপজেলা : _____ **কোড নং:** _____

ইউনিয়ন : _____ **কোড নং:** _____

গ্রাম : _____

বাস্তবায়িত স্কীমের লোকেশান: _____

পর্যবেক্ষণকারীর নাম: _____ তারিখ ___ ___/___ ___20__ __

তথ্যপ্রদানকারীর নাম: _____ পদবী: _____

তথ্যপ্রদানকারীর ঠিকানা: _____

নির্দেশনা: প্রথমেই তথ্য সংগ্রহকারীদল উপজেলা পর্যায়ে ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছ থেকে জেনে নিবেন জরিপের নমুনা ইউনিয়নে পিআরডিপি-৩ এর আওতায় কী কী ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে/হচ্ছে এবং সেই সাথে লোকেশানসহ তার একটি তালিকাও সংগ্রহ করে নিবেন। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, গ্রাম কমিটির সদস্য এবং গ্রামবাসীর কাছ থেকে জেনে এবং সরেজমিনে পরিদর্শন করে নীচের তথ্যগুলো সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১. বাস্তবায়িত স্কীমের নাম: _____

২. স্কীমটি কবে বাস্তবায়িত হয়েছে (শুরু ও শেষ): শুরু তারিখ___ __/__ __20__ __ ও শেষ তারিখ___ __/__ __20__ __

৩. স্কীমটি দৈর্ঘ্য কত? শুরুর স্থান থেকে শেষের স্থানের নাম লিখুন: _____

৪. স্কীমটি বাস্তবায়নে কত টাকা খরচ হয়েছে? _____টাকা, সরকার: _____%, ইউপি_____%, গ্রামবাসী____%

৫. এই স্কীমটি বাস্তবায়নের জন্য Scheme Implementation Team (SIT)/স্কীম বাস্তবায়ন টিম (এসআইটি) গঠন করা হয়েছে কিনা?

ক. হ্যাঁ হলে এই টিমের সদস্য কে কে ?----------

--

৬. যে গ্রামে স্কীমটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে/হচ্ছে সেই এলাকাবাসী হোল্ডিং ট্র্যক্স পরিশোধ করেছে কি না? ১. হ্যাঁ ২. না

(সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের তথ্য ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সংগ্রহ করার সময় ঐ এলাকার জনগণ হোল্ডিং ট্র্যক্স পরিশোধ করেছে মর্মে প্রত্যায়ন পত্রের কপি এবং ইউনিয়ন পরিষদের ব্যাংক হিসাবের স্টেইটমেন্ট সংগ্রহ করুন)

*৭. বিলের তিনটি কোটেশন সংগ্রহ করুন এবং কোটেশন যাচাই কমিটির (*SIT) প্রতিবেদন ও সংগ্রহ করুন

৮. নাম ফলক স্থাপনের টাকা কোথা থেকে ব্যয় করা হয়েছে? (ছবি নিন)----------
-

৯. বিভিন্ন উৎস থেকে টাকা সংগ্রহ ও পরিশোধ (প্রকল্প (%), ইউপি (%) এবং গ্রামবাসী (%) দেখার জন্য SIT টিমের হিসাব রেজিষ্টার্ড (বই/খাতা) এর ফটো কপি সংগ্রহ করুন।

১০. স্কীমটি বাস্তবায়নে শ্রমিক এলাকা থেকেই নেওয়া হয়েছিল নাকি বাইরের শ্রমিক দিয়ে কাজ করানো হয়েছিল?

১. এলাকার শ্রমিক, ২. এলাকার বাইরের শ্রমিক, ৩. উভয়ই, ৪. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন): _____

১১. স্কীমটি পরিকল্পনা মাফিক সম্পূর্ণরূপে (যা যা করার কথা ছিল সে অনুযায়ী) সমাপ্ত হয়েছিল কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. না হলে, কেন হয়নি?

---

১২. স্কীমটির বর্তমান অবস্থা কেমন বর্ণনা করুন (সরেজমিনে পরিদর্শনের ভিত্তিতে)?

---

১৩. স্কীমটি বাস্তবায়নের ফলে গ্রামবাসীর কি কি উপকার হয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা করুন (গ্রাম কমিটি সদস্য ও এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে সুফল বা উপকারগুলো লিপিবদ্ধ করুন)

---

১৪. স্কীমটি বাস্তবায়ন না হলে গ্রামবাসীর কি কি অসুবিধা/সমস্যা/ক্ষতি হতো তার বিস্তারিত বর্ণনা করুন (গ্রাম কমিটি সদস্য ও এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে সুফল বা উপকারগুলো লিপিবদ্ধ করুন)

তথ্যসংগ্রহকারী: তথ্যসংগ্রহের সময় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ দিন এবং পরিদর্শনন শেষ করুন।

_____ _____

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর (সিলসহ)

তথ্য সংগ্রহকারী নাম ও স্বাক্ষর

অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ **ক্রমিক নং-১০**

পরিকল্পনামন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নপরিবীক্ষণওমূল্যায়নবিভাগ

"অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -৩ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের

ভৌত কাজের উপাত্ত সংগ্রহের চেকলিস্ট

নমুনা ইউনিয়নে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহের তথ্য

কেস নম্বর বিভাগ: _____ **কোড নং:** _____

জেলা : _____ **কোড নং:** _____

উপজেলা : _____ **কোড নং:** _____

ইউনিয়ন : _____ **কোড নং:** _____

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:_____তারিখ ___ ___/___ ___20__ __

উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ের বিআরডিবি-এর পিআরপিপি-৩ প্রকল্প অফিস ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ করে, কথা বলে এবং প্রয়োজনে অফিসিয়াল নথিপত্র চেক করে তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রকল্প ইউনিয়নে প্রকল্পের আওতায় কি কি বা যে যে কাজগুলি হয়েছে সেই আঙ্গিকে তথ্য আনতে হবে এবং সে অনুযায়ী কন্টোল ইউনিয়নে একই সময় ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় যে কাজ হয়েছে তার আঙ্গিকে তথ্য আনতে হবে।

তথ্য প্রদানকারীর নাম, পদবী ও মোবাইল নং (একাধিক ব্যক্তি হতে পারে):

.....
.....
.....
.....

সেকশন ১: ইউনিয়নের সাধারণ তথ্য

১. ইউনিয়ন পরিষদের নাম:_____

২. ইউনিয়নের মোট খানা সংখ্যা:_____**টি**; দরিদ্র খানা:_____টি; সচ্ছল: _____টি

৩. ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা:_____পুরুষ: _____জন, মহিলা: _____জন, ডিজাবেল----------জন

৪. ইউনিয়নের মোট গ্রামের সংখ্যা:_____টি

৫. ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত বিদ্যমান ব্যক্তির সংখ্যা: ক. ইউপি চেয়ারম্যান:_____জন খ. পুরুষ মেম্বার (সদস্য): :_____জন গ.মহিলা মেম্বার (সদস্য): _____জন

৬. কখন/কোন সময় থেকে পিআরডিপি/লিংক মডেলের কার্যক্রম শুরু হয়--------মাস, ----------বছর

৭. ইউনিয়ন পরিষদে পিআরডিপি/লিংক মডেলের কোন অফিস কক্ষ আছে কিনা/ছিল কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না

৮. পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম তথ্য বোর্ড স্থাপিত হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. গ্রাম তথ্য বোর্ড এ (ভিলেজ ইনফরমেশান বোর্ডে) কি কি তথ্য দেওয়া আছে?

---

৯. ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্র আছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

সেকশন ২: গ্রাম কমিটি সংক্রান্ত তথ্য

১০. নির্ধারিত ইউনিয়নে পিআরডিপি-৩ এর আওতায় গ্রাম কমিটি গঠন এবং তার কার্যকর অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যঃ

(প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে কথা বলে এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র দেখে তথ্য লিপিবদ্ধ করুন। প্রতিটি গ্রাম কমিটির জন্য পৃথকভাবে তথ্য আনতে হবে)

ক. প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত ইউনিয়নে মোট কতটি গ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছে? লক্ষ্য মাত্রা:_____টি, অর্জিত হয়েছে------টি

খ. পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত ইউনিয়নে মোট কতটি গ্রাম কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে? লক্ষ্য মাত্রা :_____টি অর্জিত:_____টি

গ. পরিকল্পনা অনুযায়ী সভা হয় কি না? ১. হ্যাঁ ২. না

না হলে তার কারণসমূহ----------

---

১১. গ্রাম কমিটির সভার আলোচনার কার্যবিবরণী কোথায় কিভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় বিস্তারিত উল্লেখ করুন?

---

১২. ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়েছে কিনা এবং কবে গঠিত হয়েছে (মাস ও বছর)? ১. হ্যাঁ ২. না

ক. তারিখ ___ ___/___ ___20__ __

খ. কমিটির সদস্য সংখ্যা :_____জন, পুরুষ:_____জন, মহিলা:_____জন।

গ. কমিটির সদস্য কারা?

---

১৩. প্রকল্প দলিলে পরিকল্পনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে কতটি জিসি স্কীম বাস্তবায়ন টার্গেট ছিল? টার্গেট :_____টি , বাস্তবায়ন_____টি

১৪. পিআরডিপি-৩/লিংক মডেল এর আওতায় প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত ইউনিয়য়ে মোট কতটি ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে? টার্গেটকৃত সভার সংখ্যা: _____টি, অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা: _____টি

ক. পিআরডিপি-৩ এর আওতায় মোট কতটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল? মোট সভা: _____ টি।

খ. সভায় মহিলারা অংশগ্রহন করে কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না

গ. গড়ে প্রতিটি সভায় কতজন লোক উপস্থিত থাকতেন? গড়ে: _____ জন।

১৫. বর্তমানে ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটিগুলো সক্রিয় কিনা অর্থাৎ নিয়মিত সভা করে কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না

না হলে তার কারণসমূহ----------

---

১৬. নির্ধারিত ইউনিয়নে পিআরডিপি-৩ বাস্তবায়নকালীন সময়ে ইউনিয়নের জনগণের সঙ্গে বাজেট নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা হয় কি? ১. হ্যাঁ ২. না

১৭. নির্ধারিত ইউনিয়নে হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানের জন্য নির্ধারিত বাড়ির সংখ্যা কত? _____ টি।

১৮. গত জুলাই ২০১৯ - জনু ২০২০ অর্থবছরে কতগুলি বাড়ি হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদান করেছে? _____ টি।

১৯. গত জুলাই ২০১৯ - জনু ২০২০ অর্থবছরে বাড়িগুলি থেকে কত টাকা হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদান করেছে? _____ টাকা।

২০. প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সময়ে ইউসিসি থেকে প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন /তদারকি করা হয় কি? ১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে, কিভাবে করা হয়?

ক. কারা এই মনিটরিং ও সুপারভিশন এর কাজ করছে?

---

২১. পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ইউনিয়ন পরিষদে অর্থ বরাদ্দ কি নিয়মে হয়েছে? ১. হ্যাঁ ২. না

না হলে কেন হয় না?---

ক. ইউনিয়ন পরিষদ এ প্রকল্পের আওতায় অর্থ বরাদ্দ কোথা থেকে বা কার মাধ্যমে পেয়েছে?

খ. এ প্রকল্পের আওতায় অর্থ বরাদ্দ পেতে কি ধরনের সমস্যা, অসুবিধা বা অনিয়ম হয়েছে?

নির্দেশনা: প্রকল্প জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন থেকে প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত সকল রিপোর্ট, সাকসেস কেস স্টোরি ও অন্যান্য রিপোর্টের কপি সংগ্রহ করুন

তথ্যসংগ্রহকারী: তথ্যসংগ্রহের সময় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ দিন এবং পরিদর্শনন শেষ করুন।

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর
(সিলসহ)

তথ্য সংগ্রহকারী নাম ও স্বাক্ষর

অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ **ক্রমিক নং- ১১**

পরিকল্পনামন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নপরিবীক্ষণওমূল্যায়নবিভাগ

“অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -৩ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক চলমান প্রকল্পের

প্রশিক্ষণ, ভিডিসি/ইউসিসি ও ভৌত কাজের অগ্রগতির চেকলিস্ট

ক. ট্রেনিং বিষয়ে চেকলিষ্ট-উপকারভোগী (প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়)

ক্র:নং	ট্রেনিং এর বিষয়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		সময়কাল	অংশগ্রহনকারীর ধরণ
		লক্ষ মাত্র	অর্জন		

খ. ট্রেনিং বিষয়ে চেকলিষ্ট -স্টাফ (প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়)

ক্র:নং	ট্রেনিং এর বিষয়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		সময়কাল	অংশগ্রহনকারীর ধরণ
		লক্ষ মাত্র	অর্জন		

গ. গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন (ভিডিসি) ও মিটিং সংখ্যা (প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়)

ক্র: নং	ভিডিসি সংখ্যা		মন্তব্য	মিটিং সংখ্যা		মন্তব্য
	লক্ষ মাত্র	অর্জন		লক্ষ মাত্র	অর্জন	

ঘ. ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি গঠন (ইউসিসি) ও মিটিং সংখ্যা (প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়)

ক্র: নং	ইউসিসি সংখ্যা		মন্তব্য	মিটিং সংখ্যা		মন্তব্য
	লক্ষ মাত্র	অর্জন		লক্ষ মাত্র	অর্জন	

ঙ. বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম (স্কীম) (প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়)

ক্র:নং	স্কীমের নাম	স্কীমের সংখ্যা		সময়কাল	মন্তব্য
		লক্ষ মাত্র	অর্জন		

ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করুন

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর
(সিলসহ)

তথ্য সংগ্রহকারী নাম ও স্বাক্ষর

UNNYAN DHARA
The Hub of Consultancy Service
House # 31/2, Road # 6
Block # Ka, Shyamoli Housing Society
Adabar, Dhaka-1207
Cell Phone # 88-01712100559
e-mail id: sayeed.luna@gmail.com